অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : উজায়ের

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : উজায়ের

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

উযায়ের ১-৬ অধ্যায়ের কাহিনীর সময়কাল এর লেখক উযায়েরের সময়কালের বহু আগের। এই অংশটি কে লিখেছেন সে সম্পর্কে কিতাবে কিছুই বলা হয় নি। ৭-১০ অধ্যায়ের মূল চরিত্র হলেন উযায়ের। এই অধ্যায়গুলোর কিছু অংশ নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের হাতে লেখা, কারণ তা গল্পকথকের ঢঙ্গে লেখা হয়েছে। অনেক সময় এই অংশটিকে বলা হয় উযায়েরের দিনলিপি (৭:২৭–৯: ১৫)। কিতাবটির চূড়ান্ত রচয়িতা আসলে কে তা অজানা। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, ১ ও ২ খান্দাননামা যিনি লিখেছেন সেই একই ব্যক্তি এই উযায়ের কিতাবটিও লিখেছেন, কারণ ২ খান্দাননামা কিতাবটি শেষ হওয়ার পর পরই কাহিনীর রেশ ধরে উযায়ের কিতাবের সূচনা এবং দুটো কিতাবের বিষয়-বস্তুগত বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। সেই সাথে এ বিষয়েও ব্যাপক ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, উযায়ের কিতাবের লেখক (তিনি খান্দাননামা কিতাব রচনা করেছেন কি না সে ব্যাপারে কোন কিছু বলা হয় নি) নহিমিয়া কিতাবটিও রচনা করেছেন। প্রাচীনকালে এই দুটি কিতাব, অর্থাৎ উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাব দুটি একটি একক কিতাব হিসেবে বিবেচনা করা হত, যা ইহুদীদের ইতিহাস থেকে জানা যায়। পুরাতন নিয়মের ক্যাননের আরও অনেক কিতাবে এই একই বিষয় লক্ষ্যণীয়, যেখানে একজন লেখক বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়ে তাঁর কিতাবটি রচনা করেছেন। "উযায়েরের দিনলিপির" পাশাপাশি নহিমিয়া কিতাবের আরও বেশ কিছু অংশ গল্পকথকের ঢঙ্গে, অর্থাৎ প্রথম পুরুষে রচনা করা হয়েছে, যা উযায়েরের রচয়িতাকেই নির্দেশ করে। এই কিতাবের বর্ণনায় এমন কিছু চিঠি ও অন্যান্য নথিপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো লেখকের আওতার মধ্যে ছিল বা সেগুলোর অনুলিপি তাঁর কাছে ছিল।

সময়কাল

উযায়ের কিতাবে প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বখতে-নাসারের নেতৃত্ব ইহুদীদেরকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের সম্রাট সাইরাস ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ নবোনিদাসকে উৎখাত করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি এক ব্যাপক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন, যার মধ্যে ছিল ইসরাইল ও এহুদা রাজ্য। ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইরাস এই ডিক্রি জারি করেন যে, ইহুদী বন্দীরা তাদের পিতৃপুরুষদের ভূখণ্ডে ফিরে যেতে পারে। উযায়ের ১-৬ অধ্যায়ে ৫৩৮-৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা প্রথম জনগোষ্ঠীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের নেতা ছিলেন সরুব্বাবিল এবং ইমাম ইউসিয়া। তাদের ফিরে আসার প্রস্তুতি এবং যাত্রাপথে প্রায় বছর খানেক সময় লেগে গিয়েছিল (এ প্রসঙ্গে জানতে দেখুন উযায়ের ৭:৯)। এই অধ্যায়গুলোতে জেরুশালেমের এবাদতখানা পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে (৫১৬ খ্রী.পূ.)। বখতে-নাসারের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সোলায়মান নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস যেখানে অবস্থিত ছিল, সেখানেই আবার তা পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। ৭-১০ অধ্যায় পরবর্তী প্রায় অর্ধশত বছরের ইতিহাস বর্ণনা করে, যা শুরু হয়েছে ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমে উযায়েরের আগমনের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে কিতাবটিতে খুব সামান্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

এই কিতাবটি ঠিক কোন সময় রচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে এই তারিখগুলো থেকে কিছু জানা যায় না। ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে যে, নহিমিয়া কিতাবের সাথে উযায়ের কিতাবের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই সম্ভবত কিতাবটির ঘটনাপ্রবাহের সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর কিংবা ৪৩৩ থেকে ৪২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় কিতাবটি রচনা করা হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে (এ প্রসঙ্গে নহিমিয়া ১৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

বিষয়বস্তু

উযায়ের কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ততা, একাধারে এবাদতের ক্ষেত্রে (এখানেই নতুন এবাদতখানা নির্মাণের গুরুত্ব নিহিত) এবং তৌরাত বা মূসার শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে (৭:৬)।

উদ্দেশ্য, পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

ইহুদী জাতি আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক হিসেবে তাদের পরিচয় ধরে রাখার জন্য বহু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপের মধ্যেও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এই জনগোষ্ঠী অবস্থান নিয়েছিল জেরুশালেমে এবং পূর্বতন এহুদা রাজ্যের নগর ও গ্রামগুলোতে। অন্তত দুটি কারণে তাদের এই অবস্থান ছিল অনিরাপদ। প্রথমত, এই জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল এমন লোকদেরকে নিয়ে যারা দীর্ঘ সময়ের

জন্য বন্দীদশায় পতিত হয়ে মাতৃভূমি থেকে দূরে সরে ছিল– ইয়ারমিয়ার হিসাব অনুসারে ৭০ বছর (ইয়ার ২৫:১১)। (সম্ভবত ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশায় পতিত হওয়া লোকদের প্রথম জোয়ার থেকে শুরু করে ৫৩৮-৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত, কিংবা ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নতুন এবাদতখানা নির্মাণের আগ পর্যন্ত সময়কালকে ধরে এই ৭০ বছর গণনা করা হয়েছে; এ প্রসঙ্গে ইয়ার ২৫:১১; দানিয়াল ৯:২; জাকা ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।) তারা নিজ ভূখণ্ডে ফিরে এসেছিল পরবাসী হয়ে, কারণ সে সময় ইসরাইলে বসবাস করছিল এমন ইহুদীরা, যারা বন্দীদশায় যায় নি এবং সেই সাথে অন্যান্য দেশ থেকে বহু মানুষ এসে সেখানে আবাস গড়েছিল। এর পাশাপাশি সামেরিয়ার নেতৃবৃন্দ (পুরাতন উত্তর রাজ্যের রাজধানী) তখন নদীর ওপারে পারস্য রাজ্যের ক্ষমতাসীন ছিলেন (উযায়ের ৪:১-২ আয়াতের নোট দেখুন)। তারা জেরুশালেমের এই নতুন জনগোষ্ঠীকে একটি পৃথক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে দেখছিলেন। এ কারণে যারা ফিরে আসছিল তাদের বাধ্য হয়ে স্থানীয় বিরোধিতার মুখে নিজেদের প্রাচীন পরিচয় ও অধিকার দাবী করতে হচ্ছিল। তারা পারস্যের বাদশাহ্‌র সহযোগিতা পেয়ে এই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও এই সহযোগিতার মাত্রা সব সময় এক রকম ছিল না। উযায়ের ৪ অধ্যায় ও নহিমিয়া ৪ ও ৬ অধ্যায়ে শত্রুদের নিরবিচ্ছিন্ন বিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইহুদী সমাজ তাদের মারাত্মক নৈতিক ও ধর্মীয় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল, কারণ তারা সমস্ত বিরোধিতার মুখেও মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ত একটি জাতি হিসেবে জীবন ধারণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে করে ধীরে ধীরে এই চ্যালেঞ্জ আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। যখন উযায়ের জেরুশালেমে ফিরে এলেন, সে সময় তিনি দেখলেন ইহুদীরা অ-ইহুদীদেরকে বিয়ে করছে (উযায়ের ৯-১০ অধ্যায়)। এই বিষয়টি নব্য গঠিত এই জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত হুমকির ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ এতে করে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের চুক্তি ও সম্পর্ক শিথিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল। এখান থেকে বোঝা যায় যে, দুটো কিতাবেই সেই ভূখণ্ডের তথাকথিত অধিবাসীদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখার ব্যাপারে ইসরাইলীয়দের কেন এত বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। এর কারণ হল, যারা বাইরে থেকে এসে ইসরাইলে বসতি স্থাপন করেছিল তারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত না, তাঁর ধর্ম চর্চা করত না। এরা নৈতিক দিক থেকে সেই জাতির সমতুল্য ছিল, যাদেরকে উৎখাত করে দিয়ে ইসরাইলীয়রা কেনান দেশে তথা প্রতিজ্ঞাত দেশে বসতি স্থাপন করেছিল (৯:১; আরও দেখুন দ্বি.বি. ৭:১-৫)। মিশ্র বিবাহের ব্যাপারে তাঁর কট্টর পন্থার কারণে উযায়ের প্রায়শই সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়টির সাথে যেমন এক দিকে ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্ন জড়িত, তেমনি ইসরাইল জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নও জড়িত। তৎকালীন অ-ইহুদীদের প্রতি মুক্তমনা হওয়ার উপরে এই ব্যাপারটি অনেকাংশে নির্ভর করছিল, কারণ মাবুদকে আল্লাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর ধর্ম চর্চায় নিজেদের নিযুক্ত করার সুযোগ তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত ছিল (উযায়ের ৬:২১)। এই বিষয়টি বিবেচনা করে উযায়ের কিতাবটি রূত কিতাব থেকে কোনভাবেই পৃথক কিছু নয়। যারা অ-ইহুদী থেকে মন পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র লোক হিসেবে পরিগণিত হবে, তাদেরকে বিয়ে করা এবং সন্তান ধারণ করাকে উযায়ের ৯-১০ অধ্যায়ে কোনভাবেই উযায়ের বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু যে সমস্ত বিয়ের কারণে ইসরাইলীয়দের মধ্যে ধর্মত্যাগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল (যা নহিমিয়া ১৩:২৩-২৪ আয়াতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে) তাদের বিরুদ্ধে উযায়ের কথা বলেছেন। এই সমস্যাটি আকস্মিকভাবে ইসরাইলে দেখা দেয়। উযায়েরের নেতৃত্বে লোকেরা এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এই একই সমস্যা আবারও নহিমিয়ার সময়েও দেখা দিয়েছিল (নহিমিয়া ১৩:২৩-২৯)। উযায়েরের আবির্ভাবের ১৫ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল, যখন তিনি আর দৃশ্যপটে ছিলেন না। সবশেষে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে বিশ্বস্ততার আরেকটি চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছিল। যখন নহিমিয়া জেরুশালেম নগরীর দেয়াল নির্মাণ দ্রুত শেষ করার জন্য আরও কর্মী নিযুক্ত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, সে সময়ই এই ঘটনা ঘটেছিল (নহিমিয়া ৫ অধ্যায়)।

দুটি বই লেখার ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিষয় কাজ করেছে। সরুব্বাবিল এবং ইউসিয়া বায়তুল মোকাদ্দস পুনঃনির্মাণ করেছিলেন, যেহেতু এটি ছিল প্রথম ও অমোচনীয় চিহ্ন যে, মাবুদই সর্বকালের জন্য জেরুশালেমের, দাউদের প্রাচীন রাজধানীর এবাদতের কেন্দ্রপীঠ। নবী হগয় ও জাকারিয়াও এই প্রকল্প ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সহায়তা করেছিলেন (উযায়ের ৫:১)। উযায়ের “মূসার শরীয়তে, ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদের দেওয়া ব্যবস্থায়, পণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন” (৭:৬)। তিনি ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে শরীয়তের প্রতি অনুগত হওয়ার আহ্বান জানান এবং এভাবে তিনি পঞ্চকিতাবে স্থিত মূসার শরীয়তের প্রতি তাঁর নিজের বাধ্যতা প্রদর্শন করেন। নহিমিয়া নগরীর দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেন, যেন ইসরাইল জনগোষ্ঠী সেই সমস্ত শত্রুদের সরাসরি আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে, যারা সব সময় এহুদার সামরিক নিরাপত্তার যে কোন দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

এই পৃথক কার্যক্রমগুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংযুক্ত

ছিল। যদিও উযায়ের শরীয়ত ও আইনের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি এর পাশাপাশি তিনি পারস্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দসের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যেন বায়তুল মোকাদ্দসের জন্য বাদশাহ্ সাইরাস সরুব্বাবিলের মধ্য দিয়ে সংস্কারের যে আদেশ দিয়েছিলেন তা তিনি সম্পন্ন করতে পারেন। কিতাবটি থেকে আমরা এই বিষয়টি নিয়েও পরিষ্কার হতে পারি যে, উযায়ের এবং নহিমিয়ার কাজ সমান্তরালভাবে এগিয়েছিল। কারণ নহিমিয়া ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, নহিমিয়ার নেতৃত্বে জেরুশালেম নগরীর দেয়াল পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর পরই উযায়ের মহান শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। আবার নগরীর দেয়াল উৎসর্গের সময় প্রত্যেকেই অনুষ্ঠানে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছিলেন (নহিমিয়া ১২:৩৩,৩৮)। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছিল বায়তুল মোকাদ্দসে, যেন বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ কাজ এবং নগরী সুরক্ষিত করার কাজটি একক একটি কার্যক্রম হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

উযায়ের ও নহিমিয়ার রচয়িতা এই বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। এত সব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ইসরাইলের জনগোষ্ঠীকে আবারও সংগঠিত করে তোলার পেছনে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপনের একটি অংশ আমরা কিতাবে দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে বন্দীদশার পর প্রাচীন প্রতিজ্ঞাত দেশের জনগোষ্ঠীর এই পুনঃএকত্রীকরণ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার চেয়ে কম কিছু নয় (এ প্রসঙ্গে দেখুন ইশা ৪০:১-১১; ইয়ার ২৫:১১)। তবে এখানে এটিও পরিতাপের বিষয় যে, এই পুনঃসংগঠিত জনগোষ্ঠী একটি বিশ্বস্ত জাতি হিসেবে তাদের অবস্থান থেকে বারবারই বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে। লেখক বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে লোকেরা কোন অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য (উযায়ের ৩:১-১৩; ৬:১৯; নহিমিয়া ৮ অধ্যায়), বা জাতিগত অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের জন্য (উযায়ের ১০ অধ্যায়; নহিমিয়া ৯ অধ্যায়) একত্রিত হয়েছে। এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র ইসরাইল জাতি যেন মাবুদের প্রতি শতভাগ বিশ্বস্ত থাকে, কারণ তাদের বিশ্বস্ততার উপরেই নির্ভর করবে তাদের জীবন। বন্দীদশার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ইতোমধ্যেই তাঁর লোকদের বিচার করেছেন, এমন ধারণা লেখকের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট ছিল।

উযা ৯:৮-৯ ও নহি ৯:৩২-৩৭ আয়াতে নবী উযায়েরের মুনাজাত (দ্বিতীয় অংশটি হয়তো উযায়েরের নাও হতে পারে) থেকে আমরা এই দুটি কিতাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাই। দ্বিতীয় মুনাজাতটিতে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও মন পরিবর্তনের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইসরাইল জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো তাদের গুনাহ্‌র জন্য কষ্টভোগ করছে এবং তারা তাদের নিজ ভূখণ্ডে গোলাম হয়ে রয়েছে। উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবের রচয়িতা পারস্য বাদশাহ্‌র সদয় আচরণের পেছনে আল্লাহ্‌র বেহেশতী হাতের ছোঁয়া দেখতে পেলেও তিনি এ কথাও জানতেন যে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ইসরাইল জাতিকে এখনো বহু দূর পথ পাড়ি দিতে হবে। মন পরিবর্তন ও ব্যাকুল আবেদনের এই সংমিশ্রণই হচ্ছে তাঁর বক্তব্যের মূল সারগর্ভ। এই কিতাবের লক্ষ্য শুধুমাত্র ইসরাইল জাতির আশা ধরে রাখা নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে আবারও অনুতাপ ও অনুশোচনা করানো, যেন তাদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র পরিচর্যা করার মাধ্যমে জাতিগত স্বাধীনতা অর্জনের সেই প্রাচীন ওয়াদা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

১. মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাঁর দয়া ও করুণা তাঁর ক্রোধকে ছাপিয়ে যায় (৯:১৩)।

২. মাবুদ সব সময় সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর বেহেশতী কর্ম সাধন করতে পারেন, যা তাঁর মহান পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা সাধন করবে (যেমন ৬:২২)।

৩. বন্দীদশায় থাকা ইসরাইলীয়রা ছিল জাতির অবশিষ্টাংশ, সেই "পবিত্র জাতির" অবশিষ্টাংশ (৯:২,৮), যারা মাবুদের আদেশ ও বিধান মান্য করার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতির লোক হিসেবে তাদের পরিচয় ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

৪. মাবুদ আল্লাহ্‌র নিজের লোক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বাধ্যতামূলকভাবে ইসরাইল জাতির সদস্য হতে হবে, বরং তাকে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র চুক্তির ও ওয়াদার অধীনে এসে তাঁর অনুগত হতে হবে। আর এভাবেই যে কোন দেশের যে কোন জাতির যে কোন মানুষ আল্লাহ্‌র নিজের লোক হয়ে উঠতে পারে (৬:২১)।

৫. আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে মাবুদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শিত হয়েছে। উযায়ের কিতাবে বিশেষ করে বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ ও এর সমস্ত কাজের সঠিক তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে, যা প্রকাশ পেয়েছে ইমাম, লেবীয়, দ্বাররক্ষী, সঙ্গীতজ্ঞ ও এবাদতখানার অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে (২:৩৫-৫৮; ৩:১০-১১)।

৬. এবাদতের মূল সুর হচ্ছে আনন্দ (৬:২২)।

নাজাতের ইতিহাসের সার সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোকেরা বন্দীদশায় নীত হওয়াতে তাদের গল্প শেষ হয়ে যায় নি, কিংবা দুনিয়াতে আলো

প্রকাশিত করার জন্য তাদের প্রতি যে আহ্বান তা-ও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। উযায়ের এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য তাঁর বেহেশতী ক্ষমতায় পরজাতীয় শাসকদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর লোকদেরকে পরিচর্যা দানের জন্য তিনি নতুন পরিচর্যাকারীর উত্থান ঘটান (ইয়ার ২৩:৩-৪), বিশেষ করে উযায়ের এবং অন্যান্য ইমাম ও লেবীয়গণ। তবে নবীদের সব ভবিষ্যদ্বাণীই যে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তা নয় (উযায়ের ৯:৮-৯), কারণ আল্লাহ্‌ সেগুলোকে পরিবর্তন করে আরও ভাল কিছু করতে পারেন। আল্লাহ্‌র পৃথকীকৃত জাতি হিসেবে জীবন ধারণ করার জন্য এই লোকেরা এক দারুন সুযোগ লাভ করেছিল। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

লেখকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের দুটি ঘটনার পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করা। অনেক ক্ষেত্রে তিনি তালিকা ও সূচির আকারে তা লিপিবদ্ধ করেছেন, আবার কখনো বর্ণনা বা গদ্যের আকারে তা রচনা করেছেন। কিন্তু এই কিতাব রচনা করার পেছনে রয়েছে একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে সেই যুগের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে আল্লাহ্‌র নিজ ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁর লোকদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সর্বাংশে পবিত্রতা রক্ষা করার আহ্বান জানানো।

উযায়ের কিতাবের প্রাথমিক ধরন হচ্ছে ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বিশেষ করে এটি এমন একটি গ্রন্থ যেখানে বন্দীদশা থেকে এক দল মানুষের নিজ ভূখণ্ডে ফিরে আসার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য উল্লেখ করার কারণে কিতাবটির গদ্য রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে– মানুষ ও সম্পদের তালিকা, সরকারি নথিপত্রের পাণ্ডুলিপি, নবী উযায়ের এর বংশ-তালিকা, রাজকীয় ও অন্যান্য চিঠিপত্র, দিনলিপি ও মুনাজাত। অনেক সময় একটি বস্তুর বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পের অবতারণা ঘটেছে; আবার অনেক ক্ষেত্রে তা হয়তো নেহায়েত একটি সংবাদপত্র বা জাদুঘরে রাখার মত বস্তু।

শুরু থেকেই উযায়ের এই কিতাবের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে তিনি এসেছিলেন এবং তাঁর যুগান্তকারী নেতৃত্বে লোকদের মাঝে ফিরে আসে গতিশীলতা ও উদ্দীপনা। দ্বিতীয় সারির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন তিন পারস্য বাদশাহ্‌ (সাইরাস, দারিয়ুস ও আর্টাজারেক্সেস), সরুব্বাবিল (যিনি প্রথম প্রত্যাবর্তনকারী দলের ও বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ কাজের নেতৃত্ব দান করেছিলেন), যে সমস্ত কর্মীরা বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং যে সমস্ত ইসরাইলীয়রা দেব-দেবীদের পূজা করে এমন পৌত্তলিক পরজাতীয় নারীদের বিয়ে করেছিল।

উযায়েরের সময়কালে পারস্য সাম্রাজ্য

৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

উযায়েরের সময়কালে পারস্য সাম্রাজ্য তার সীমারেখা সর্বোচ্চ দূরত্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পেরেছিল। সে সময় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মহাদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট মহান সাইরাসের নেতৃত্বে পারস্য সৈন্যবাহিনী ব্যাবিলনীয়দেরকে পরাজিত করে এবং তাদের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তোলে। এই অধিকারভুক্ত ভূখণ্ডের মধ্যে ইসরাইল ও এহুদাও ছিল (যা নদীর ওপার নামে পরিচিত ছিল)। পরের বছরই সাইরাস এহুদার অধিবাসীদেরকে সরুব্বাবিলের নেতৃত্বে তাদের নিজ পিতৃপুরুষদের ভূখণ্ডে ফিরে যেতে এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদতখানা বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করার আদেশ দেন। পরবর্তীতে প্রায় ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে আরেক দল এহুদীয় জনগোষ্ঠী উযায়েরের নেতৃত্বে বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রধান প্রধান লোক: কাইরাস, সরুব্বাবিল, হগয়, জাকারিয়া, দারিয়ুস ১, আর্টা-জারেক্স ১, উজায়ের।

প্রধান প্রধান স্থান: ব্যাবিলন, জেরুশালেম

মূল আয়াত: "আর বন্দীদশা থেকে আগত বনি-ইসরাইল এবং যত লোক ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের খোঁজ করার জন্য তাদের পক্ষ হয়ে দেশ-নিবাসী জাতিদের নাপাকীতা থেকে নিজদেরকে পৃথক করেছিল, তারা সকলে তা ভোজন করলো এবং সাত দিন পর্যন্ত আনন্দে খামিহীন রুটির উৎসব পালন করলো, যেহেতু মাবুদ তাদেরকে আনন্দিত করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র, গৃহের কার্যে তাদের হাত শক্তিশালী করার জন্য আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র অন্তর তাদের পক্ষে ফিরিয়েছিলেন" (৬:২১,২২)।

কিতাবটির রূপরেখা:

ক. কাইরাসের আদেশ জারি ও ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা (১:১-২:৭০)
   1. আদেশ জারি (১:১৪)
   2. আদেশ জারিতে বন্দিদশার লোকদের সাড়াদান (১:৫-১১)
   3. বন্দিদশায় থাকা বনি-ইসরাইল লোকদের

আবার তাদের পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরে আসা (২:১-৭০)

খ. ফিরে আসা লোকেরা এবাদতখানার আগের স্থানে আবার নতুন এবাদতখানা নির্মাণ করে (৩:১-৬:২২)

১. এবাদতখানার ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপন (৩:১-১৩)

২. শত্রুরা এই নির্মাণ কাজের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে (৪:১-২৪)

৩. নির্মাণ কাজ বন্দ হয়ে যায় ও স্থানীয় কর্মকর্তাগণ কাইরাসের আদেশের খোঁজ করেন (৫:১-১৭)

৪. বাদশাহ্ দারিয়াবস কাইরাসের আদেশ খুঁজে পান ও এবাদতখানা নির্মাণের পুনঃআদেশ জারি করেন ও এবাদতখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় (৬:১-২২)

গ. ইমাম উজায়ের জেরুশালেমে ফিরে এসে মূসার শরীয়ত পুনঃস্থাপন করেন (৭:১-৮:৩৬)

১. মূসার শরীয়ত পুনঃস্থাপনের জন্য বাদশাহ্ আর্টাজারেক্স উজায়েরকে ক্ষমতা প্রদান করেন (৭:১-২৮)

২. উজায়েরের নেতৃত্বে একদল ইহুদী জেরুশালেমে ফিরে আসে, ও এবাদতখানার জন্য রাজকীয় উপহার নিয়ে আসে (৮:১-৩৬)

ঘ. ইমাম উজারে আন্তঃবিবাহের সমস্যা দেখতে পান ও এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান (৯:১-১০:৪৪)

১. উজায়ের আন্তঃবিবাহকে ব্যভিচারের দৃষ্টিভংগিতে দেখেন ও এর জন্য মাবুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (৯:১-১৫)

২. লোকেরা তাদের বিদেশী স্ত্রীদের ত্যাগ করতে রাজী হয় (১০:১-১৭)

৩. যারা তাদের বিদেশী স্ত্রীদের ত্যাগ করে তাদের তালিকা (১০:১৮-৪৪)

উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবের সাথে ১ ও ২ খান্দাননামা কিতাবের সম্পর্ক

১ ও ২ খান্দাননামা	উযায়ের ও নহিমিয়া
সাইরাসের আদেশ জারির মধ্য দিয়ে খান্দাননামা শেষ হয়েছে।	সাইরাসের আদেশ জারির মধ্য দিয়ে উযায়েরের সূচনা ঘটেছে।
খান্দাননামা কিতাবে জেরুশালেম ও বায়তুল মোকাদ্দসের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।	উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবে জেরুশালেম ও বায়তুল মোকাদ্দসের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
খান্দাননামা কিতাবে ইমামতির উপরে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।	উযায়ের কিতাবে আইন ও শরীয়তের উপরে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
খান্দাননামা কিতাবে দাউদের নেতৃত্বের উপরে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা সরূব্বাবিলের সময়কার রচনাশৈলী হিসেবে বিবেচনা করা হয়; এ প্রসঙ্গে দেখুন জাকারিয়া ৪ অধ্যায় (৫২০-৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।	
খান্দাননামা কিতাবে সোলায়মানের পতন থেকে শুরু করে পরজাতীয় নারীদের বিয়ে করার ঘটনাগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে।	নহিমিয়া কিতাবে সোলায়মানকে একজন নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে (নহি ১৩:২৬)।
	উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবে গল্পকথকের ঢঙ্গে তথা প্রথম পুরুষে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে।

উযায়ের কিতাবের ঘটনাপ্রবাহের সময়কাল

ঘটনা	সাল	আয়াত
পারস্যের বাদশাহ্‌ সাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন	৫৩৯ খ্রী.পূ.	দানি ৫:৩০-৩১
বাদশাহ্‌ সাইরাসের প্রথম বছর; ইহুদী বন্দীদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ জারি	৫৩৮-৫৩৭	উযায়ের ১:১-৪
শেশ্‌বসরের নেতৃত্বে ইহুদী বন্দীরা ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে জেরুশালেমে ফিরে যান	৫৩৭?	উযায়ের ১:১১
কোরবানগাহ্‌ পুনর্নির্মাণ	৫৩৭	উযায়ের ৩:১-২
বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু	৫৩৬	উযায়ের ৩:৮
পুনর্নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হল	৫৩৬-৫৩০	উযায়ের ৪:১-৫
বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজ স্থগিত করা হল	৫৩০-৫২০	উযায়ের ৪:২৪
বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজ আবার শুরু করা হল (দারিয়ুসের শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে)	৫২০	উযায়ের ৫:২; আরও দেখুন হগয় ১:১৪
বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হল (দারিয়ুসের শাসনকালের ষষ্ঠ বছরে)	৫১৬	উযায়ের ৬:১৫
উযায়ের ব্যাবিলন থেকে জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন করলেন (আর্টাজারেক্সেসের ৭ম বছরে তিনি এসে পৌঁছান)	৪৫৮	উযায়ের ৭:৬-৯
এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন বংশের লোকেরা জেরুশালেমে একত্রিত হল	৪৫৮	উযায়ের ১০:৯
কর্মকর্তারা তিন মাস ধরে অনুসন্ধান চালালেন	৪৫৮-৪৫৭	উযায়ের ১০:১৬-১৭

ইহুদীদের স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি পত্র

১ [1] পারস্যের বাদশাহ্‌ কাইরাসের প্রথম বছরে
ইয়ারমিয়া দ্বারা কথিত মাবুদের কালাম পূর্ণ
হবার জন্য মাবুদ পারস্যের বাদশাহ্‌ কাইরাসের
মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র
ঘোষণা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই হুকুম
প্রচার করলেন, পারস্যের বাদশাহ্‌ কাইরাস এই
কথা বলেন, [2] বেহেশতের আল্লাহ্‌ মাবুদ দুনিয়ার
সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন, আর তিনি
এহুদা দেশস্থ জেরুশালেমে তাঁর জন্য একটি গৃহ
নির্মাণ করার ভার আমাকে দিয়েছেন।
[3] তোমাদের মধ্যে, তাঁর সমস্ত লোকের মধ্যে, যে
কেউ হোক, তার আল্লাহ্‌ তার সহবর্তী হোন; সে
এহুদা দেশস্থ জেরুশালেমে যাক, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদের জেরুশালেমের গৃহ নির্মাণ
করুক; তিনিই আল্লাহ্‌। [4] আর যে কোন স্থানে,
যে কেউ অবশিষ্ট আছে, প্রবাস করছে, সেই
স্থানের লোকেরা আল্লাহ্‌র জেরুশালেমের গৃহের
জন্য স্বেচ্ছা-দত্ত নৈবেদ্য ছাড়া রূপা, সোনা, নানা
দ্রব্য ও পশু দিয়ে তার সাহায্য করুক।
[5] তখন এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের
পিতৃকুলপতিরা এবং ইমাম ও লেবীয়েরা, এমন
কি, আল্লাহ্‌র যে লোকদের মনে মাবুদের
জেরুশালেমের গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য যাত্রা
করতে প্রবৃত্তি দিলেন তারা সকলে উঠলো।
[6] আর তাদের চতুর্দিকস্থ সমস্ত লোক স্বেচ্ছা-দত্ত
সকল নৈবেদ্য ছাড়াও রূপার পাত্র, সোনা, নানা
দ্রব্য এবং পশু ও বহুমূল্য দ্রব্য তাদেরকে দিয়ে
তাদের হাত সবল করলো। [7] আর বখতে-নাসার
মাবুদের গৃহের যেসব পাত্র জেরুশালেম থেকে
এনে তাঁর দেবালয়ে রেখেছিলেন, কাইরাস
বাদশাহ্‌ সেসব বের করে দিলেন। [8] পারস্যের
বাদশাহ্‌ কাইরাস সেসব কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের
হাত দ্বারা বের করে আনালেন, আর এহুদার
নেতা শেশ্‌বসরের কাছে গণনা করে তা দিলেন।

[১:১] ইয়ার ২৫:১১-১২; ২৯:১০-১৪; জাকা ১:১২-১৬।
[১:২] কাজী ৪:১০; জবুর ৭২:১১; ইশা ৪১:২, ২৫।
[১:৪] ইশা ১০:২০-২২।
[১:৫] আয়াত ১; হিজ ৩৫:২০-২২; ২খান্দান ৩৬:২২; হগয় ১:১৪; ফিলি ২:১৩।
[১:৬] হিজ ৩:২২।
[১:৭] ২বাদশা ২৪:১৩; ২খান্দান ৩৬:৭,১০; ইয়ার ৫২:১৭-১৯।
[১:৮] ১খান্দান ৩:১৮।

১:১-৩ কার্যত। ২ খান্দাননামার শেষ দুই আয়াতের সঙ্গে এই আয়াত সমূহের মিল রয়েছে। এই বিষয়টি এই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যে, খান্দাননামা উজায়ের নহিমিয়া কিতাব একই ব্যক্তি তথাকথিত খান্দাননামার লেখক দ্বারা লিখিত অথবা সম্পাদিত। যা হোক, এই পুনরুল্লেখ হয়তো খান্দাননামার (উজায়ের সম্ভাবনা কম) লেখকের সময়ানুক্রমিক ভাবে বর্ণনা করার এটি একটি কৌশল।

১:১ প্রথম বছর। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মার্চ মাস থেকে কাইরাস ব্যাবিলনের উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। কাইরাস পারস্য সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, ৫৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থেকে ৫৩০ খ্রী:পূ: পর্যন্ত পারস্য সম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করেন (চার্ট দেখুন)। ইশাইয়া ৪৪:২৮; ৪৫:১ আয়াতে কাইরাসকে মাবুদের “পালরক্ষক” এবং “অভিষিক্ত ব্যক্তি” বলা হয়েছে, যিনি ইয়ারমিয়া দ্বারা কথিত মাবুদের কথা পূর্ণ করবেন। ইয়ারমিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ৭০ বছর ইহুদীরা ব্যাবিলনে নির্বাসনে থাকবে (ইয়ারমিয়া ২৫:১১-১৬; ২৯:১০)। যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বছরে ৬০৫ খ্রী:পূর্বাব্দে প্রথম নির্বাসন শুরু হয় (দানিয়েল ১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন); প্রায় ৭০ বছর পরে, ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লোকেরা নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করে।

১:২-৪ কাইরাসের মৌখিক আদেশের ঘোষণা, বন্দী ইহুদীদের ভাষা ইবরানী ভাষায় লিখিত হয়, ৬:৩-৫ আয়াতে এই আদেশের অনুলিপি বৈষম্যভাবে লেখা হয়েছে, যা অরামীয় ঐতিহাসিক নথিপত্রের স্বারকলিপি ছিল।

১:২ বেহেশতের আল্লাহ্‌। এটি ছিল পারসিকদের আল্লাহ্‌র উপাধী। পুরাতন নিয়মে এই রকম ২২টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তির ঘটনার মধ্যে ১৭টি ঘটেছে উষায়ের, নহিমিয়া এবং দানিয়াল কিতাবে।

জেরুজালেমে ... একটি গৃহ। জেরুজালেমে এবং আল্লাহ্‌র গৃহ উজায়ের এবং নহিমিয়া কিতাবের একটি প্রসিদ্ধ বিষয়।

১:৩ আশেরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা যে ভাবে ইতিপূর্বে বলপূর্বক লোকদের মূর্তিগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন তার পরিবর্তে কাইরাস তাঁর প্রজা লোকদের তাদের দেবতাদের এবাদত করার সুযোগ দেবার কার্যপ্রণালী স্থাপন করেছিলেন।

১:৪ আর যে কোন স্থানে, যে কেউ অবশিষ্ট আছে, প্রবাস করছে। যে কোন স্থানে, যে কেউ এখন পর্যন্ত যে লোকেরা এখনও বেঁচে আছে তারা অবস্থান করতে পারে। সম্ভবত এটি অনেক ইহুদীদের নির্দেশ করেছে যারা মেসোপটেমিয়া ছেড়ে চলে যেতে চায় নি।

সেচ্ছা-দত্ত নৈবেদ্য। আল্লাহর গৃহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কার্যাবলীর জন্য সহায়ক বিষয় (২:৬৮; ৩:৫; ৮:২৮ আয়াত দেখুন)।

১:৫ পিতৃকুলপতিরা। প্রাচীন কালে পরিবারগুলো বিশাল এবং বিস্তৃত আকারের পরিবার ছিল– বর্তমানের অতি ক্ষুদ্র পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। গোষ্ঠীপতিরা ছিলেন কতৃত্বের অধিকারী, যারা ছিলেন “পিতৃকুল পতি”। ১০:১৬ আয়াত দেখুন; এছাড়া দেখুন ২:৫৯; নহিমিয়া ৭:৬৯; ১০:৩৪।

এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন। এহুদা রাজ্যের দুটি প্রধান গোষ্ঠী যারা ব্যাবিলনে নির্বাসনে ছিল।

১:৭ যেসব পাত্র জেরুশালেম থেকে এনে তাঁর দেবালয়ে রেখেছিলেন। কোন বাদশাহ্‌ বা সম্রাট কিংবা সেনাপতিরা যখন কোন নগর জয় করতেন তখন সেই বিজয়ীরা নগরের দেবতার মূর্তিগুলো নিয়ে যেতেন, এটি ছিল বিজয়ীদের একটি প্রথা। ইহুদীদের দৃশ্যত আল্লাহর কোন প্রতিকৃত ছিল না (হিজরত ২০:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। বখতে-নাসার কেবল মাবুদের গৃহের পাত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন।

১:৮ মিত্রদাতা। পারসিক এই নামের অর্থ হল “মিত্রকর্তৃক প্রদত্ত বা মিত্রের প্রতি উৎসর্গীকৃত”, একজন পারসিক দেবতা যে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে রোমীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল।

শেশবসর। ব্যাবিলনীয় নামের অর্থ হল, হয় “গুনা, পিতা প্রতিরোধ করেন” অথবা “শামাশ/শাশ্‌ পিতা প্রতিরোধ করেন।” গুনা ছিল চন্দ্র-দেবতা এবং শামশ (পাঠান্তরে শাশ্‌) ছিল সূর্য-দেবতা। শেশবসর ছিল তার ব্যাবিলনীয় নাম, যিনি একজন ইহুদী সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি সামেরিয়া প্রদেশিক শাসনকর্তার অধীনে এহুদার উপর শাসনকর্তা হিসাবে কার করতেন (৫:১৪ আয়াত দেখুন)। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে, শেশবসর এবং সরুব্বাবিল একই ব্যক্তি এবং তারা এই বিষয়ে তাদের যুক্তি দেখিয়েছেন যে (১) তারা উভয়ে

৯ সেসব দ্রব্যের সংখ্যা; সোনার ত্রিশখানি থালা,
রূপার এক হাজার থালা, উনত্রিশখানি ছুরি,
১০ ত্রিশটি সোনার পানপাত্র, চারশো দশটি রূপার
দ্বিতীয় প্রকার পানপাত্র এবং এক হাজার অন্যান্য
পাত্র; ১১ সর্বসুদ্ধ পাঁচ হাজার চারশো সোনার ও
রূপার পাত্র। বন্দীদেরকে ব্যাবিলন থেকে
জেরুশালেমে উঠিয়ে আনবার সময়ে শেশ্‌বসর
এসব দ্রব্য আনলেন।

প্রথম প্রত্যাগত ইহুদীদের তালিকা

২ ১ যারা বন্দীরূপে নীত হয়েছিল, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার যাদেরকে বন্দী করে
নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রদেশের এসব
লোক বন্দীদশা থেকে যাত্রা করে জেরুশালেম ও
এহুদাতে নিজের নিজের নগরে ফিরে এল; ২ এরা
সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়া, সরায়, রিয়েলায়,
মর্দখয়, বিলশন, মিস্পর, বিগ্‌বয়, রহূম ও বানা,
এঁদের সঙ্গে ফিরে এল। সেই ইসরাইল
লোকদের পুরুষ-সংখ্যা হল: ৩ পরোশের সন্তান
দুই হাজার এক শত বাহাত্তর জন। ৪ শফটিয়ের
সন্তান তিন শত বাহাত্তর জন। ৫ আরহের সন্তান
সাত শত পঁচাত্তর জন। ৬ যেশূয় ও যোয়াবের
সন্তানদের মধ্যে পহৎ-মোয়াবের সন্তান দুই
হাজার আটশো বারো জন। ৭ এলমের সন্তান
এক হাজার দুই শত চুয়ান্ন জন। ৮ সত্তূর সন্তান
নয়শো পঁয়তাল্লিশ জন। ৯ সক্কয়ের সন্তান সাত
শত ষাট জন। ১০ বানির সন্তান ছয় শত

[২:১] আয়াত ৭০; ১খান্দান ৯:২; নহি ৭:৭৩; ১১:৩।
[২:২] উজা ৩:২; ৫:২; ১০:১৮; নহি ১২:১, ৮; হগয় ১:১, ১২; ২:৪; জাকা ৩:১-১০; ৬:৯-১৫।
[২:৩] উজা ৮:৩; ১০:২৫; নহি ৩:২৫।

শাসনকর্তা ছিলেন (৫:১৪; হগয় ১:১; ২:২) (২) উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন (৩:২-৮; ৫:১৬; হগয় ১:১৪-১৫; জাকারিয়া ৪:৬-১০)। (৩) ব্যাবিলনে ইহুদীদের প্রায়ই ব্যাবিলনের "সরকারী" নাম দেওয়া হত (দানিয়েল ১:৭ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন)। (৪) যোষিফাস (অ্যানটিকুয়িটিজ, ১১, ১, ৩) অবিচ্ছেদ্য হিসাবে শেশবসরের সঙ্গে সরুব্বাবিলকে সনাক্ত করেছেন। কিন্তু, অন্য দিকে অ্যাপক্রিফা এই দুই জন মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন (১ এসড্রাস ৬:১৮)। অধিকন্তু, নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের সমসাময়িককালে শেষবসর ছিলেন পৌঢ় বয়সের আর সরুব্বাবিল ছিলেন বয়সে তরুণ এক ব্যক্তি। শেশবসর একজন শাসনকর্তা হিসাবেও কাজ করেছেন এবং সরুব্ববিল জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিচর্যা করতেন (৩:৮-১১)। ইউসা মহা-ইমাম সরুব্ববিলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অপর দিকে শেশবসর কোন ইমামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যদিও শেশবসর ৫৩৬ খ্রী:পূর্বাব্দে মাবুদের গৃহের ভিত্তিস্থাপনের তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন যে সরুব্ববিলকে ১৬ বছর পর দ্বিতীয় ভিত্তি স্থাপনের কাজের উপর তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল (হগয় ১:১৪-১৫; জাকারিয়া ৪:৬-১০)। তথাপি অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, শেশবসর এবং সরুব্ববিল যিহোয়াখীনে বাদশাহ্‌র চতুর্থ পুত্র। মনে করা হয় যে সরুব্ববিল শেশবসরের ভাইপো ছিলেন (১ খান্দান ৩:১৭-১৮ আয়াতের সঙ্গে উজায়ের ৩:৮ আয়াতের তুলনা করুন)।

১:৯-১১ আশেরীয় এবং ব্যাবিলনের বিজয়ী শাসকরা যে সমস্ত দ্রব্য লুট করে আনত, তাদের ধনভাণ্ডারের রক্ষকরা খুব যত্নের সঙ্গে সেই সমস্ত জব্দ করা দ্রব্যের তালিকা তৈরি করে রাখতেন।

৯:১০ আয়াতে পাওয়া যায় যে, ২,৪৯৯টি দ্রব্যের তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। তবে **১১** আয়াতে এর চেয়েও বেশি অর্থাৎ ৫,৪০০টি দ্রব্যের তালিকা উল্লেখ পাওয়া যায়। হতে পারে এটিই সবচেয়ে বৃহৎ এবং আরো অধিক পরিমানের পাত্রের তালিকার সবিস্তারের বর্ণনা।

১:১১ শেশ্‌বসর এসব দ্রব্য আনলেন। আমরা শেশবসরের যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ৫৩৭ খ্রী:পূর্বাব্দে। উযায়েরের পরের যাত্রা থেকে মনে করা হয় (৭:৮-৯) এই যাত্রা সমাপ্ত করতে চার মাস সময় লেগেছিল।

২:১-৭০ যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল তাদের তালিকার সঙ্গে নহিমিয়া ৭:৬-৭৩ আয়াতে উল্লেখিত তালিকার সঙ্গে প্রায় মিল রয়েছে (এছাড়া অ্যাপোক্রিফায় ১ এসড্রাস ৫:৪-৪৬ আয়াত দেখুন)। এলাকার উল্লেখ নির্দেশ করে যে, লোকেরা তাদের স্বদেশের স্মৃতিকে ধরে রেখেছিল এবং এই নির্বাসন থেকে বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের গ্রাম ও শহরে ফিরে এসেছিল। এই আয়াতে বর্ণিত তালিকার সঙ্গে নহিমিয়া ৭ অধ্যায়ের তালিকার তুলনা করলে দেখা যাবে যে, একটি বর্ণনার ক্ষেত্রে নামের তালিকা এবং সংখ্যার তালিকার ভিন্নতা রয়েছে। উজায়ের এবং নহিমিয়ার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সংখ্যার ২০ ভাগ এক নয়। এই সব ভিন্নতা ও পার্থক্যের হয়তো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। তবে একথা বলা যায় যে, এই ভিন্নতা ও পার্থক্য অনুলিপির ভ্রান্তির কারণেও হয়ে থাকতে পারে।

২:১ প্রদেশ। সম্ভবত এহুদা (৫:৮ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন, সেখানে অরামীয় শব্দ "প্রদেশ" অনুবাদ করা হয়েছে "অঞ্চল"। এছাড়া দেখুন, নহিমিয়া ১:৩)।

২:২ সরুব্বাবিল। ৩:২; ৫:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

ইউসা। এই নামের অর্থ "মাবুদ নাজাত দান করেন"। গ্রীক শব্দরূপ হল "ঈসা"। মথি ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন) এই ইউসা এবং হগয় ১:১ আয়াতে উল্লেখিত ইউসা যিনি ছিলেন মহা-ইমাম যোষাদকের ছেলে (উজায়ের ৩:২) একই ব্যক্তি, যাকে বন্দী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল।

নহিমিয়া। নহিমিয়া নামে যে কিতাব তিনি সেই নহিমিয়া নন।

মর্দখয়। ব্যাবিলনীয় দেবতা মরোদক নামের উপর ভিত্তি করে দেওয়া ব্যাবিলনীয় নাম (ইয়ারমিয়া ৫০:২ আয়াতের তুলনা করুন)। ইষ্টেরের চাচাতো ভাইয়েরাও একই নাম ছিল (ইষ্টের ২:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:৩ পারোশ। এই নামের অর্থ flea (ফ্লী), এটি হল ডানাহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট (ইহুদীরা সচারচর কোন কীট বা পশুর নামের পরে নিজেদের নাম যুক্ত করে)। এই পরিবারের সদস্যদের নাম এবং আলাদা অন্য পরিবারের নাম ৬-১৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সরহিয়ের সঙ্গে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল (উজায়ের ৮:৩-১৪)।

২:৫ আরহ। সম্ভবত এই নামের অর্থ হল "বুনো ষাড়" এই নাম পুরাতন নিয়মে খুব কম দেখা যায় এবং মেসোপটেমিয়ার নথিপত্র থেকে এই নাম পাওয়া যায়, হয়তো নির্বাসনের সময় এটি ধারণ করা হয়।

২:৬ পহৎ-মোয়াব। এর অর্থ হল "সেইরের শাসনকর্তা" এবং হয়তো এটি সরকারী উপাধির নাম।

ইসরাইলের বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে

রেফারেন্স	ভবিষ্যদ্বাণী	আনুমানিক তারিখ	পূর্ণতার তারিখ	গুরুত্ব
ইশাইয়া ৪৪:২৮	অবশিষ্টদের ফিরে আসার গ্যারান্টি হিসেবে আল্লাহ্ কাইরাসকে ব্যবহার করবেন। জেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং এবাদতখানা পুনরুদ্ধার করা হবে।	৬৮৮ খ্রী:পূ:	৫৩৮ খ্রী:পূ:	যেমন আল্লাহ্ কাইরাসের জন্ম হওয়ার আগেই তাঁর নাম বলেছেন, আল্লাহ্ জানেন কি ঘটবে– তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রনে আছেন।
ইয়ারমিয়া ২৫:১২	জেরুশালেমকে ধ্বংস করা এবং আল্লাহ্র লোকদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাবিলনকে শাস্তি দেওয়া হবে।	৬০৫ খ্রী:পূ:	৫৩৯ খ্রী:পূ:	মহান কাইরাস ব্যাবিলন জয় করেছিলেন। মনে হতে পারে যে, আল্লাহ্ দুষ্টকে শাস্তি না দিয়ে ছেঁড়ে দিয়েছেন কিন্তু ভুল কার্যের ফলাফল অনিবার্য। আল্লাহ্ দুষ্টকে শাস্তি দিবেন।
ইয়ারমিয়া ২৯:১০	লোকেরা ৭০ বছর ব্যাবিলনে কাটাবে; এরপর আল্লাহ্ তাদের নিজেদের মাটিতে ফিরিয়ে আনবেন।	৫৯৪ খ্রী:পূ:	৫৩৮ খ্রী:পূ:	৭০ বছরের বন্দিদশা শেষ হয়েছে (১:১ পদের তৃতীয় নোটটি দেখুন), এবং আল্লাহ্ সরুব্বাবিলকে সুযোগ দিয়েছিলেন বন্দিদের প্রথম দলকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে। আল্লাহ্র পরিকল্পনা হয়তো কষ্ট আরোপ করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা আমাদের মঙ্গলের জন্য।
দানিয়াল ৫:১৭-৩০	আল্লাহ্ ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের বিচার করেছেন। এটি মাদীয় এবং পারস্যদের দেওয়া হবে, যা নতুন বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে।	৫৩৯ খ্রী:পূ:	৫৩৯ খ্রী:পূ:	বেলশৎসরকে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং ব্যাবিলন সেই রাতেই জয় করা হয়েছিল। আল্লাহ্র বিচার নির্ভুল এবং দ্রুত আসে। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কোন মুহূর্তে আর ফিরে আসবেন তা তিনি জানেন। তার আগ পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে অনুতাপ এবং তাঁর ক্ষমার অনুসন্ধান করার স্বাধীনতা দেন।

আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বস্ত নবীদের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন যে, এহুদার লোকেদেরকে তাদের গুনাহপূর্ণ জীবনের জন্য বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এটিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তারা জেরুশালেমে ফিরে আসবে এবং শহর, এবাদতখানা এবং জাতি পুনর্নির্মাণ করা হবে।

বেয়াল্লিশ জন। ১১ বেবয়ের সন্তান ছয় শত
তেইশ জন। ১২ অস্‌গদের সন্তান এক হাজার দুই
শত বাইশ জন। ১৩ অদোনীকামের সন্তান ছয়
শত ছেষট্টি জন। ১৪ বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই হাজার
ছাপ্পান্ন জন। ১৫ আদীনের সন্তান চারশো চুয়ান্ন
জন। ১৬ যিহিস্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান
আটানব্বই জন। ১৭ বেৎসয়ের সন্তান তিন শত
তেইশ জন। ১৮ যোরাহের সন্তান এক শত বারো
জন। ১৯ হশুমের সন্তান দুই শত তেইশ জন।
২০ গিব্বরের সন্তান পঁচানব্বই জন।
২১ বেথেলহেমের সন্তান এক শত তেইশ জন।
২২ নটোফার লোক ছাপ্পান্ন জন। ২৩ অনাথোতের
লোক এক শত আটাশ জন। ২৪ অস্‌মাবতের
সন্তান বিয়াল্লিশ জন। ২৫ কিরিয়ৎ-আরীম, কফীরা
ও বেরোতের সন্তান সাত শত তেতাল্লিশ জন।
২৬ রামার ও গেবার সন্তান ছয় শত একুশ জন।
২৭ মিক্‌মসের লোক এক শত বাইশ জন।
২৮ বেথেলের ও অয়ের লোক দুই শত তেইশ
জন। ২৯ নবোর সন্তান বাহান্ন জন। ৩০ মগ্‌বীশের
সন্তান এক শত ছাপ্পান্ন জন। ৩১ অন্য এলমের
সন্তান এক হাজার দুই শত চুয়ান্ন জন।

[২:২১] মীখা ৫:২।
[২:২৬] ইউসা ১৮:২৫।
[২:২৮] পয়দা ১২:৮।
[২:৩৪] ১বাদশা ১৬:৩৪।
[২:৩৬] ১খান্দান ২৪:৭।
[২:৩৭] ১খান্দান ২৪:১৪।
[২:৩৮] ১খান্দান ৯:১২।
[২:৩৯] ১খান্দান ২৪:৮।
[২:৪০] পয়দা ২৯:৩৪।
[২:৪১] ১খান্দান ১৫:১৬।
[২:৪২] ১শামু ৩:১৫।
[২:৪৩] ১খান্দান ৯:২; নহি ১১:২১।

৩২ হারীমের সন্তান তিন শত বিশ জন।
৩৩ লোদ, হাদীদ ও ওনোর সন্তান সাত শত
পঁচিশ জন। ৩৪ যিরিহোর সন্তান তিন শত
পঁয়তাল্লিশ জন। ৩৫ সনায়ার সন্তান তিন হাজার
ছয় শত ত্রিশ জন।
৩৬ ইমামেরা; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের
সন্তান নয়শো তিয়াত্তর জন। ৩৭ ইম্মেরের সন্তান
এক হাজার বাহান্ন জন। ৩৮ পশ্‌হূরের সন্তান
এক হাজার দুই শত সাতচল্লিশ জন।
৩৯ হারীমের সন্তান এক হাজার সতের জন।
৪০ লেবীয়বর্গ; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে
যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের সন্তান চুয়াত্তর জন।
৪১ গায়কবর্গ; আসফের সন্তান এক শত আটাশ
জন। ৪২ দ্বারপালদের সন্তানবর্গ; শল্লুমের সন্তান,
আটেরের সন্তান, টলমোনের সন্তান, অক্কূরের
সন্তান, হটীটার সন্তান, শোবয়ের সন্তান সর্বসুদ্ধ
এক শত উনচল্লিশ জন।
৪৩ নথীনীয়বর্গ; সীহের সন্তান, হসূফার সন্তান,
৪৪ টব্বায়োতের সন্তান, কেরোসের সন্তান,
সীয়ের সন্তান, পাদোনের সন্তান, ৪৫ লবানার
সন্তান, হগাবের সন্তান, অক্কূবের সন্তান,

২:১২ অসগদ। ৮:১২ আয়াতের সঙ্গে তুলনা করুন। এই নামের অর্থ "শক্তিশালী গার্দ"। এটি হয় গাতকে নির্দেশ করেছে (ভাগ্য-দেবতা, ইশাইয়া ৬৫:১১ আয়াতে উদ্ধৃত আছে) অথবা গাদের উপগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেছে।

২:১৬ আটের। এই নামের অর্থ হল "বাঁ-হাতি, কাজীগণ ৩:১৫; ২০:১৬ আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তির মত।

২:২১-৩০ যেভাবে ৩-২০ আয়াতে পরিবারের নামের উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক সেভাবে ২১-৩৫ আয়াতে গ্রাম ও শহরের নামের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এই গ্রাম ও শহরের অনেক গ্রাম ও শহর জেরুশালেমের উত্তরে বিন্‌ইয়ামীন অঞ্চলের মধ্যে ছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, দক্ষিণ এহুদার নেগেভের কোন শহরের উল্লেখ নেই। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন বখতে-নাসার এহুদা আক্রমণ করেন (ইয়ারমিয়া ১৬:১৯) তখন ইদোমিয়রা এই অঞ্চল দখল করবার সুযোগ গ্রহণ করে (ওবাদিয় কিতাব দেখুন)।

২:২৩ অনাথোত। ইয়ারমিয়া ১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

২:২৮ বেথেল। পয়দায়েশ ১২:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। বেথেলের মত শহর মিস্পা, গিবন এবং গিবশ ব্যাবিলনীয় আক্রমন থেকে মুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। ব্যাবিলন এবং আশেরিয়া শাসনের মধ্যবর্তী সময়ে সময় বেথেল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বলে মনে করা হয়। প্রত্নতত্ত্বিক খনন কার্য প্রমাণ করে যে, উজায়েরের সময়ের এখানে একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল।

অয়। ইউসা ৭:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

২:৩১ ৭ আয়াত দেখুন।

২:৩৩ লোদ। বর্তমান কালের লিদ্দা। (নহিমিয়া ৬:১ আয়াত দেখুন এবং নোটি দেখুন)।

২:৩৫ সনায়া। নির্বাসন থেকে বিশাল সংখ্যক প্রত্যাবর্তনকারী ৩,৬৩০। (নহিমিয়া ৭:৩৮ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ৩,৯৩০ জন)। এরা সনায়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিল। এই কারণে এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, এই প্রত্যাবর্তনকারীরা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা নির্দিষ্ট কোন পরিবার থেকে আসেনি। কিন্তু অতি দরিদ্র ও নিম্নতর লোক হিসাবে এদের বর্ণনা করা হয়েছে।

২:৩৬-৩৯। ইমামদের চারটি গোষ্ঠী, যাদের সংখ্যা ছিল ৪,২৮৯ জন, যা সমগ্র সংখ্যার দশ ভাগ।

২:৪০ লেবীয়বর্গ। লেবীয় কিতাবের ভূমিকায় উপাধি দেখুন। এরা ৭৪ জন ছিল। যারা প্রত্যাবর্তন করেছিল তাদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল (তুলনা করুন ৮:১৫)। পূর্বে লেবীয়দের উপর মাবুদের গৃহের পরিচর্যার জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল, কিন্তু নির্বাসনে গিয়ে এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আরো সুখকর ভাবে জীবন যাপন করার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

২:৪১ আসফ। তিন জন লেবীয়ের মধ্যে একজন, যিনি মাবুদের গৃহের গায়ক হিসাবে দাউদ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন (১ খান্দান ২৫:১; ২ খান্দান ৫:১২; ৩৫:১৫)। ১ খান্দাননামা ১৫:১৬-২৪ আয়াতে এই গায়কদের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২:৪২ দ্বারপালগণ। সাধারণত এরা ছিল লেবীয়। (১ খান্দান। ৯:২৬; ২ খান্দান ২৩:৪; ৩৫:১৫; নহিমিয়া ১২:২৫; ১৩:২২)। উজায়ের এবং নহিমিয়া কিতাবে এদের সম্পর্কে ১৬ বার উল্লেখ রয়েছে এবং খান্দাননামায় উল্লেখ রয়েছে ১৯ বার। তাদের প্রাথমিক কাজ ছিল দ্বার রক্ষা করা (১ খান্দান। ৯:১৭-২৭) এবং অন্যান্য পরিচর্য্যার কাজ সম্পাদন করা (১ খান্দান ৯:২৮-৩২; ২ খান্দান ৩১:১৪)।

২:৪৩-৫৮ বায়তুল মোকাদ্দসের পরিচর্যাকারীরা ও সোলায়মানের চাকরদের বংশধরেরা মোট ৩৯২ জন (৫৮ আয়াত) গায়ক এবং দ্বার রক্ষীদের একত্রিত সংখ্যা লেবীয়দের চেয়েও বেশি ছিল (৪০:৪২ আয়াত)।

৪৬ হাগবের সন্তান, শম্‌লয়ের সন্তান, ৪৭ হাননের
সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গহরের সন্তান,
৪৮ রায়ার সন্তান, রৎসীনের সন্তান, ৪৯ নকোদের
সন্তান, গসমের সন্তান, উষের সন্তান, পাসেহের
সন্তান, বেষয়ের সন্তান, ৫০ অস্নার সন্তান,
মিয়ূনীমের সন্তান, নফূষীমের সন্তান;
৫১ বক্‌বুকের সন্তান, হকূফার সন্তান, ৫২ হর্হূরের
সন্তান, বসলূতের সন্তান, ৫৩ মহীদার সন্তান,
হর্শার সন্তান, বর্কোসের সন্তান, ৫৪ সীষরার সন্তান,
তেমহের সন্তান, নৎসীহের সন্তান, হটীফার
সন্তানেরা।
৫৫ সোলায়মানের গোলামদের সন্তানবর্গ;
সোটয়ের সন্তান, হস্‌সোফেরতের সন্তান, পরূদার
সন্তান; ৫৬ যালার সন্তান, দর্কোনের সন্তান,
৫৭ গিদ্দেলের সন্তান, শফটিয়ের সন্তান, হটীলের
সন্তান, পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের সন্তান, আমীর
সন্তানেরা।
৫৮ নথীনীয়েরা ও সোলায়মানের গোলামদের
সন্তানবর্গ সর্বসুদ্ধ তিন শত বিরানব্বই জন।
৫৯ আর তেল্‌-মেলহ, তৈল হর্শা, কারুবী,
অদ্দন ও ইম্মের, এসব স্থান থেকে নিম্নলিখিত
সমস্ত লোক এল, কিন্তু তারা ইসরায়েল কি না,
এই বিষয়ে নিজের নিজের পিতৃকুল কি বংশের
প্রমাণ দিতে পারল না; ৬০ দলায়ের সন্তান,
টোবিয়ের সন্তান, নকোদের সন্তান ছয় শত
বাহান্ন জন। ৬১ আর ইমাম-সন্তানদের মধ্যে
হবায়ের সন্তান, হক্কোসের সন্তান ও বর্সিল্লয়ের
সন্তানেরা; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের
এক জন কন্যাকে বিয়ে করে তাদের নামে
আখ্যাত হয়েছিল। ৬২ খান্দাননামায় গণনা-করা
লোকদের মধ্যে এরা নিজের নিজের
খানন্দাননামা খোঁজ করে পেল না, এজন্য তারা
নাপাক বলে ইমামদের পদ থেকে বাদ পড়লো।
৬৩ আর শাসনকর্তা তাদেরকে বললেন, যে পর্যন্ত
ঊরীম ও তুম্মীমের অধিকারী এক জন ইমাম
উৎপন্ন না হবে, সেই পর্যন্ত তোমরা অতি পবিত্র
বস্তু ভোজন করো না।
৬৪ একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ হাজার
তিন শত ষাট জন ছিল। ৬৫ তা ছাড়া তাদের
সাত হাজার তিন শত সাঁইত্রিশ জন গোলাম-
বাঁদী ছিল, আর তাদের দুই শত জন গায়ক ও
গায়িকা ছিল। ৬৬ তাদের সাত শত ছত্রিশটি
ঘোড়া, দুই শত পঁয়তাল্লিশটি খচ্চর, ৬৭ চারশো
পঁয়ত্রিশটি উট ও ছয় হাজার সাত শত বিশটি

[২:৫৮] ১খান্দান ৯:২।
[২:৫৯] শুমারী ১:১৮।
[২:৬১] ২শামু ১৭:২৭।
[২:৬২] শুমারী ৩:১০; ১৬:৩৯-৪০।
[২:৬৩] লেবীয় ২:৩, ১০।
[২:৬৫] ২শামু ১৯:৩৫।
[২:৬৬] ইশা ৬৬:২০।

২:৪৬ হানন। এই নামের অর্থ হল (আল্লাহ্‌) করুনাময়। ক্রিয়াপদ "করুনাশীল হওয়া" এবং পুরাতন নিয়মের অনেক ব্যক্তিগত নামের উপাদান এখানে রয়েছে– উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যোহানন ("আল্লাহ্‌ করুনাময়" ৮:১২ আয়াত দেখুন), যার ইংরেজী নাম হল 'জন' বা ইউহোন্না (মার্ক ১:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:৫৫ সোলায়মানের চাকরদের ৫৮ বংশধর। এই শব্দগুচ্ছ কেবল এখানে এবং নহিমিয় ৭:৫৭, ৬০; ১১:৩ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এরা ছিল কেননীয় বংশধর যাদের সোলায়মানের ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ৯:২০-২১)।

২:৫৯-৬৩ অনেকেই ছিল যারা তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২:৫৯ শহর। মেসোপটেমিয়ার এলাকা যেখানে ব্যাবিলনীয়রা ইহুদীদের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিয়েছিল।

তেল্‌-মেলহ। এর অর্থ হল "লবণের ঢিপি", সম্ভবত। একটি ঢিবি যার উপর লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল (কাজীগণ ৯:৪৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। ইবরানী শব্দ তেল্‌, "ধ্বংস প্রাপ্ত শহরের অবস্থানের দ্বারা গঠিত ছোট পাহাড় বা টিলাকে বুঝানো হয়েছে। নির্বাসিত ইহুদীরা করার নদীর তীরে অবস্থান করেছিল (ইহিস্কেল ১:১), সম্ভবত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার শহর নিপুরের কাছে, যা ছিল রাজদ্রোহীদের আশ্রয় স্থান। সম্ভবত ইহুদীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ছোট পাহাড়ের উপর স্থায়ী ভাবে বসবাস করছিল যা ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা জন শূন্য হয়েছিল।

২:৬৩ শাসনকর্তা। সম্ভবত ইনি ছিলেন শেশবসর অথবা সরুবাবিল (৯:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

ঊরীম এবং তুম্মীম। হিজরত ২৮:৩০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

২:৬৪ ৪২, ৩৬০ জন। অপর যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। *ইসরাইলের লোক* উজায়ের। ২৪,১৪৪ নহিমিয়া। ২৫,৪০৬ ১ এসড্রাস। (Esdras) ২৫,৯৪৭ *ইমাম উষায়ের। ৪২৮৯ নহিমিয়া। ৪২৮৯ দ্বারপালগণ উষায়ের। ৩৪১ নহিমিয়া ৩৬০ ১ এসড্রাস। ৩৪১ মাবুদের গৃহের কর্মচারী, সোলায়মানের চাকরদের বংশধর উষায়ের। ৩৯২ নহিমিয়া। ৩৯২ ১ এসড্রাস। ৩৭২ নিজেদের বংশ পরিচয় প্রমান দিতে ব্যার্থ হওয়া লোক উষায়ের। ৬৫২ নহিমিয়া ৬৪২ এসড্রাস ৬৫২। সব মিলিয়ে উজায়ের। ২৯,৮১৮ নহিমিয়া। ৩১,০৮৯ ১ এসড্রাস ৩২,৬০০* সংখ্যার পার্থক্যের জন্য ১০,১০০০-১২,০০০ জন হিসাব করা খুব কঠিন হয়েছে। উল্লেখ করা হয় নি এমন ১০,০০০-১২,০০০ জন নারী এবং/অথবা শিশু এবং ৬১-৬৩ আয়াতে উল্লেখিত যোগ্যতা প্রমানে ব্যর্থ ইমামদের নিঃসন্দেহে যুক্ত করা হয়েছে।

২:৬৫ পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা আনুপাতিক হার (এক থেকে ছয়) অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। মালিকদের সঙ্গে নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে অনেকেই ইহুদীদের দ্বারা চাকর চাকরানীর প্রতি সদয়পূর্ণ আচরণ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল।

গায়ক ও গায়িকা। তালিকাভুক্ত অনেক কাওয়াল ও বাদ্যকর ছিল যারা হয়তো পার্থিব বিষয়ের কাওয়াল ও বাদ্যকার ছিল, যারা সামাজিক অনুষ্ঠানে গান করত, যেমন বিবাহ এবং সমাধি (২ খান্দাননামা ৩৫:২৫) যা মাবুদের গৃহের কাওয়ালদের (বা বাদ্যকরের) চেয়ে অনেক পার্থক্য ছিল, বিষয়টি আমরা ৪১ আয়াতে উল্লেখ পাই। আর এই মাবুদের গৃহের সব কাওয়ালরা ছিল পুরুষ।

২:৬৬ ঘোড়া। সম্ভবত অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য কাইরাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত দান। ১ বাদশাহ্‌ ১:৩৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

২:৬৭ গাধা। মালামাল বহন করার জন্য ব্যবহার করা হত।

BACIB
International Bible
CHURCH

বন্দিদশা থেকে ফিরে আসা

বছর	ফিরে আসা লোকেদের সংখ্যা	পারস্যের বাদশা	ইহুদী নেতা	প্রধান সাফল্য
৫৩৮ খ্রী:পূ:	৫০,০০০	কাইরাস	সরুব্বাবিল	তারা এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করেছিল, কিন্তু ২০ বছর সংগ্রামের পর। কারণ এই কাজ থেমে ছিল কয়েক বছর কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবাদতখানার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল।
৪৫৮ খ্রী:পূ:	২,০০০ লোক এবং তাদের পরিবার	আর্টাজারেক্সেস	উযায়ের	উযায়ের লোকেদের রূহানিক অবাধ্যতার বিষয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন।
৪৪৫ খ্রী:পূ:	ছোট দল	আর্টাজারেক্সেস	নহিমিয়া	দেওয়াল পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে একটি রূহানিক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চলমান অবাধ্যতার কারণে লোকেরা তখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল।

ব্যাবিলন, এক সময়ে এমন শক্তিশালী জাতি ছিল যারা জেরুশালেমকে ধ্বংস করেছিল এবং এহুদার লোকদের বন্দিদশায় নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে তারা নিজেরাই একটি পরাস্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তখন পারস্য হয়েছিল নতুন পরাশক্তি এবং এর নতুন বৈদেশিক নীতিমালার মধ্য দিয়ে বন্দি লোকদের তাদের নিজেদের মাটিতে ফিরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এহুদা এবং ইসরাইলের লোকেরা তিনটি ধাপে তাদের দেশে ফিরে গিয়েছিল।

উযায়েরের সময়ে পারস্যের বাদশাগণ

নাম	রাজত্বের তারিখ	ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক
সাইরাস	৫৫৯-৫৩০ খ্রী:পূ:	ব্যাবিলন জয় করেছিলেন। বন্দিদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে একটি নীতি স্থাপন করেছিলেন। সরুব্বাবিলকে জেরুশালেমে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর প্রকল্পের অর্থায়ন করেছিলেন এবং বখতে-নাসার এবাদতখানা থেকে যেসব সোনা এবং রূপার জিনিস নিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত দানিয়ালকে জানতেন।
দারিয়ুস	৫২২-৪৮৬ খ্রী:পূ:	তিনি জেরুশালেমে এবাদতখানা নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন।
জারেক্সেস (অহশ্বরেস)	৪৮৬-৪৬৫ খ্রী:পূ:	তিনি ইষ্টেরের স্বামী ছিলেন। ইহুদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হামনের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইহুদীদের নিজেদেরকে রক্ষার করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন।
আর্টা-জারেক্সেস ১	৪৬৫-৪২৪ খ্রী:পূ:	নহিমিয়কে তাঁর পানপাত্র-পরিবেশক হিসেবে রেখেছিলেন। উযায়ের এবং নহিমিয়া উভয়কেই জেরুশালেমে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন।

গাধা ছিল।
৬৮ পরে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েক জন
লোক মাবুদের জেরুশালেমের গৃহের স্থানে
আসলে আল্লাহ্‌র সেই গৃহ স্বস্থানে স্থাপনের জন্য
ইচ্ছাপূর্বক দান করলো। ৬৯ তারা যার যার
সামর্থ্য অনুসারে ঐ কর্মের ভাণ্ডারে একষট্টি
হাজার অদর্কোন সোনা ও পাঁচ হাজার মানি রূপা
ও ইমামদের জন্য এক শত কোর্তা দিল।
৭০ পরে ইমাম, লেবীয় ও অন্য কোন কোন
লোক এবং গায়ক, দ্বারপাল ও নথীনীয়েরা নিজের
নিজের নগরে এবং সমস্ত ইসরাইল যার যার
নগরে বাস করতে লাগল।

কোরবানগাহ্‌ স্থাপন

৩ ১ পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হল, আর বনি-
ইসরাইল ঐ সমস্ত নগরে ছিল; তখন
লোকেরা একটি মানুষের মত জেরুশালেমে একত্র
হল। ২ আর যোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তাঁর
ইমাম ভাইয়েরা এবং শল্টীয়েলের পুত্র
সরুব্বাবিল ও তাঁর ভাইয়েরা উঠে আল্লাহ্‌র লোক
মূসার শরীয়তে লেখা বিধি অনুসারে পোড়ানো-
কোরবানী করার জন্য ইসরাইলের আল্লাহ্‌র
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। ৩ তাঁরা
কোরবানগাহ্‌ সঠিক স্থানে স্থাপন করলেন, যদিও
তাঁরা দেশে বাসকারী চারপাশের লোকদের ভয়
করেছিলেন; এবং মাবুদের উদ্দেশে তার উপরে
পোড়ানো-কোরবানী অর্থাৎ ভোরে ও সন্ধ্যাবেলা
পোড়ানো-কোরবানী করতে লাগলেন। ৪ আর
তাঁরা লিখিত বিধি অনুসারে কুটির-ঈদ পালন
করলেন এবং প্রত্যেক দিনের উপযুক্ত সংখ্যা
অনুসারে বিধিমতে প্রতিদিন পোড়ানো-কোরবানী
দিলেন। ৫ এই ছাড়াও তাঁরা প্রত্যেক দিন
পোড়ানো-কোরবানী, অমাবস্যার এবং মাবুদের
পবিত্রীকৃত সমস্ত ঈদের উপহার এবং যারা
ইচ্ছাপূর্বক মাবুদের উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত উপহার
আনত, তাদের প্রত্যেক জনের উপহার
কোরবানী করতে লাগলেন। ৬ সপ্তম মাসের
প্রথম দিনে তাঁরা মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সেই
সময় মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দসের ভিত্তিমূল
স্থাপিত হয় নি। ৭ আর পারস্যের বাদশাহ্‌
কাইরাস তাঁদেরকে যে অনুমতি দিয়েছিলেন,
সেই অনুসারে তাঁরা রাজমিস্ত্রি ও ছুতার
মিস্ত্রিদেরকে টাকা দিলেন এবং লেবানন থেকে
যাফোর সমুদ্র-তীরে এরস কাঠ আনবার জন্য
সীদোনীয় ও টায়ারীয়দেরকে খাদ্য, পানীয় দ্রব্য
ও তেল দিলেন।

এবাদতখানার নির্মাণ কাজ আরম্ভ

৮ আর জেরুশালেমে আল্লাহ্‌র গৃহের স্থানে
আসার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে
শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যোষাদকের পুত্র
যেশূয় এবং তাঁদের অবশিষ্ট ভাইয়েরা অর্থাৎ
ইমাম ও লেবীয়েরা এবং বন্দীদশা থেকে
জেরুশালেমে আগত সমস্ত লোক কাজ করতে
আরম্ভ করলেন এবং মাবুদের গৃহের কাজের

[২:৬৮] হিজ ২৫:২। [২:৭০] আয়াত ১; ১খান্দান ৯:২; নহি ১১:৩-৪। [৩:১] নহি ৭:৭৩। [৩:১] লেবীয় ২৩:২৪। [৩:২] উজা ২:২। [৩:২] হগয় ১:১; জাকা ৬:১১। [৩:২] ১খান্দান ৩:১৭। [৩:২] হিজ ২০:২৪; দ্বি:বি ১২:৫-৬। [৩:৩] উজা ৪:৪; দানি ৯:২৫। [৩:৩] হিজ ২৯:৩৯; শুমারী ২৮:১-৮। [৩:৪] হিজ ২৩:১৬; শুমারী ২৯:১২-৩৮; নহি ৮:১৪-১৮; জাকা ১৪:১৬-১৯। [৩:৫] শুমারী ২৮:৩, ১১, ১৪; কল ২:১৬। [৩:৭] ইশা ৩৫:২; ৬০:১৩। [৩:৮] ১বাদশা ৬:১।

বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বহন করার কাজে ব্যবহৃত হত। ভেড়া, ছাগল এবং গৃহপালিত পশুর বিষয় উল্লেখ নেই।

২:৬৮ জেরুশালেমে ... পৌছাল। নির্বাসন থেকে ফিরে আসার রাস্তার জন্য মানচিত্র দেখুন।

২:৬৯ একই রকম বিষয়ে উজায়ের বর্ণনার চেয়ে (নহিমিয়া ৭:৭০-৭২ আয়াতে) আরো পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উজায়েরে বর্ণিত আছে যে বংশের প্রধান লোকদের কাছ থেকে ‘দান’ এসেছে (আয়াত ৬৮), আর অন্য দিকে নহিমিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনটি উৎস থেকে ‘দান’ জমা হয়েছে– শাসনকর্তার কাছ থেকে, বংশের প্রধান লোকদের এবং অবশিষ্ট অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে।

অদর্কোন। ১ খান্দান ৭:৭০-৭২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এই মুদ্রা ছিল গ্রীক ড্রাকম্য বা গ্রীকদের প্রচীনকালে প্রচলিত মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা।

মানি। স্কেজাজেসিজিল পদ্ধতির মধ্যে (৬০ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে), যা মেসোপটেমিয়াতে উৎপত্তি, সেখানে ৬০ শেখেলে এক মানি, এবং ৬০ মানিতে এক তালন্ত।

শেখেল। যা রৌপ্যের এক আউন্সের দুই পঞ্চমাংশ, যা ছিল মাসিক কাজের গড় আয় বা পারিশ্রমিক। এই ভাবে মানি পাঁচ বছরের পারিশ্রমিকের সমতুল হয় এবং তালন্ত ৩০০ বছরের পারিশ্রমিকের সমতুল্য হয়।

২:৭০ পরে। নহিমিয়া (১১:১-২) জেরুশালেমে যাতে বহুসংখ্যক লোক বাস করতে পারে এই জন্য গুঁলিবাট করলেন। এতে প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন জেরুশালেমে বাস করতে শুরু করবে।

৩:১ সপ্তম মাস। তিশরী (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর) নির্বাসন থেকে এহুদায় পৌছানোর প্রায় তিন মাস পর (৫৩৭ খ্রী:পূ:)। তিশরী মাস ছিল ইহুদী বছরের মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র একটি মাস (লেবীয় ২৩:২৩-৪৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৩:২ ইউসা ... সরুব্বাবিল। ইমামরা লোকদের জীবনের সাধারণ ঘটনা বিচারক কাজের উপরেও কর্তৃত্ব করতেন (এই আয়াতগুলোতে বৈষম্য রয়েছে ৩:৮; ৪:৩; ৫:২; হগয় ১:১)।

৩:৪ কুড়ে-ঘরের ঈদ। লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৩:৫ অমাবস্যা। ১ শামুয়েল ২০:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

প্রত্যেক দিন পোড়ানো-কোরবানী, ... স্বেচ্ছাদত্ত উপহার আনত। লেবীয় ২৩:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। ১:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। এটি অবধান যোগ্য যে, মাবুদের গৃহের যে কোরবানীসমূহ পূর্বে প্রচলিত ছিল তা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।

৩:৭ এরস কাঠ। প্রথম বার মাবুদের গৃহ নির্মাণের মত ফৈণীকীয়া থেকে কাঠ এবং শ্রমিক পাঠাবার জন্য সহযোগীতা করা হয় (১ বাদশাহ্‌ ৫:৬-১২)।

৩:৮ দ্বিতীয় মাস। একই মাসে (এপ্রিল-মে) সোলায়মান তাঁর বায়তুল-মোকাদ্দসের কাজ শুরু করেন।

দ্বিতীয় বছর। সম্ভবত ৫৩৭ খ্রী:পূর্বাব্দে ইহুদীরা এহুদায় প্রত্যাবর্তনকারীদের দ্বিতীয় বছর ছিল সম্ভবত ৫৩৬ খ্রী:পূর্বাব্দে।

তত্ত্বাবধানের জন্য বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি
বয়স্ক লেবীয়দেরকে নিযুক্ত করলেন। ৯ তখন
যেশূয়, তাঁর পুত্ররা ও ভাইয়েরা, এহুদার সন্তান
কদ্‌মীয়েল ও তাঁর পুত্ররা আল্লাহ্‌র গৃহে
কর্মকারীদের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একত্র
হয়ে দাঁড়ালেন; লেবীয় হেনাদদের সন্তানেরা ও
তাদের পুত্র ও ভাইয়েরা তদ্রূপ করলো।
১০ আর রাজমিস্ত্রিরা যখন মাবুদের বায়তুল-
মোকাদ্দসের ভিত্তিমূল স্থাপন করলো, তখন
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদের নির্দেশ অনুসারে
মাবুদের প্রশংসা করার জন্য নিজ নিজ পোশাক
পরে ইমামেরা তূরী ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা
করতাল নিয়ে দণ্ডায়মান হল। ১১ তারা মাবুদের
প্রশংসা ও প্রশংসা-গজল করে পালানুসারে এই
গান করলো; "তিনি মঙ্গলময়, ইসরাইলের প্রতি
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকাল স্থায়ী"। আর
মাবুদের গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন সময়ে মাবুদের
প্রশংসা করতে করতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে
জয়ধ্বনি করলো। ১২ কিন্তু ইমাম, লেবীয় ও
পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক অর্থাৎ যে
বৃদ্ধ লোকেরা পূর্বের গৃহ দেখেছিলেন, তাঁদের
চোখের সামনে যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত
হল, তাঁরা চিৎকার করে কাঁদলেন, আবার
অনেকে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করলো।
১৩ তখন লোকেরা এত আনন্দিত হয়েছিল যে,
কোন্‌টি জয়ধ্বনির আওয়াজ ও কোন্‌টি জনতার
কান্নাকাটির আওয়াজ তা বুঝতে পারল না,
যেহেতু লোকেরা চিৎকার করে এমনভাবে
জয়ধ্বনি করছিল যে, তার আওয়াজ দূর থেকে
শোনা গেল।

[৩:৯] উজা ২:৪০।
[৩:১০] শুমারী ১০:২; ২শামু ৬:৫; ১খান্দান ১৬:৬; ২খান্দান ৫:১৩; নহি ১২:৩৫।
[৩:১১] ১খান্দান ১৬:৩৪,৪১; ২খান্দান ৭:৩; জবুর ৩০:৫; ১০৭:১; ১১৮:১; ১৩৮:৮।
[৩:১২] হগয় ২:৩, ৯।
[৩:১৩] আইউ ৮:২১; ৩৩:২৬; জবুর ২৭:৬; ৪২:৪; ইশা ১৬:৯; ইয়ার ৪৮:৩৩।
[৪:১] নহি ২:২০।
[৪:২] ২বাদশা ১৭:২৪।
[৪:৩] উজা ১:১-৪।

এবাদতখানা নির্মাণে বাধা দেওয়া

৪ ১ পরে এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের বিপক্ষ
লোকেরা শুনতে পেল যে, বন্দীদশা থেকে
আগত লোকেরা ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
উদ্দেশে এবাদতখানা নির্মাণ করছে; ২ তখন
তারা সরুব্বাবিল ও পিতৃ-কুলপতিদের কাছে
এসে তাঁদেরকে বললো, তোমাদের সঙ্গে
আমরাও নির্মাণ করি, কেননা তোমাদের মত
আমরাও তোমাদের আল্লাহ্‌র এবাদত করি; আর
যে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ এসর-হদ্দোন
আমাদেরকে এই স্থানে এনেছিলেন, তাঁর সময়
থেকে আমরা আল্লাহ্‌রই উদ্দেশে কোরবানী করে
আসছি। ৩ কিন্তু সরুব্বাবিল, যেশূয় ও
ইসরাইলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি তাদেরকে
বললেন, আমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ
করার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক

বিশ বছর বয়স। প্রথম অবস্থায় লেবীয়দের পরিচর্যার কাজের জন্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা ধরা হয়েছিল ৩০ বছর (শুমারী ৪:৩) অথবা ২৫ বছর (শুমারী ৮:২৪) এর পরবর্তীকালে বয়স কমিয়ে করা হয় ২০ বছর করা হয় (১ খান্দান ২৩:২৪, ২৭; ২ খান্দান ৩১:১৭), সম্ভবত এর কারণ হল তখন ইহুদীদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যা খুব কম ছিল।

৩:১০ শিংগা। রূপা পিটিয়ে এই শিংগাগুলো তৈরি করা হয়েছিল (শুমারী ১০:১-২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। যোষেফাসের বিবরণ অনুযায়ী (এ্যানটিকুয়িটিজ ৩, ১২, ৬) "এই শিংগা এক হাতেরও কম লম্বা ছিল; এটি ছিল অপ্রশস্ত চোঙ, বাঁশীর চেয়ে সামান্য মোটা"। যোয়াশের রাজ্যাভিষেকের সময় সম্ভবত এই শিংগা বাজানো হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১১:১৪, ২ খান্দান। ২৩:১৩), এই শিংগা সব সময় ইমামরা বাজাতেন। বিজয়ের কিংবা আনন্দের কোন ঘটনার উপলক্ষ্যে তারা এই শিংগা বেশি বাজাতেন, যেমন এখানে মাবুদের গৃহের ভিত্তি স্থাপনের সময় শিংগা বাজিয়েছিলেন (নহিমিয়া ১২:৩৫; ২ খান্দান ৫:১৩; জবুর ৯৮:৬ আয়াতের তুলনা করুন)।

করতাল। পুরাতন নিয়মে হিব্রু ভাষায় এই শব্দটি বিভিন্ন ঘটনায় ১৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে, এই অংশ এবং নহিমিয়া ১২:২৭ আয়াত ছাড়া ১৩ বারই খান্দাননামায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩:১১ কাওয়ালী। সম্ভবত এর অর্থ হল "উত্তর ও প্রত্যুত্তরকারী কাওয়ালী"। দুটি ভাগে বিভক্ত কাওয়ালদের দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তরের কাওয়াল।

"তিনি মঙ্গলময়, ইসরাইলের প্রতি তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকাল স্থায়ী"। জবুর ১৩৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৩:১৩ আনন্দের চিৎকার ... কান্নার শব্দ। ইসরাইলরা তাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস দৃশ্যমান ও শ্রবণযোগ্য উপায়ে দেখাতে অভ্যস্ত ছিল (১০:১, নহিমিয়া ১:৪; ৮:৯)। আল্লাহ্‌, যিনি তাদের বিচারের জন্য সমর্পন করেছিলেন, সেই একই আল্লাহ্‌ এখন আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন যেন তারা তাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়। ব্যাবিলনীয় ভাষায় "আমি কাঁদতে কাঁদতে কাজ আরম্ভ করেছি, আমি আনন্দের সঙ্গে তা সমাপ্ত করেছি" তুলনা করুন জবুর ১২৬:৫-৬ আয়াতে সঙ্গে।

৪:১-২৩ বিভিন্নভাবে ইহুদীদের প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১-৫ আয়াতে লেখক বাদশাহ্‌ কাইরাসের (৫৫৯-৫৩০ খ্রী:পূ:) রাজত্বের সময়ের ঘটনা, ৬ আয়াতে বাদশাহ্‌ জারেক্স -এর (৪৮৬-৪৬৫ খ্রী:পূ:) রাজত্বের সময়ের ঘটনা এবং ৭-২৩ আয়াতে বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের (৬৫-৪২৪ খ্রী:পূ:) রাজত্বের সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি ২৪ আয়াতে বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের (৫২২-৪৮৬ খ্রী:পূ:) রাজত্বের সময়ের ঘটনা পুনরুল্লেখ করেন, যার রাজত্বের সময় আল্লাহ্‌র গৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছিল (৫:১-২; ৬:১৩-১৫, হগয়; জাকারিয়া ১:১-১৭, ৪:৯ আয়াত দেখুন)।

৪:১ বিপক্ষ লোকেরা। যে সমস্ত লোকেরা "সাহায্য" করবার প্রস্তাব দিয়েছিল (২ আয়াত) তারা ছিল সামেরিয়ার লোক।

এহুদা এবং বিন্‌ইয়ামীন। ১:৫; ১ বাদশাহ্‌ ১২:২১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৪:২ ৭২২-৭২১ খ্রী:পূর্বাব্দে সামেরিয়ার পতনের আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ লোকদের মেসোপটেমিয়া এবং অরাম (অধুনা সিরিয়া) থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এই সব লোকেরা তাদের নিজেদের দেবতার সেবা আবার মাবুদ হিসাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করতো (২ বাদশাহ ১৭:২৪-৪১)।

এসর-হদ্দোন। ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

নেই; কিন্তু কাইরাস বাদশাহ্‌, পারস্যের বাদশাহ্‌,
আমাদেরকে যা হুকুম করেছেন, সেই অনুসারে
কেবল আমরাই ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের
উদ্দেশে নির্মাণ করবো।
৪ তখন দেশের লোকেরা এহুদার লোকদের
হাত দুর্বল করা ও নির্মাণ ব্যাপারে তাদেরকে ভয়
দেখাতে লাগল; ৫ এবং তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ
করার জন্য পারস্যের বাদশাহ্‌ কাইরাসের সমস্ত
জীবনকাল ধরে ও পারস্যের বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের
রাজত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত টাকা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে
মন্ত্রণাকারী নিযুক্ত করতো।

পারস্যের-বাদশাহ্‌র প্রতি নিবেদন

৬ অহশ্বেরশের রাজত্বকালে, তাঁর রাজত্বের
আরম্ভকালে, লোকেরা এহুদা ও জেরুশালেম-
নিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ-পত্র লিখল।
৭ আর আর্টা-জারেক্সের সময়ে বিশ্লাম,
মিত্রদাৎ, টাবেল ও তার অন্য সঙ্গীরা পারস্যের
বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের কাছে একটি পত্র
লিখল, তা অরামীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ ও অরামীয়
ভাষায় লেখা হয়েছিল। ৮ রহূম মন্ত্রী ও শিম্‌শয়
লেখক জেরুশালেমের বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌ আর্টা-
জারেক্সের কাছে এই মর্মে পত্র লিখল; ৯ "রহূম
মন্ত্রী ও শিম্‌শয় লেখক ও তাদের সঙ্গী অন্য
সকলে, অর্থাৎ দীনীয়, অফর্সৎখীয় টর্পলিয়,
অফর্সীয়, অর্কবীয়, ব্যাবিলনীয়, শূশন্‌খীয়,
দেহ্বীয়, ১০ ও ইলামীয় লোকেরা এবং মহামহিম
সম্ভ্রান্ত অস্নপ্পর কর্তৃক আনা ও সামেরিয়ার নগরে
এবং ফোরাত নদীর পারে অবস্থিত অন্য সমস্ত
দেশে স্থাপিত অন্য সমস্ত জাতি, ইত্যাদি।"
১১ তারা বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের কাছে সেই যে

[৪:৪] উজা ৩:৩।
[৪:৬] ইষ্টের ১:১; দানি ৯:১।
[৪:৭] ২বাদশা ১৮:২৬; ইশা ৩৬:১১; দানি ১:৪; ২:৪।
[৪:৯] নহি ১:১; ইষ্টের ১:২; দানি ৮:২।
[৪:১০] ২বাদশা ১৭:২৪।

৪:৪ তাদের কে ভয় দেখাতে লাগল। হিব্রু ভাষায় এই ক্রিয়াপদটি সচারচর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির কারণে ভীত হওয়াকে উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। (কাজীগণ ২০:৪১; ২ শামু ৪:১; ১ খান্দান ৩২:১৮)।

৪:৫ ঘুষ। তুলনা করুন, বালামের ঘুষ দেওয়া (দ্বিঃবিঃ ২৩:৪-৫; নহিঃ১৩:২) এবং নহিমিয়াকে ভয় দেখাবার জন্য নবীকে ঘুষ দেওয়া (নহিমিয়া ৬:১২-১৩)।

পারস্যের বাদশাহ দারিয়ুস। চার্ট দেখুন।

৪:৬ অহশ্বেরশ। ইষ্টেরের কিতাব যখন দারিয়ুস ইন্তেকাল করেন তখন মিসর বিদ্রোহ করে দারিয়ুসের পুত্র অহশ্বেরশ বিদ্রোহ দমন করার জন্য পশ্চিম দিকে সৈন্যদের চালিত করেন।

৪:৭ আর্টা-জারেক্সেস। এই নামে তিন জন পারস্যের বাদশাহ্‌ ছিলেন। আর্টা-জারেক্সের-১ (৪৬৫-৪২৪ খ্রীঃপূঃ) আর্টা-জারেক্স ২ (৪০৪-৩৫৮ খ্রীঃপূঃ) আর্টা-জারেক্সে ৩ (৩৫৮-৩৩৮ খ্রীঃপূঃ)। এখানে যে বাদশাহ্‌র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন আর্টা-জারেক্স-১ (চার্ট দেখুন)।

মিত্রদাৎ। ১:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

টাবেল। অরামীয় নাম (ইশাইয়া ৭:৬ আয়াতে দেখুন এবং নোট দেখুন।

একটি চিঠি লিখলেন। নিকট প্রাচ্যের বাদশাহ্‌গণের নিযুক্ত তথ্যদাতা এবং গুপ্তচরদের উন্নতি সাধনের পদ্ধতি। মিসরীয় গুপ্তচররা ফেরাউনের "চোখ এবং কানের" কথা বলে। আসেরিয়ার সারগন-২ এর উরারটুতে প্রতিনিধি ছিলেন যাকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। "তুমি যা কিছু দেখেছ এবং শুনেছ, তা আমাকে লিখে পাঠাও।" বাদশাহ্‌র চোখ এবং বাদশাহ্‌র কান ছিলেন দুই জন সরকারী কর্মকর্তা যারা পারস্যের সম্রাটকে তথ্য প্রদান করতেন।

৪:৮ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা। কর্মকর্তা যিনি মন্ত্রী অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করতেন। সম্ভবত রহুম বলেছেন এবং শিমশয় তা অমরামীয় ভাষায় পত্র লিখেছেন। (এমন ও হতে পারে, শিমশয় লেখকের চেয়ে আরো উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন)। যে পত্র লেখা হয়েছিল তা পরে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করে বাদশাহ্‌র সামনে হয়েছিল (১৮ আয়াত), হেরোডোটাসের বর্ণনা অনুযায়ী (৩,১২৮), প্রত্যেক শাসনকর্তার সঙ্গে রাজ লেখক অবস্থান করতেন, যারা সরাসরি পারস্যের বাদশাহ্‌কে তথ্য প্রদান করতেন।

৪:৯ সঙ্গী। ১৭, ২৩; ৫:৩, ৬; ৬:৬ (অন্য সঙ্গীরা) ৬:১৩ আয়াত দেখুন। পারস্যের আমলাতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক দায়িত্ব, সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।

অর্কবীয়। দেখুন পয়দায়েশ ১০:১০। পারস্যের বাদশাহ্‌ আশুরবানিপালের রাজত্বের সময় (৬৬৯ খ্রীঃপূঃ-৬২৭ খ্রীঃপূঃ) চরম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (৬৫২-৬৪৮ খ্রীঃপূঃ) এই বিদ্রোহে সম্পৃক্ত ছিলেন বাদশাহ্‌র ভাই সামাস-সুম-আকিন এবং ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌। দীর্ঘদিন অবরোধের পর সামাস-সুম-আকিন প্রচন্ডভাবে ক্রোধান্বিত হলেন। সন্দেহ নেই যে, ব্যাবিলনের এই লোকেরা এবং উল্লেখিত অন্য নগরের যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের আসেরিয়ারা পশ্চিমে বিতারিত করেছিল।

শূশন। ইষ্টের ১:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ইলামের (দক্ষিণ পশ্চিম ইরান) প্রধান শহর। শূশানের বিদ্রোহের অংশ গ্রহণের কারণে অশূরবানিপাল নির্দয়ভাবে এই শহর ৬৪০ খ্রীঃপূর্বাব্দে ধ্বংস করে দেন (দুই শতাব্দী পূর্বে রেহামের পত্র)।

৪:১০ মহামহিম সম্ভ্রান্ত অস্নপ্পর। যাকে অশূরবানিপাল বলা হয়। আসেরিয়ার শেষ মহান বাদশাহ (চার্ট দেখুন), নিনেভে তার গ্রন্থাগারের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। পুরাতন নিয়মে কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু সম্ভবত তিনি ছিলেন সেই বাদশাহ যিনি মানসাকে নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন (২ খান্দান ৩৩:১১-১৩)।

আনা। নির্বাসনে আনা। অশূরবানিপাল সম্ভবত অনুল্লেখিত আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ যিনি ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪ আয়াত অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান থেকে লোক আনিয়ে সামেরিয়ার নগরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এই নির্বাসনের এমন বৈশিষ্ট্য যে, কোন গোষ্ঠীর জনগণ যাদের মাতৃভূমি থেকে কাছাকাছি দুই দেশে যেখানে ইতিপূর্বে তাদের বংশধর ছিল সেখানে বসিয়ে দেওয়া হত যেন সেখানে তাদের বংশ সম্প্রসারিত করতে পারে। এহুদার বাদশাহ্‌ আমোনের হত্যাকান্ডে (৬৪২-৬৪০ খ্রীঃপূঃ; ২ বাদশাহ্‌ ২১:২৩; ২ খান্দান ৩৩:২৪), সম্ভবত। এই হত্যাকান্ড ইলম এবং ব্যাবিলনীয় বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসেরিয়া বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফল ছিল।

সামেরিয়ার নগরে এবং ফোরাত নদীর পারে। এই জায়গাগুলোকে ট্রান্স-ইউফ্রেটিস বলা হয়। "নদীর পারে অবস্থিত" এটি ছিল ফোরাত নদী। ইসরাইলের দৃষ্টিকোন থেকে "নদীর ওপারের দেশ হল মেসোপটেমিয়া (ইউসা ২৪:২-৩,

পত্র পাঠালেন, তার অনুলিপি এই; "ফোরাত
নদীর পারের আপনার গোলামেরা, ইত্যাদি।
১২ বাদশাহ্‌র কাছে নিবেদন এই– ইহুদীরা
আপনার কাছ থেকে আমাদের এখানে
জেরুশালেমে এসেছে; তারা সেই বিদ্রোহী মন্দ
নগর নির্মাণ করছে; প্রাচীর সমাপ্ত করেছে,
ভিত্তিমূল মেরামত করেছে। ১৩ অতএব বাদশাহ্‌র
কাছে নিবেদন এই যে:, যদি এই নগর নির্মিত ও
প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে ঐ লোকেরা কর, রাজস্ব
ও মাশুল আর দেবে না, এতে পরিণামে রাজ-
সরকারের ক্ষতি হবে। ১৪ আমরা রাজপ্রাসাদের
লবণ খেয়ে থাকি, অতএব বাদশাহ্‌র অপমান
দেখা আমাদের উচিত নয়, এজন্য লোক পাঠিয়ে
বাদশাহ্‌কে জানালাম। ১৫ আপনার পূর্বপুরুষদের
ইতিহাস-পুস্তক অনুসন্ধান করা হোক; সেই
ইতিহাস-পুস্তকে দেখে জানতে পারবেন, এই
নগর বিদ্রোহী নগর এবং বাদশাহ্‌দের ও
প্রদেশগুলোর পক্ষে অনিষ্টকর, আর এই নগরে
প্রাচীনকাল থেকে বিদ্রোহ হয়ে আসছিল,
সেজন্যই এই নগর বিনষ্ট হয়। ১৬ আমরা
বাদশাহ্‌কে জানালাম, যদি এই নগর নির্মিত ও
এর প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে নদীর এপারে
আপনার তখন আর কোন অধিকার থাকবে না।"
১৭ বাদশাহ্ রহূম মন্ত্রী, শিম্‌শয় লেখক ও
সামেরিয়া-নিবাসী তাদের অন্য সঙ্গীদের এবং
নদীর পরের অন্য লোকদেরকে উত্তর
লিখলেন,"মঙ্গল হোক, ইত্যাদি। ১৮ তোমরা
আমাদের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছ, তা আমার
সম্মুখে স্পষ্টভাবে পাঠ করা হয়েছে। ১৯ আমার
হুকুমে অনুসন্ধান হল ও জানা গেল, প্রাচীনকাল
থেকে সেই নগর রাজদ্রোহ করে আসছিল এবং
সেই স্থানে বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহ হত। ২০ আর
জেরুশালেমে পরাক্রমশালী রাজারাও ছিলেন,
তাঁরা নদীর পারের সকলের উপরে রাজত্ব
করতেন এবং তাঁদেরকে কর, রাজস্ব ও মাশুল
দেওয়া হত। ২১ সেই লোকদেরকে নিবৃত্ত
থাকতে এবং যতদিন আমার কাছ থেকে কোন
হুকুম প্রচারিত না হয়, তত দিন ঐ নগরের
নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হুকুম দাও।
২২ সাবধান, এই কাজে তোমরা শিথিল হয়ো না;
রাজ-সরকারের ক্ষতিজনক অপচয় কেন হবে?"
২৩ পরে রহূমের শিম্‌শয় লেখকের ও তাদের
সঙ্গী লোকদের কাছে বাদশাহ্ আর্টা-জারেক্সের
পত্র পাঠ হবামাত্র তারা শীঘ্র জেরুশালেমে
ইহুদীদের কাছে গিয়ে শক্তি ও বলপ্রয়োগে
তাদেরকে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করলো।
২৪ তখন জেরুশালেমের আল্লাহ্‌র গৃহের কাজ
বন্ধ হয়ে গেল; পারস্যের বাদশাহ্ দারিয়ুসের
রাজত্বের দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত
থাকলো।

[৪:১২] উজা ৫:৩, ৯।
[৪:১৩] উজা ৭:২৪; নহি ৫:৪।
[৪:১৫] উজা ৫:১৭; ৬:১।
[৪:১৭] আয়াত ১০।
[৪:১৯] ২বাদশা ১৮:৭।
[৪:২০] পয়দা ১৫:১৮-২১; হিজ ২৩:৩১; ইউসা ১:৪; ১বাদশা ৪:২১; ১খান্দান ১৮:৩; জবুর ৭২:৮-১১।
[৪:২২] দানি ৬:২।
[৪:২৩] আয়াত ৯।
[৪:২৪] নহি ২:১-৮; দানি ৯:২৫; হগয় ১:১, ১৫; জাকা ১:১।

১৪-১৫; ২ শামুয়েল ১০:১৬) মেসোপটেমিয়াবাসীর দৃষ্টিকোন থেকে "নদীর ওপারের" দেশ ছিল ফেরাত থেকে গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত (১ বাদশাহ্ ৪:২৪)।

৪:১২ ইহুদীরা। সাহিত্যে, "ইহুদী" কিংবা "ইবরানী" (ইয়ারমিয়া ৩৪:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

প্রাচীর সমাপ্ত করেছে, ভিত্তিমূল মেরামত করেছে। যা ইশাইয়া নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইশাইয়া ৫৮:১২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৪:১৩ কর, রাজস্ব ও মাশুল। পারসিক ধনভাণ্ডারে আসা অধিকাংশ স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা গলিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাট করা হয়েছিল। প্রজাদের উপকারার্থে খুব স্বল্প পরিমানে কর ধার্য করা হয়েছিল।

৪:১৪ রাজপ্রাসাদের লবণ খেয়ে থাকি। মানে রাজপ্রাসাদের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। সাহিত্যে "আমরা রাজপ্রাসাদের লবণ খেয়ে থাকি" বলা হয়ে থাকে। মিসরীয় টলেমীর দ্বারা লবণ একচেটিয়া রাজকীয় অধিকারস্বরূপ করেছেন, সম্ভবত একইভাবে পারসিকদের দ্বারা।

৪:১৫ ইতিহাস-পুস্তক। ৫:১৭ আয়াত ৬:১; ইষ্টের ২:২৩; ৬: ১-২ আয়াত দেখুন। প্রধান শহরে বিভিন্ন ধনভাণ্ডারে এই রকম তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক সংরক্ষিত ছিল। এই রাজকীয় ইতিহাস পুস্তকগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত থাকত। খ্রী:পূ: তৃতীয় শতকে ব্যাবিলনীয় পুরোহিত বিরোসাস ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেখানে আসেরিয়া থেকে হেলেনিষ্টিক (৩৩০ খ্রী:পূর্বাব্দে দ্বিগবিজয়ী আলেক্সজান্ডারকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪:১৮ পাঠ করা। সম্ভব বাদশাহ্ আরামীয় ভাষা পড়তে পারতেন না, তাকে এই ইতিহাস-পুস্তকের তথ্যগুলো পাঠ করে শোনানো হয়েছিল (দেখুন নহিমিয়া ৮:৮)।

৪:১৯ বিদ্রোহ। এই অভিযোগের কিছু সত্যতা ছিল। জেরুশালেম আসেরিয়ার বিরুদ্ধে ৭০১ খ্রী:পূর্বাব্দে বিদ্রোহ করে (২ বাদশাহ্ ২৪:১, ২০)।

৪:২১-২৩ প্রাদেশিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যস্থতার ফলস্বরূপ আর্টা-জারেক্স ১ (১১ আয়াত দেখুন এবং ৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) ইহুদীদের জেরুশালেমের প্রাচীর পূনঃনির্মাণ করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিলেন (নহিমিয়া ১:৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। ৭:২৩ আয়াতের ঘটনা সম্ভবত ৪৪৪ খ্রী:পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী সময় ঘটেছিল। নহিমিয়ার বিবরণ (নহিমিয়া ১:৩) থেকে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীরের ধ্বংস বখতে-নাসারের ধ্বংসের চেয়ে আরও ভয়াবহ ছিল।

৪:২৪ আল্লাহ্‌র গৃহের কাজ বন্ধ হল। ইহুদীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ অপ্রাসাঙ্গিক বর্ণনার পর লেখক এবাদতখানার পূনঃনির্মাণের মূল বিষয়ে ফিরে আসলেন (১-৫ আয়াত)।

দারিয়ুসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর। পারসিকদের ধারনা অনুযায়ী দারিয়ুসের ১ রাজত্বের দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছিল নিশান মাসের ১ তারিখ (এপ্রিল ৩), ৫২০ খ্রী:পূর্বাব্দে এবং স্থায়িত্ব হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারী ৫১৯ খ্রী:পূ: পর্যন্ত। এই বছরে হগয় নবী (হগয় ১:১-৫) সরুব্বাবিলকে উৎসাহিত করেছিলেন যেন ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে (আগষ্ট ২৯) এবাদতগৃহ পূনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ এবাদত গৃহের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল (হগয় ১:১৫)। দারিয়ুস তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে বহু সংখ্যক বিদ্রোহ দমন করে তাঁর বিখ্যাত

সরুব্বাবিল

সরুব্বাবিল ছিলেন ব্যাবিলনে জন্মপ্রাপ্ত শল্টীয়েলের পুত্র (হগয় ১:১)। সরুব্বাবিলকে মথি ১:১২ আয়াতে পদায়েরের পুত্রও বলা হয়েছে (১ খান্দান ৩:১৭-১৯)। যেমন, "পুত্র" শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, এই শব্দটির মধ্য দিয়ে শল্টীয়েলের নাতি বা ভাগনেকে বুঝানো হয়েছে। তার আরেকটি পারসীয় নাম রয়েছে, যে নামেও তিনি বেশ পরিচিত, আর সেটি হচ্ছে শেশ্‌বসর (উযা ১:৮,১১)। পারসীয় বাদশাহ্‌ কাইরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে, প্রায় ৭০ বৎসরের দীর্ঘ নির্বাসন বা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা প্রথম ইহুদী দলকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাদের সংখ্যা ছিল ৪২,৩৬০। এছাড়াও তাদের সঙ্গে বিশাল সংখ্যক চাকর-বাকরও ছিল। ফিরে আসার দ্বিতীয় বছরে তিনি একটি কোরবানগাহ্‌ নির্মাণ করেছিলেন এবং বাদশাহ্‌ বখ্‌তে-নাসার যিনি বায়তুল-মোকাদ্দসকে ধ্বংস করেছিলেন তার উপরই নতুন বায়তুল-মোকাদ্দস ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন (উযা ৩:৮-১৩ এবং ৪-৬ অধ্যায়)। বাদশাহ্‌ দাউদের রাজকীয় বংশ হিসাবে তাঁর সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বিখ্যাত কিছু স্থান অধিকার করেছিলেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বন্দিদশা থেকে বনি-ইসরাইলদের যে প্রথম দলটি জেরুশালেমে ফিরে এসেছিল তিনি তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
- আল্লাহ্‌র এবাদতখানা পূণঃনির্মাণের কাজ তিনি শেষ করেছিলেন।
- যে সহযোগীতা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে তিনি তাঁর বিজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তাঁর ধারাবাহিক উৎসাহের প্রয়োজন ছিল।
- বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কার্যের সমস্যা বাধাদানকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- একজন নেতা হিসাবে প্রকল্পের জন্য শুধুমাত্র পারম্ভিক অনুপ্রেরণাই যথেষ্ট নয় কিন্তু তা এগিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কাজটিকে সমাপ্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা তারই দায়িত্ব।
- একজন নেতা হিসাবে অবশ্যই তার উৎসাহের নির্ভরযোগ্য উৎস থাকা প্রয়োজন।
- তাঁর মধ্য দিয়ে যেভাবে দাউদের বংশের রেখা (লাইন) রক্ষা হচ্ছিল তাতে আল্লাহর বিশ্বস্ততা প্রতিফলিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** ব্যাবিলন ও জেরুশালেম
- **কাজ:** বন্দিদশায় থাকাকালীন সময়ে একজন স্বীকৃত নেতা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: সল্টিয়েল, দাদু: যিহোয়াকীন
- **সমসাময়িক:** কাইরাস, দারিউস, জাকারিয়া, হগয়

মূল আয়াত: "তখন তিনি জবাবে আমাকে বললেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি মাবুদের কালাম, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার রূহ্‌ দ্বারা,' এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। হে বিশাল পর্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হবে এবং 'রহমত, রহমত হোক, এর প্রতি,' এই হর্ষধ্বনির সঙ্গে সে মস্তকস্বরূপ পাথরখানি বের করে আনবে" (জাকারিয়া ৪:৬,৭)।

সরুব্বাবিলের কাহিনী উজায়ের ২:২-৫:২ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া, ১ বাদশাহ্‌নামা ৩:১৯; নহিমিয়া ৭:৭; ১২:১; ৪৭; হগয় ১:১, ১২, ১৪; ২: ৪, ২১, ২৩; জাকারিয়া ৪:৬-১০; মথি ১:১২, ১৩; লূক ৩:২৭ আয়াতে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের কাছে চিঠি

৫ ১ পরে হগয় নবী ও ইদ্দোর পুত্র জাকারিয়া,
এই দু'জন নবী এহুদা ও জেরুশালেমের
ইহুদীদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী তবলিগ করতে
লাগলেন; ইসরাইলের আল্লাহ্‌র নামে তাদের
কাছে ভবিষ্যদ্বাণী তবলিগ করতে লাগলেন।
২ তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও
যোষাদকের পুত্র যেশূয় জেরুশালেমে আল্লাহ্‌র
গৃহ নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, আর আল্লাহ্‌র
নবীরা তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদেরকে সাহায্য
করতেন।
৩ সেই সময়ে নদী-পারের শাসনকর্তা তত্তনয়,
শথরবোষণয় এবং তাঁদের সঙ্গীরা তাঁদের কাছে
এসে বললেন, এই গৃহ নির্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন
করতে তোমাদেরকে কে হুকুম দিয়েছে? ৪ তখন
তারা আরও প্রশ্ন করলো, সেই গাঁথুনিকারী
লোকদের নাম কি? ৫ কিন্তু ইহুদীদের প্রাচীনদের
প্রতি তাঁদের আল্লাহ্‌র দৃষ্টি ছিল, আর যতদিন
দারিয়ুসের কাছে নিবেদন উপস্থিত করা না হল
এবং সেই কর্মের বিষয়ে পুনরায় পত্র না আসল
ততদিন ওঁরা তাঁদেরকে নিবৃত্ত করলেন না।
৬ নদী-পারস্থ শাসনকর্তা তত্তনয়, শথরবোষণয়
এবং নদী-পারস্থ তাঁদের সঙ্গী অফর্সখীয়েরা
বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের কাছে যে পত্র পাঠালেন, তার
অনুলিপি এই। ৭ তাঁরা যে পত্র পাঠালেন তাতে
এসব কথা লেখা ছিল, "মহারাজ দারিয়ুসের
সকলই মঙ্গল হোক। ৮ বাদশাহ্‌র কাছে আমাদের
নিবেদন, আমরা এহুদা প্রদেশে মহান আল্লাহ্‌র
গৃহে গিয়েছিলাম, তা প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্মিত
এবং তার দেয়ালে কাঠ বসানো হচ্ছে; আর এই
কাজ সযত্নে চলছে ও তাদের হাতে তা সুসম্পন্ন
হচ্ছে। ৯ আমরা সেই প্রাচীনদেরকে জিজ্ঞাসা
করলাম, তাদেরকে এই কথা বললাম, এই গৃহ
নির্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করতে তোমাদেরকে কে
হুকুম দিয়েছে? ১০ আর আমরা আপনাকে
জানবার জন্য তাদের প্রধান লোকদের নাম লিখে
নেবার জন্য তাদের নামও জিজ্ঞাসা করলাম।
১১ তারা আমাদেরকে এই জবাব দিল, যিনি
বেহেশতের ও দুনিয়ার আল্লাহ্‌, আমরা তাঁরই
গোলাম; আর এই যে গৃহ নির্মাণ করছি, তা বহু
বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল, ইসরাইলের
এক জন মহান বাদশাহ্‌ তা নির্মাণ ও সমাপ্ত
করেছিলেন। ১২ পরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা
বেহেশতের আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করাতে, তিনি
তাদেরকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ কল্‌দীয় বখতে-
নাসারের হাতে তুলে দেন; তিনি এই গৃহ ধ্বংস
করেন এবং লোকদেরকে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।
১৩ কিন্তু ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ কাইরাসের প্রথম
বছরে কাইরাস বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র এই গৃহ নির্মাণ
করতে হুকুম করলেন। ১৪ আর বখতে-নাসার
আল্লাহ্‌র গৃহের যেসব সোনার ও রূপার পাত্র
জেরুশালেমের এবাদতখানা থেকে নিয়ে গিয়ে
ব্যাবিলনের মন্দিরে রেখেছিলেন, সেসব পাত্র
কাইরাস বাদশাহ্‌ ব্যাবিলনস্থ এবাদতখানা থেকে

[৫:১] হগয় ১:১৪-২:৯; জাকা ৪:৯-১০; ৮:৯।
[৫:২] ১খান্দান ৩:১৯; হগয় ১:১৪; ২:২১; জাকা ৪:৬-১০।
[৫:৩] উজা ৬:৬।
[৫:৫] ২বাদশা :২৮; উজা ৭:৬, ৯, ২৮; ৮:১৮, ২২, ৩১; নহি ২:৮, ১৮; জবুর ৩৩:১৮; ইশা ৬৬:১৪।
[৫:৯] উজা ৪:১২।
[৫:১১] ১বাদশা ৬:১; ২খান্দান ৩:১-২।
[৫:১২] দ্বি:বি ২১:১০; ২৮:৩৬; ২বাদশা ২৪:১; ইয়ার ১:৩।
[৫:১৩] উজা ১:২-৪।
[৫:১৪] ১খান্দান ৩:১৮।

(বিহিষ্টান) উৎকীর্ণলিপিতে উল্লেখ রয়েছে। কেবল মাত্র পারস্য সম্রাজ্য স্থায়ী হওয়ার পর এবাদতগৃহ পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৫:১ হগয় ... জাকারিয়া। শুরু হয়েছিল ২৯ আগষ্ট ৫২০ খ্রী:পূর্বাব্দে (হগয় ১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) এবং এই কাজ অব্যাহত ছিল ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত (হগয় ২:১, ১০, ২০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন), এবাদত-গৃহের নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ করার জন্য হগয় নবী লোকদের অনুপ্রাণিত করতে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্‌র কালাম প্রদান করে যাচ্ছিলেন। হগয়ের প্রথম বক্তৃতার দুই মাস পর জাকারিয়া ভবিষ্যদ্বাণী তবলিগ করতে আরম্ভ করেন (জাকারিয়া ১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন, এছাড়া জাকারিয়া ভূমিকা দেখুন: তারিখ সমূহ)।

৫:২ সরুব্ববিল। ব্যাবিলনীয় নামের অর্থ হল "ব্যাবিলনের সন্তান-সন্ততি", নির্বাসনে তার জন্মের সময় এই নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি হলেন শল্টিয়েলের পুত্র এবং যিকনিয়ের নাতি (১ খান্দান ৩:১৭), এহুদার পরবর্তী শেষ দুই বাদশাহ্‌। সরুব্ববিল ছিলেন দাউদীয় বংশের শেষ ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে যাকে রাজনৈতিক কতৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি ঈসার পূর্বপুরুষ (মথি ১:১২-১৩; লূক ৩:২৭)।

যেশূয়। ২:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৫:৩ তত্তনয়। সম্ভবত এটি ছিল ব্যাবিলনীয় নাম।

শথরবোষণয়। সম্ভবত একজন পারসিক কর্মকর্তা ছিলেন।

৫:৫ নিবৃত্ত করলেন না। যখন অনুসন্ধান কাজ চলছিল তখন কাজ বন্ধ না করানোর মাধ্যমে পারস্যের শাসনকর্তা সন্দেহের কারণে অভিযোগ থেকে ইহুদীদের অব্যহতি দিয়েছিলেন।

৫:৬-৭ বাদশাহ দারিয়ুসের কাছে পাঠালেন ... তাকে পাঠালেন। কিতাবে প্রাপ্ত পারসি পোলিসের রাজকীয় শহর স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছে যে, এই রকম অনুসন্ধানের বিবরণ সরাসরি স্বয়ং বাদশাহ্‌কে পাঠানো হয়েছিল, সমস্ত কার্যবিবরণীর প্রতি তার গভীর মনোযোগ প্রকাশ পেয়েছে।

৫:৮ কাঠ। হিব্রু শব্দ হয়তো দরজা জানালার মধ্যস্থিত প্যানেলের কাজ হিসাবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ৬:১৫-১৮) অথবা দেওয়ালে ইট বা পাথরের খণ্ডের সারির পর কাঠের আস্তরের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (৬:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৫:১১ ইসরাইলের একজন মহান বাদশাহ্‌। ১ বাদশাহ্‌নামা ৬:১ আয়াত অনুযায়ী বাদশাহ্‌ সোলায়মান তার রাজত্বের চতুর্থ বছরে (৯৬৬ খ্রী:পূ:) এবাদতখানা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এই নির্মাণ কার্যে সম্পন্ন হতে লেগেছিল সাত বছর সময় লেগেছিল (১ বাদশাহ্‌ ৬:৩৮)।

৫:১২ কলদীয়। আক্কাডিয়ানে শব্দের অর্থ হল "বিজয়ী"। কলদয়ীদের রাজত্বের বিষয়টি অস্পষ্ট। বখতে-নাসারের পিতা নবোপুলেশ্বরের নেতৃত্বে আসেরিয়দের সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে নতুন ব্যাবিলনীয় সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (৬১২-৫৩৯ খ্রী:পূ:)।

বের করে তাঁর নিযুক্ত শেশ্‌বসর নামক
শাসনকর্তার হাতে তুলে দিলেন, ১৫ এবং তাঁকে
বললেন, তুমি এসব পাত্র জেরুশালেমের বায়তুল
মোকাদ্দসে নিয়ে গিয়ে সেখানে রাখ এবং
আল্লাহ্‌র গৃহ স্বস্থানে নির্মিত হোক। ১৬ সেই সময়
সেই শেশ্‌বসর এসে জেরুশালেমেস্থ আল্লাহ্‌র
গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন; সেই সময় থেকে
এখন পর্যন্ত এর গাঁথুনি হচ্ছে, তবুও এর নির্মাণ
শেষ হয় নি। ১৭ অতএব এখন যদি বাদশাহ্‌ ভাল
মনে করেন, তবে কাইরাস বাদশাহ্‌
জেরুশালেমের আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণ করার হুকুম
দিয়েছিলেন কি না, তা বাদশাহ্‌র ঐ ব্যাবিলনে
অবস্থিত ধনাগারে অনুসন্ধান করা হোক; পরে
বাদশাহ্‌ এই বিষয়ে আমাদের কাছে তার ইচ্ছা
বলে পাঠাবেন।”

বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের হুকুম

৬ ১ তখন বাদশাহ্‌ দারিয়ুস্‌ হুকুম করলে
ব্যাবিলনে অবস্থিত ধনাগারের পুস্তকালয়ে
অনুসন্ধান করা হল। ২ পরে মাদীয় প্রদেশের
অক্‌মথা নামক রাজপুরীতে একখানি পুঁথি পাওয়া
গেল; তার মধ্যে স্মরণার্থে এই কথা লেখা ছিল,
৩ “বাদশাহ্‌ কাইরাসের প্রথম বছরে বাদশাহ্‌
কাইরাস জেরুশালেমের আল্লাহ্‌র গৃহের বিষয়ে

[৫:১৬] উজা ৩:১০।
[৫:১৭] উজা ৪:১৫।
[৬:১] উজা ৪:১৫।
[৬:৩] উজা ৩:১০; হগয় ২:৩।
[৬:৪] ১বাদশা ৬:৩৬।
[৬:৫] ১খান্দান ২৯:২।
[৬:৬] উজা ৫:৩।
[৬:৮] ১শামু ৯:২০।

এই হুকুম করলেন, সেই গৃহ উৎসর্গ-স্থান বলে
নির্মিত হোক; ও তার ভিত্তিমূল দৃঢ়ভাবে স্থাপিত
হোক; তার উচ্চতা ষাট হাত ও চওড়ায় ষাট
হাত হবে। ৪ তা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড প্রস্তরে ও
এক এক সারি নতুন কড়িকাঠে র্নিমিত হোক
এবং রাজকোষ থেকে তার ব্যয় দেওয়া হোক।
৫ আর আল্লাহ্‌র গৃহের যেসব সোনার ও রূপার
পাত্র বখতে-নাসার জেরুশালেমের এবাদতখানা
থেকে নিয়ে ব্যাবিলনে রেখেছিলেন, সেই সকলও
ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং প্রত্যেক পাত্র
জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসে স্ব স্ব স্থানে
নীত হোক, তা আল্লাহ্‌র গৃহে রাখতে হবে।
৬ অতএব হে নদী-পারস্থ শাসনকর্তা তত্তনয়,
শথর-বোষণয় ও নদীপারস্থ তোমাদের সঙ্গী
অফর্সখীয়েরা, তোমরা এখন সেখান থেকে দূরে
থাক। ৭ আল্লাহ্‌র সেই গৃহের কাজ চলতে দাও;
ইহুদীদের নেতা ও ইহুদীদের প্রাচীন নেতৃবর্গরা
আল্লাহ্‌র সেই গৃহ স্বস্থানে নির্মাণ করুক। ৮ আর
আল্লাহ্‌র সেই গৃহের গাঁথনির জন্য তোমরা
ইহুদীদের প্রধান ব্যক্তিবর্গের কিরূপ সাহায্য
করবে; আমি সেই বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি; তাদের
যেন বাধা না হয়, এজন্য বাদশাহ্‌র ধন, অর্থাৎ
নদী-পারস্থ রাজকর থেকে যত্নপূর্বক সেই

৫:১৪ শেশবসর ... শাসনকর্তা। ১:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬:১ ব্যাবিলনে অবস্থিত ধনাগারের ... পুস্তকালয়। পারসিপোলিশের (ম্যাপ দেখুন) এলাকায় তথাকথিত “ধনাগারে” অনেক নথিপত্র পাওয়া গেছে।

৬:২ অকমথা। পারস্য সম্রাজ্যের চারটি রাজপুরীর মধ্যে একটি (অন্য রাজপুরিগুলো ছিল, ব্যাবিলন, পারসিপোলিশ এবং শূশান)। এটি বর্তমানে ইরানের হামাদান শহরে অবস্থিত। এই স্থান সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে কেবল মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এ্যাপোক্রিফা পুস্তকে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে (জুডিথ ১:১-৪; টোবিট ৩:৭; ৭:১; ১৪:১২-১৪; ২ ম্যাক্কাবী ৯:৩)।

মাদীয়। উত্তর পশ্চিম ইরানে মাদীয়দের মাতৃভূমি। মাদীয়রা ছিল পারসিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী। ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কাইরাসের উত্থানের পর পারস্যের তাবেদারে পরিণত হয়। এই নামটি কয়েক যুগ যাবৎ ধরে রাখা হয়েছিল এবং এই নামটি ইঞ্জিল শরীফের যুগ পর্যন্ত ছিল (তুলনা করুন প্রেরিত ২:৯)।

৬:৩-৫ কাইরাসের ডিক্রির এই অরামীয় স্মারকলিপির সঙ্গে হিব্রুতে অনুদিত ১:২-৪ আয়াতের তুলনা করুন। মাবুদের (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌) কোন নির্দেশ না থাকলেও অনেক স্পষ্ট প্রশাসনিক পদ্ধতি অরামীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল। উচ্চতর মিসরের ইলেফ্যানটাইনে ইহুদীদের এবাদত গৃহ পুনঃনির্মাণের অনুমতি সম্পর্কে ঐ স্থানে খ্রী:পূ: পঞ্চাশ শতকে অরামীয় প্যাপাইরি উদ্ধার করার মাধ্যমে একই রকম স্মারকলিপি পাওয়া যায়।

৬:৩ উচ্চতা ষাট হাত এবং চওড়া ষাট হাত। তা সম্ভবত গঠন হিসাবে এবাদত-গৃহের নির্দিষ্টকরণ নয়, কিন্তু এবাদত-গৃহের বহিস্থ সীমা নির্মাণের জন্য পারসিকরা আর্থিক সাহায্য দিতে ইচ্ছুক ছিল। দ্বিতীয় এবাদত গৃহটি প্রথমবারের মত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না (৩:১২, হগয় ২:৩)।

৬:৪ প্রকাণ্ড প্রস্তর ... কড়িকাঠ। ৫:৮ আয়াত দেখুন। একই রকম অট্টালিকার উল্লেখ রয়েছে ১ বাদশাহ্‌ ৬:৩৬; ৭:১২ আয়াতে। সম্ভবত ভূমিকম্পের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই রকম নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছিল। নির্মাণের ব্যয় ভার বহন করা হয়েছিল রাজভাণ্ডার থেকে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম তুরস্কের জানথোসে (Xanthos) প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন পারসিক শাসনকালের এবাদত গৃহের ভিত্তির দলিল আবিস্কার করেন যা কাইরাসের ডিক্রির কিছু আয়োজনের সঙ্গে আকর্ষণীয় মিল রয়েছে। উজায়েরে উল্লেখ রয়েছে কোরবানীর সংখ্যা, ইমামদের নাম এবং এবাদতগৃহের সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা। মনে হয় পারস্যের বাদশাহ্‌রা এবাদতগৃহ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতেন। ৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ৭:২০।

৬:৮ বাদশাহ্‌র ধন, অর্থাৎ নদী-পারস্থ রাজকর থেকে। এটা ছিল পারস্যের বাদশাহ্‌দের দৃঢ় শাসন পদ্ধতি যে, তাদের সাম্রাজ্যের পবিত্র স্থানসমূহ পুনঃস্থাপন কিংবা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঐ্যালিফেন্টাইনে ইহুদীদের এবাদত-গৃহ পুনঃনির্মাণের বিষয়ে এহুদা ও সামেরিয়রা শাসনকর্তা কর্তৃক লিখিত স্মারকলিপি। কিতাব বহির্ভূত উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কাইরাস উরুক এবং উরে এবাদত-গৃহের সংস্কার করেছিলেন। ক্যামবাইসিস, যিনি ছিলেন কাইরাসের উত্তরাধিকারী, মিসরের সাইসে এবাদত-গৃহের জন্য অর্থ দান করেন। খারগাহ ওয়াসিসে দারিয়ুসের আদেশে আমোনের এবাদত-গৃহ পুনঃনির্মিত হয়।

BACIB International Bible CHURCH

লোকদেরকে ব্যয় অনুযায়ী অর্থ দেওয়া হোক।
৯ আর তাদের প্রয়োজীয় সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ
বেহেশতের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য যুবা ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার
বাচ্চা এবং গম, লবণ, আঙ্গুর-রস ও তৈল
জেরুশালেমের ইমামদের নিরূপণ অনুসারে
অবাধে প্রতিদিন তাদেরকে দেওয়া হোক, ১০ যেন
তারা বেহেশতের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
উপহার কোরবানী করে এবং বাদশাহ্‌ ও তাঁর
পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে। ১১ আরও আমি
হুকুম করলাম, যে কেউ এই কথার অন্যথা
করবে, তার গৃহ থেকে একটি কড়িকাঠ বের করে
সেই কাঠে তুলে তাকে শূলে দিতে হবে এবং
সেই অপরাধের জন্য তার গৃহ সারের ঢিবি করা
হবে। ১২ আর যে কোন বাদশাহ্‌ কিংবা লোক
এই হুকুমের অন্যথা করে সেই জেরুশালেমের
আল্লাহ্‌র গৃহের বিনাশ সাধনে হস্তক্ষেপ করবে,
আল্লাহ্‌ যিনি সেই স্থানে তাঁর নাম স্থাপন
করেছেন, তিনি তাকে নিপাত করবেন। আমি
দারিয়ুস হুকুম করলাম তা সযত্নে সম্পন্ন হোক।

এবাদতখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও উৎসর্গীকরণ

১৩ তখন নদী-পারস্থ শাসনকর্তা তত্তনয়,
শথর-বোষণয় ও তাঁদের সঙ্গীরা যত্নপূর্বক
বাদশাহ্‌ দারিয়ুসের প্রেরিত হুকুম যত্নের সঙ্গে
পালন করলেন। ১৪ আর ইহুদীদের প্রাচীন নেতৃ
বর্গরা গাঁথুনি করে হগয় নবীর ও ইদ্দোর পুত্র
জাকারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সহকারে কৃতকার্য হলেন
এবং তাঁরা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে ও
পারস্যের বাদশাহ্‌ কাইরাসের, দারিয়ুস ও আর্টা-
জারেক্সের হুকুম অনুসারে গাঁথুনি করে কাজ
সমাপ্ত করলেন। ১৫ বাদশাহ্‌ দারিয়ুসরে রাজত্বের
ষষ্ঠ বৎসরে অদর মাসের তৃতীয় দিনে গৃহ সমাপ্ত
হল।

[৬:৯] লেবীয় ১:৩, ১০।
[৬:১০] উজা ৭:২৩; ১তীম ২:১-২।
[৬:১১] দ্বিঃবি ২১:২২-২৩; ইষ্টের ২:২৩; ৫:১৪; ৯:১৪।
[৬:১২] হিজ ২০:২৪; দ্বিঃবি ১২:৫; ২খান্দান ৬:২।
[৬:১৩] উজা ৪:৯।
[৬:১৪] উজা ৭:১; নহি ২:১।
[৬:১৫] জাকা ১:১; ৪:৯।

৬:৯ ক্যামবাইসিস এবং দারিয়ুস ১ এর অধ্যাদেশের দ্বারা মিসরে এবাদতগৃহ এবং ইমামদের নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, পারস্যের সম্রাটদের বিজাতীয় ধর্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। দারিয়ুস ২ এর (৪২৩ খ্রী:পূ:-৪০৪ খ্রী:পূ:) ক্ষমতাবলে এ্যালিফ্যানটাইনে খামিহীন রুটির উৎসব পালন করার জন্য ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লেখা হয়েছিল।

৬:১০ বাদশাহ্‌ ও তার পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে। সাইরাস সিলিন্ডারের উপর (পোড়ামাটির তৈরি) উৎকীর্ণলিপিতে বাদশাহ্‌ তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, "সমস্ত দেবতা যাদের আমি পুনঃস্থাপন করেছি তাদের পবিত্র নগর বেল ও নেবোর কাছে প্রতিদিন আমার জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করুক।" এহুদার পারস্যের শাসনকর্তার জন্য এ্যালিফ্যানটাইনের ইহুদীরা মুনাজাত উৎসর্গ করেছিল। মজলিসখানার প্রতিদিনের এবাদতের সময় রাজপরিবার ও উচ্চ পদস্থ সকলের জন্য মুনাজাত করা হত (১ তীমথিয় ২:১-২ আয়াতের তুলনা করুন)।

৬:১১ যে কেউ এই কথার অন্যথা করবে। এটি প্রচলিত প্রথা ছিল যে, যদি কেউ রাজ আদেশের অমান্য করে তাহলে নিবন্ধে লিখিত সমস্ত দীর্ঘ তালিকাভুক্ত অভিশাপ তার উপর বর্তাবে।

শূল দিতে হবে। হেরোডোটাসের বিবরণ অনুযায়ী (৩, ১৫৯), দারিয়ুস ১ যখন ব্যাবিলন শহর দখল করেন তখন তিনি ৩,০০০ ব্যাবিলনীয়কে শূলে দেন। (ইষ্টের ২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬:১২ আল্লাহ্‌ যিনি সেই স্থানে তাঁর নাম স্থাপন করেছেন, তিনি তাকে নিপাত করবেন। দারিয়ুস ১ তাঁর বিখ্যাত বেহিস্টুন (বিসিতুন) উৎকীর্ণলিপির শেষে সতর্ক করে বলেছেন। "যদি আপনি এই উৎকীর্ণলিপি বা খোদাই করা লিপি দেখতে পান এবং তা ধ্বংস হতে দেখেন এবং যদি আপনি আপনার যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করেন ... তাহলে আহুরামাযদা আপনাকে আঘাত করবেন এবং আপনার পরিবার আর থাকবে না এবং আপনি যে কাজই করেন তার নাম স্থাপনের জন্য আহুরামাযদা তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন।" দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৩-১৪ মাবুদের গৃহের নির্মাণ কাজ সমান্য অগ্রগতি কেবল বাধা ও প্রতিরোধের কারণে হয় নি, এর কারণ ছিল নির্বাসন থেকে প্রত্যাগতরা তাদের নিজেদের বাড়ির প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল (হগয় ১:২-৯)। কারণ তারা তাদের নিজ স্বার্থের ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল (তুলনা করুন মথি ৬:৩৩), আল্লাহ্‌ শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর দুর্ভিক্ষ পাঠিয়ে দিলেন (হগয় ১:৫-৬, ১০-১১)। হগয় এবং জাকারিয়ার তবলিগের ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে সরুব্বাবিল এবং ইউসার নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে কাজের এক নব উদ্যোগের সূচনা হল (হগয় ১:১২-১৫)।

৬:১৪ আর্টা-জারেক্সেস। কারণ মাবুদের গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি কোন চাঁদা দেন নি বা আর্থিক সাহায্য করেন নি। কিন্তু পরবর্তী সময় উযায়েরের নেতৃত্বে মাবুদের গৃহ পুনর্নির্মাণের সময় আর্থিক সাহায্য করার জন্য হয়তো এই আয়াতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (উযা ৭:২১-২৮)।

৬:১৫ মাবুদের গৃহ সমাপ্ত হল। মাবুদের গৃহের ধ্বংসের প্রায় ৭০ বছর পর ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১২ই মার্চ। মাবুদের গৃহের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২ শে সেপ্টেম্বর (হগয় ১:১৫), আর এই কাজ অব্যাহত ভাবে চলমান ছিল তিন বছর ছয় মাস। হগয় ২:৩ আয়াত অনুযায়ী প্রাচীন কোন ব্যক্তি যে সোলায়মানের এবাদতখানার জাঁকজমক স্মরণ করতে সক্ষম সে সরুব্বাবিলের একই আয়তনের এবাদতখানা দেখে অসন্তুষ্ট হবে (তুলনা করুন উযায়ের ৩:১২)। যদিও প্রথম এবাদতখানার মত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না এবং দীর্ঘ কাল ধরে উপভোগ্য ছিল না, তবুও এই দ্বিতীয় এবাদত খানাটির স্থায়িত্ব কাল ছিল দীর্ঘ দিন। দ্বিতীয় এবাদতখানার সাধারণ নকশা ছিল সোলায়মানের এবাদতখানার মতই, কিন্তু মহা পবিত্র স্থানটি শূন্য অবস্থায় রাখা হয়েছিল, কারণ শরীয়ত সিন্দুক ব্যাবিলনীয়দের জয়ের কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। যোসেফাসের বর্ণনা অনুযায়ী (ওয়ারস, ৫.৫.৫), কাফ্‌ফারার দিনে মহা-ইমাম তাঁর ধূপদানি পাথরের স্তূপের উপরে রাখতেন যা ছিল শরীয়ত-সিন্দুকের পূর্বের স্থাপিত চিহ্নিত স্থান। মহা পবিত্র স্থান সম্মুখ রুটির জন্য টেবিল, ধূপগাহ্‌, সোলায়মানের দশটির পরিবর্তে (১ বাদশাহ্‌ ৭:৪৯) ১টি ধূপদানি (যোসেফাস, এগেইনস্ট এপিওন, ২.৮; এপ্রোক্রিপা, তুলনা করুন ১ ম্যাক্কাবীয় ১:২১-২২; ৪:৪৯-৫১)।

BACIB
International Bible
CHURCH

উজায়ের

উযায়ের নামের অর্থ, সাহায্য। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫৯ অব্দে ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে বনি-ইসরাইলদের জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনা দ্বিতীয় নেতা এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের উযায়ের কিতাবের লেখক। তিনি মহা-ইমাম সরায়ের পুত্র অথবা নাতি (২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৮-২১); এবং হযরত হারুন ও পীনহসের বংশধর (উযা ৭:১-৫)। তিনি বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সেসের রাজত্বের সপ্তম বছরে জেরুশালেমে এসে বনি-ইসরাইলদের ব্যাপারে বাদশাহ্‌র সদয় মনোভাব গড়ে তোলেন (উযা ৮ অধ্যায়)। বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সেস উযায়েরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁর সব অনুরোধ রাখেন এবং তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এই সময় তিনি প্রায় ৫ হাজার নির্বাসিত বনি-ইসরাইলকে তাঁর সাথে করে জেরুশালেমে নিয়ে আসেন। তিনি তৌরাত শরীফের পাণ্ডুলিপিকার ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর অন্তরে মাবুদকে ও তাঁর শরীয়তের অন্বেষণ করতেন এবং বনি-ইসরাইলদেরকে আল্লাহ্‌র বিচার ও তাঁর নির্দেশ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিতাব তেলাওয়াত করবার জন্য কাঠের যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল তার উপর উযায়ের দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিন (নহি ৮:৪)। তিনি ইমামদের শিক্ষক ছিলেন। একজন ইমামের কাজের চেয়ে তাঁর কাছে শিক্ষা দেওয়ার কাজ বড় ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৫ অব্দে উযায়ের জেরুশালেম থেকে চলে আসার পর তিনি জাতির সাধারণ লোকদের হেদায়েত কামনা করেন। তার পরে সেখানে হযরত নহিমিয়াকে দেখা যায়। জেরুশালেমের প্রাচীর ধ্বংস হলে হযরত নহিমিয়া তা পুনর্নির্মাণ করেন, এই কাজে জেরুশালেমের লোকেরা একত্রিত হয়ে কাজে অংশ নেয়। কাজ শুরুর নির্ধারিত দিনে সকলে জড়ো হলে উযায়ের ও তাঁর সহকারীরা এর নিয়ম সকলকে জোরে জোরে পড়ে শুনান (নহি ৮:৩)। এটি ছিল ধর্মীয় মহা জাগরণ। নির্দিষ্ট দিনে সকলে পাক-পবিত্র হয়ে এসে নিজেদের গুনাহ্‌ স্বীকার করে এবং কোরবানী উৎসর্গ করে। তারা কুটির-পর্বের ভোজ পালন করে এবং পবিত্র আনন্দ উৎসব করে নতুন মানুষ হয়ে তাদের দেশের জন্য মাবুদের কাছে মুনাজাত করে। সমস্ত অনিয়ম দূর করে তারা এবাদতখানার কাজ সম্পূর্ণ করার কাজ শুরু করে (নহি ১২ অধ্যায়)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- পাক-কিতাব অধ্যয়ন, তা মেনে চলতে ও শিক্ষা দিতে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।
- ব্যাবিলন থেকে তিনি দ্বিতীয় দলকে জেরুশালেমে আসতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
- হয়তো তিনি ১ ও ২ খান্দাননামা কিতাব লিখেছেন।
- আল্লাহ্‌র আদেশ পুরোপুরি মান্য করে চলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।
- তাঁকে বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্স জেরুশালেমে পাঠিয়েছিলে যেন তিনি বর্তমান অবস্থার বিবরণ, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চলমান রির্পোট নিয়ে বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে যান।
- পুর্নজাগরণের জন্য তিনি নহিমিয়ার সঙ্গে কাজ করেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যেকোন লোক যখন আল্লাহ্‌কে জানতে চায় ও তাঁর কালাম প্রয়োগ করতে চায় তার জীবন কিভাবে চলবে তাতে আল্লাহ্‌র সরাসরি প্রভাব থাকে।
- আল্লাহ্‌র সেবা করার প্রারম্ভিক স্থান হল আজ তার সেবা করার কি প্রতিশ্রুতি আছে, এমন কি সেবা করার ধরণ কি হবে তা জানার আগেও।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** ব্যাবিলন, জেরুশালেম
- **কাজ:** পাক-কিতাব নকলকারী, বাদশাহ্‌র মনোনীত নেতা, ধর্ম-শিক্ষক
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: সরায়
- **সমসাময়িক:** নহিমিয়া, আর্টা-জারেক্স

মূল আয়াত: “কেননা মাবুদের ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করতে এবং ইসরাইলে বিধি ও অনুশাসন শিক্ষা দিতে উযায়ের তাঁর অন্তঃকরণ সুস্থির করেছিলেন” (উজায়ের ৭:১০)।

উজায়েরের কাহিনী উজায়ের ৭:১-১০:১৬ আয়াতে লেখা আছে। এছাড়া, নহিমিয়া ৮:১-১২:৩৬ আয়াতে তাঁর কথা পাওয়া যায়।

১৬ পরে বনি-ইসরাইল, ইমামেরা, লেবীয়েরা ও
বন্দীদশা থেকে আগত লোকদের অবশিষ্ট লোকেরা
আনন্দে আল্লাহ্‌র সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করলো।
১৭ আর আল্লাহ্‌র সেই গৃহের প্রতিষ্ঠার সময়ে এক
শত ষাঁড়, দুই শত ভেড়া, চার শত ভেড়ার বাচ্চা
এবং সমস্ত ইসরাইলের জন্য গুনাহ্‌-কোরবানী
হিসেবে ইসরাইলের বংশ-সংখ্যানুসারে বারোটি
ছাগল কোরবানী করলো। ১৮ আর জেরুশালেমে
আল্লাহ্‌র সেবাকর্মের জন্য ইমামদেরকে তাদের
বিভাগ অনুসারে ও লেবীয়দেরকে তাদের পালা
অনুসারে নিযুক্ত করা হল– যেমন মূসার কিতাবে
লেখা আছে।

ঈদুল ফেসাখ পালন

১৯ পরে প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে বন্দীদশা
থেকে আগত লোকেরা ঈদুল ফেসাখ পালন
করলো। ২০ কেননা ইমাম ও লেবীয়েরা
নিজেদেরকে একসঙ্গে পাক-পবিত্র করেছিল; তারা
সকলেই পাক-পবিত্র হয়েছিল এবং বন্দীদশা
থেকে আগত সমস্ত লোকের জন্য, তাদের ইমাম
ভাই ও নিজেদের জন্য ঈদুল ফেসাখের সমস্ত
কোরবানী করলো। ২১ আর বন্দীদশা থেকে
আগত বনি-ইসরাইল এবং যত লোক
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের খোঁজ করার জন্য
তাদের পক্ষ হয়ে দেশ-নিবাসী জাতিদের
নাপাকীতা থেকে নিজদেরকে পৃথক করেছিল,
২২ তারা সকলে তা ভোজন করলো এবং সাত
দিন পর্যন্ত আনন্দে খামিহীন রুটির উৎসব পালন
করলো, যেহেতু মাবুদ তাদেরকে আনন্দিত
করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র, গৃহের কার্যে তাদের হাত শক্তিশালী
করার জন্য আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র অন্তর তাদের
পক্ষে ফিরিয়েছিলেন।

জেরুশালেমে হযরত উযায়েরের যাত্রা

৭ ১ সেসব ঘটনার পরে পারস্যের বাদশাহ্‌
আর্টা-জারেক্সের রাজত্বকালে সরায়ের পুত্র
উযায়ের ব্যাবিলন থেকে যাত্রা করলেন। ২ উক্ত

[৬:১৬] ১বাদশা ৮:৬৩।
[৬:১৭] ২শামু ৬:১৩।
[৬:১৮] ২খান্দান ৩৫:৪; লূক ১:৫।
[৬:১৮] শুমারী ৩:৬-৯; ৮:৯-১১।
[৬:১৯] হিজ ১২:১১; শুমারী ২৮:১৬।
[৬:২০] ২খান্দান ৩০:১৫,১৭; ৩৫:১১।
[৬:২১] ১খান্দান ২২:১৯।
[৬:২২] হিজ ১২:১৭।
[৭:১] ২বাদশা ২২:৪।
[৭:২] ১বাদশা ১:৮;

৬:১৬ বন্দীদশা ... প্রতিষ্ঠা করল। সোলায়মানের এবাদতখানার প্রতিষ্ঠার তুলনা করুন (১ বাদশাহ্‌ ৮ অধ্যায়) যে সমস্ত নেতৃবর্গ বন্দীদশা থেকে ফিরে এসেছিল তারা এবাদতগৃহ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। "প্রতিষ্ঠা" অরামীয় শব্দের অনুবাদ হল এ্যানুকাহ্‌। ডিসেম্বরে ইহুদীদের ধর্মীয় উৎসব যা সেলিউসিডস এর কাছ থেকে পুনরায় এবাদতখানা উদ্ধার করার ঈদ এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হানুকাহ্‌ হিসেবে পরিচিত ছিল (ইউহোন্না ১০:২২ নোট দেখুন)।

৬:১৭ একশত ... দুইশত ... চারশত। সোলায়মানের রাজত্বের সময় (১ বাদশাহ্‌ ৮:৫, ৬৩) হিষ্কিয় (২ খান্দান ৩০:২৪) এবং ইউসিয়ার রাজত্বের সময় (২ খান্দান ৩৫:৭) একই রকম হাজার হাজার এবং লক্ষাধিক পশু কোরবানীর তুলনায় এই আয়াতে উল্লিখিত কোরবানী করা পশুর সংখ্যা অনেক কম।

৬:১৮ বিভাগ। ইমামদের ২৪টি দলে ভাগ করা হল (১ খান্দান ২৪:১-১৯), প্রতিটি দল মাবুদের গৃহে পালানুক্রমে সপ্তাহের জন্য সেবা কর্ম করতেন (তুলনা করুন লূক ১:৫,৮)। ১৯৬২ সালে সিজারিয়াতে মজলিসখানার খণ্ডিত উৎকীর্ণ লিপিতে ২৪ দলের তালিকা পাওয়া গেছে।

মূসার কিতাবে লেখা আছে। সম্ভবত এই রকম অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন হিজ ২৯; লেবীয় ৮; শুমারী ৩; ৮:৫-২৬; ১৮।

৬:১৯ প্রথম মাসের ... চতুর্দশ দিনে ... ঈদুল ফেসাখ পালন করল। সম্ভবত এই তারিখটি ছিল ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২ শে এপ্রিল। ঈদুল ফেসাখের উৎপত্তি এবং তাৎপর্যের জন্য ও খামিহীন রুটির উৎসব (২২ আয়াত) ও হিজ ১২:১-৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২০ ধর্মীয় রীতি অনুসারে ... নিজেদের পাক পবিত্র করেছিল। লেবীয় ৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন। ইমামেরা এবং লেবীয়রা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের ধর্মীয় রীতি অনুসারে পাক-পবিত্র করেছিল।

৬:২১ তাদের সকলের সঙ্গে যারা নিজেদের পৃথক করেছি। বন্দীদশা থেকে যারা ফিরে এসেছিল তারা আশেরিয়ায় বসবাস করবা সময় স্বেচ্ছায় বিধর্মী এবং পরজাতীয়দের আচার অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের পৃথক রেখেছিল।

৬:২২ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌। পারস্যের বাদশাহ্‌, এটি ছিল দারিয়ুসের বিস্ময়কর উপাধি। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভের পতনের পরেও আশেরিয়ার অধিকৃত সাবেক রাজ্যগুলো "আশেরিয়া" নাম ব্যবহার অব্যহত রেখেছিল। আশেরিয়ার বাদশাহ্‌রা বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে "ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌" (তুলনা করুন ৫:১৩; নহিমিয়া ১৩:৬)।

৭:১-৫ উযায়ের মূসার ভাই হারুনের ১৬ পূর্বপুরুষের বংশতালিকা প্রদান করেছেন।

৭:১ সে সব ঘটনার পরে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ঘটনাসমূহ ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবাদতখানা নির্মাণ কাজের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে।

আর্টা জারেক্স। এই অধ্যায়ে বাদশাহ্‌র পরিচিতির যে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যদি ইনি প্রথম আর্টা জারেক্সেস হয়ে থাকেন, মনে করা হয় যে, উযায়ের ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বন্দীদশা থেকে এহুদায় পৌঁছেছিলেন। এতে দেখা যায় যে, ৬ অধ্যায়ের ঘটনাসমূহ এবং ৭ অধ্যায়ের ঘটনাসমূহের মধ্যে প্রায় ৬০ বছরের ব্যবধান রয়েছে। এই মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা হিসেবে উযায়ের ৪:৬ আয়াতে কেবলমাত্র জারেক্সেসের রাজত্বের সময় (৪৮৬-৪৬৫) জেরুশালেমের এবাদতখানা পুনর্নির্মাণের বাধার বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সম্ভবত অসরিয়ের ("মাবুদ সাহায্যকারী") সংক্ষিপ্ত নাম, যে নামটি তাঁর বংশ তালিকার মধ্যে দুই বার উল্লেখের ঘটনা রয়েছে। এপ্রোক্রিফা অনুযায়ী গ্রীক নাম হল এস্‌দ্রাস।

সরায়। এই নামের অর্থ হল "মাবুদ হলেন বাদশাহ্‌"। প্রধান ইমামদের মধ্যে সাদোক, যাকে বখতে-নাসার হত্যা করেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ বাদশাহ্‌ ২৫:১৮-২১)। উযায়েরের উপস্থিতির ১২৮ বছরের কিছু পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল। সুতরাং তিনি ছিলেন উযায়েরের পিতৃকুলের একজন বংশধর; "পুত্র" প্রায়ই "বংশধর" হিসেবে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে (১ খান্দান ৬:১৪-১৫ আয়াত দেখুন)।

হিল্কিয়। এই নামের অর্থ "মাবুদ আমার অংশ"। তিনি ছিলেন মহা-ইমাম উষিয়ের অধীনে একজন ইমাম (২ বাদশাহ্‌ ২২।

সরায় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয় হিল্কিয়ের
সন্তান, হিল্কিয় শল্লুমের সন্তান, শল্লুম সাদোকের
সন্তান, সাদোক অহীটূবের সন্তান, ৩ অহীটূব
অমরিয়ের সন্তান, অমরিয় অসরিয়ের সন্তান,
অসরিয় মরায়োতের সন্তান, ৪ মরায়োৎ সরহিয়ের
সন্তান, সরহিয় উষির সন্তান, উষি বুক্কির সন্তান,
৫ বুক্কি অবীশূয়ের সন্তান, অবীশূয় পীনহসের
সন্তান, পীনহস ইলিয়াসরের সন্তান, ইলিয়াসর
প্রধান ইমাম হারুনের সন্তান। ৬ উযায়ের মূসার
শরীয়তে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের দেওয়া
ব্যবস্থায়, পণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁর
উপরে তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের হাত থাকায় বাদশাহ্‌
তাঁর সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় তাঁকে দিলেন।
৭ বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের সপ্তম বৎসরে বনি-
ইসরাইলদের, ইমামদের ও লেবীয়দের,
গায়কদের, দ্বারপালদের ও নথীনীয়দের
কয়েকজন লোক জেরুশালেমে যাত্রা করলো।
৮ আর বাদশাহ্‌র ঐ সপ্তম বছরের পঞ্চম মাসে

২:৩৫; ১খান্দান ৬:৮; ইহি ৪০:৪৬; ৪৩:১৯; ৪৪:১৫।
[৭:৫] ১খান্দান ৬:৪।
[৭:৬] উজা ৫:৫; ইশা ৪১:২০।
[৭:৯] আয়াত ৬।
[৭:১০] দ্বি:বি ৩৩:১০।
[৭:১২] ইহি ২৬:৭; দানি ২:৩৭।

উযায়ের জেরুশালেমে উপস্থিত হলেন। ৯ প্রথম
মাসের প্রথম দিনে তিনি ব্যাবিলন থেকে যাত্রা
আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র
মঙ্গলময় হাত থাকায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম
দিনে জেরুশালেমে উপস্থিত হলেন। ১০ কেননা
মাবুদের ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করতে এবং
ইসরাইলে বিধি ও অনুশাসন শিক্ষা দিতে
উযায়ের তাঁর অন্তঃকরণ সুস্থির করেছিলেন।

হযরত উযায়েরের কাছে বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের পত্র

১১ বাদশাহ্‌ আর্টা-জারেক্সের যে পত্র উযায়ের
ইমামকে– সেই অধ্যাপককে, যিনি মাবুদের
আদেশ-কালামের ও ইসরাইলের প্রতি তাঁর
বিধির অধ্যাপক ছিলেন– তাঁকে দিয়েছিলেন,
১২ তার অনুলিপি এই, “রাজাধিরাজ আর্টা-
জারেক্সের কাছ থেকে উযায়ের ইমাম সমীপে,
যিনি বেহেশতের আল্লাহ্‌র শরীয়তের অধ্যাপক,
সিদ্ধ, ইত্যাদি। ১৩ আমি এই হুকুম করছি,

---

৪)।

৭:২ সাদোক। এই নামের অর্থ “ধার্মিক”। তিনি দাউদের রাজত্বের সময়ে একজন ইমাম ছিলেন (২ শামুয়েল ৮:১৭)। সোলায়মান অবিয়াথরের স্থানে মহা-ইমাম হিসেবে সাদোককে নিযুক্ত করেন, যিনি অদোনীয়কে বিদ্রোহে সমর্থন দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১:৭-৮; ২:৩৫)। ইহিস্কেল সাদোকের সন্তানদের মূর্তিপূজা করা থেকে পৃথক থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন (ইহি ৪৪:১৫)। তারা ১৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মহা-ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাদোক থেকে পরবর্তী সময় হয়তো সদ্দূকী নামটি এসেছে এবং কুমরান সমাজ সাদোকীয় ইমামের কার্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল।

অহীটূব। সম্ভবত এই নামের অর্থ “আমার বেহেশতী ভ্রাতা মঙ্গলময়।” প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সাদোকের পিতামহ (নহি ১১:১১)।

৭:৫ ইলিয়াসর। এই নামের অর্থ “আল্লাহ্‌ সাহায্যকারী”।

৭:৬ পণ্ডিত অধ্যাপক। সাহিত্যে লেখক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (নহিমিয়া ৮:১,৪,৯,১৩; ১২:২৬,৩৬)। অন্য লেখকরা অন্যদের কাছ থেকে শোনার পর তা লিপিবদ্ধ করতেন, যেমন বারূক, যিনি ইয়ারমিয়া যা বলতেন ঠিক সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করতেন (ইয়ারমিয়া ৩৬:৩২)। নির্বাসনে থাকার সময় থেকে লেখকরা আলেম হিসেবে পাক-কিতাব অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা দিতেন। আলেমরা ছিলেন ইঞ্জিল শরীফের শরীয়তের শিক্ষাদাতা (মথি ২:৪; লূক ৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। ইঞ্জিল শরীফের সময় তারা অন্যদের মধ্যে “রব্বি” হিসেবে পরিচিত ছিলেন (তুলনা করুন মথি ২৩:৭)।

দক্ষ পণ্ডিত। হিব্রু ভাষায় এই শব্দগুচ্ছকে জবুর শরীফের ৪৫:১ আয়াতে “দক্ষ লেখক” হিসেবে এবং মেসাল ২২:২৯ আয়াতে “খুব নিপুণ” হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ মাবুদের হাত। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং অনুগ্রহের এই আকর্ষণীয় বর্ণনার জন্য তুলনা করুন ৯, ২৮ আয়াত; ৮:১৮,২২,৩১; নহি ২:৮,১৮।

৭:৭-৯ সপ্তম বৎসরের ... প্রথম মাসের প্রথম দিনে ... পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে। উযায়ের নিশান মাসের প্রথম দিনে যাত্রা শুরু করেছিলেন (৮ই এপ্রিল ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং জেরুশালেমে পৌছেছিলেন আভ মাসের প্রথম তারিখ (৪ঠা আগষ্ট ৪৫৮ খ্রী.পূ.)। এই যাত্রায় সময় লেগেছিল ৪ মাস। ৮:৩১ আয়াতের সাথে ৯ আয়াতের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এই যাত্রায় ১১ দিন যুক্ত হয়েছে। বসন্তকাল এই রকম যাত্রার জন্য খুব অনুকূল ছিল। বছরের এই সময় অধিকাংশ সৈন্যরা সামরিক অভিযান চালাত (২ শামুয়েল ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও ব্যাবিলন থেকে জেরুশালেমের প্রকৃত দূরত্ব ছিল ৫০০ মাইল, কিন্তু ফোরাত নদীর উত্তর পশ্চিম দিক বরাবর এগিয়ে গিয়ে তারপর দক্ষিণ দিক বরাবর এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সর্বমোট ৯০০ মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। শিশু এবং বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তিদের উপস্থিতির কারণে তুলনামূলকভাবে ধীর পদক্ষেপে চলতে হয়েছিল।

৭:১০ অনুশীলন ... পালন ... শিক্ষা। নহিমিয়া ৮ অধ্যায় দেখুন।

৭:১১ পত্র। অনেকে মনে করেন প্রথম আর্টাজারেক্সেসের পত্রটি দানিয়ালের প্রথম ৬৯ “সাত” এর বিষয় নিয়ে আরম্ভ করার মত ছিল (দানি ৯:২৪-২৭)। অন্যরা মনে করেন একই বাদশাহ্‌র দ্বারা নিযুক্ত নহিমিয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী আরম্ভ করার মত (নহি ১:১,১১; ২:১-৮)। হয় সৌর দিনপঞ্জি ব্যবহার করার দ্বারা পূর্ববর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল (৪৫৮ খ্রী.পূ.) অথবা চন্দ্র দিনপঞ্জির মাধ্যমে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল (৪৪৪ খ্রী.পূ.), এর একটি আশ্চর্যজনকভাবে ঈসা মসীহের জনসমক্ষে তবলিগ কাছাকাছি সময়ে আসতে পারে।

৭:১২ রাজাধিরাজ। এই শব্দগুচ্ছ মূলত আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ কর্তৃক ব্যবহৃত হত, বিশেষ করে যখন তারা অনেক রাজ্য দখল করে সেই রাজ্যগুলো নিজ শাসনের অধীনে আনতেন তখন তারা এই শব্দগুচ্ছ বা উপাধি ব্যবহার করতেন। এটি পরে পরবর্তী ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ ব্যবহার করেছিলেন (উযায়ের ২৬:৭; দানি ২:৩৭) এবং পারস্যের বাদশাহ্‌রা ব্যবহার করেছিলেন (তুলনা করুন ১ তীমথি ৬:১৫; প্রকাশিত কালাম

BACIB
International Bible CHURCH

আমার রাজ্যের মধ্যে ইসরাইল জাতির যত
লোক, তাদের যত ইমাম ও লেবীয় জেরুশালেমে
যেতে ইচ্ছা করে, তারা তোমার সঙ্গে যাক।
১৪ কেননা তুমি বাদশাহ্ ও তাঁর সপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক
প্রেরিত হলে, যেন তোমার আল্লাহ্‌র যে শরীয়ত
তোমার হাতে আছে, সেই অনুসারে তুমি এহুদার
ও জেরুশালেমের তত্ত্বানুসন্ধান কর, ১৫ এবং
জেরুশালেমে যাঁর আবাস, ইসরাইলের সেই
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বাদশাহ্ ও তাঁর মন্ত্রিরা
ইচ্ছাপূর্বক যে রূপা ও সোনা দিয়েছেন, ১৬ আর
তুমি ব্যাবিলনের সমস্ত প্রদেশে যত রূপা ও সোনা
পেতে পার এবং লোকেরা ও ইমামেরা তাঁদের
আল্লাহ্‌র জেরুশালেমের গৃহের জন্য ইচ্ছাপূর্বক
যা নিবেদন করে, সেসব যেন সেই স্থানে নিয়ে
যাও। ১৭ অতএব সেই সোনা-রূপা দিয়ে তুমি
ষাঁড়, ভেড়া, ভেড়ার বাচ্চা ও তাদের উপযুক্ত
খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্য যত্নপূর্বক ক্রয় করে
তোমাদের আল্লাহ্‌র জেরুশালেমের গৃহস্থিত
কোরবানগাহ্‌র উপরে কোরবানী করবে। ১৮ আর
অবশিষ্ট রূপা ও সোনা দিয়ে তোমার ও তোমার
ভাইদের মনে যা ভাল বোধ হয়, তা তোমাদের
আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে করবে। ১৯ আর তোমার
আল্লাহ্‌র গৃহের সেবার জন্য যেসব পাত্র তোমাকে
দেওয়া হল, তা জেরুশালেমের আল্লাহ্‌র সম্মুখে
উপস্থিত করবে। ২০ আর তা ছাড়া তোমার
আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য দরকারী ব্যয়ের জন্য যা
প্রয়োজনীয় তা রাজ-ভাণ্ডার থেকে নিয়ে ব্যয়
করবে।
২১ আর আমি, বাদশাহ্ আর্টা-জারেক্স, আমি
নদীপারস্থ সমস্ত কোষাধ্যক্ষকে হুকুম করছি,
বেহেশতের আল্লাহ্‌র শরীয়তের অধ্যাপক
উযায়ের ইমাম তোমাদের কাছে যা যা চাইবেন,
সেসব যেন সযত্নে দেওয়া হয়, ২২ এক শত
তালন্ত পর্যন্ত রূপা, এক শত কোর্ পর্যন্ত গম,
এক শত বাৎ পর্যন্ত আঙ্গুর-রস ও এক শত বাৎ
পর্যন্ত তেল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ।
২৩ বেহেশতের আল্লাহ্ যা হুকুম করেন, তা
বেহেশতের আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য গভীর আগ্রহের
সঙ্গে করা হোক, বাদশাহ্‌র এবং তাঁর পুত্রদের
রাজ্যের প্রতি কেন ক্রোধ বর্তাবে? ২৪ আর এই
বিজ্ঞাপন তোমাদেরকে দেওয়া যাচ্ছে,
ইমামদের, লেবীয়দের গায়কদের, দ্বারপালদের,
নথীনীয়দের ও সেই আল্লাহ্‌র গৃহের কাজে
নিযুক্ত অন্য লোকদের মধ্যে কারো কাছে কর কি
রাজস্ব কি মাশুল গ্রহণ করা বিধিসঙ্গত হবে না।
২৫ আর হে উযায়ের, তোমার আল্লাহ্ বিষয়ক

[৭:১৪] ইষ্টের ১:১৪।
[৭:১৫] দ্বি:বি ১২:৫; ২খান্দান ৬:২।
[৭:১৬] হিজ ৩:২২।
[৭:১৬] জাকা ৬:১০।
[৭:১৭] শুমারী ১৫:৫-১২।
[৭:১৯] উজা ৫:১৪; ইয়ার ২৭:২২।
[৭:২০] উজা ৬:৪।
[৭:২৩] উজা ৬:১০।
[৭:২৪] উজা ৪:১৩।
[৭:২৫] হিজ ১৮:২১, ২৬।

১৭:১৪; ১৯:১৬; ২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১৩ ইসরাইল জাতি। এহুদার চেয়ে ইসরাইল নাম অধিক ব্যবহার করার বিষয়টি অবধানযোগ্য। বন্দীদশা থেকে প্রত্যাগত সকলকে এক ইসরাইল হিসেবে দেখানো ছিল উযায়েরের লক্ষ্য। বাদশাহ্ যে আদেশ দিয়েছিলেন তা যাতে ইহুদী-কাজে পরিণত করে এই জন্য তিনি ইহুদী কর্মচারীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এর মধ্যে ছিলেন স্বয়ং উযায়ের যেন বাদশাহ্‌কে তাঁর আদেশ কার্যকর করতে সাহায্য করেন।

৭:১৪ সাত মন্ত্রী। তুলনা করুন ইষ্টের ১:১৪, যাদের সাত কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা "বাদশাহ্‌র সান্নিধ্যে ছিলেন"। পারসিক আচরণের সঙ্গে এই সঙ্গতির বিষয়টি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং জেনোফোন লিপিবদ্ধ করেছেন।

তোমার আল্লাহ্‌র শরীয়ত। সম্ভবত সম্পূর্ণ তৌরাত শরীফ (মূসার পঞ্চকিতাব; ৬ আয়াত দেখুন)।

৭:১৫ রূপা ও সোনা। তুলনা করুন হগয় ২:৮ আয়াত।

ইচ্ছাপূর্বক প্রদান। পারসিকদের রাজভাণ্ডারে প্রচুর সম্পদ ছিল এবং পারস্যের বাদশাহ্‌দের দানশীলতার উত্তম সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

৭:১৬ লোকদের উপহার। যারা পবিত্র দেশের বাইরে বসবাস করত সেই সমস্ত ইহুদীদের কাছ থেকে জেরুশালেমে উপহার পাঠাবার রীতি ইহুদী-রোমীয় যুদ্ধের (৬৬-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই সময় রোমীয়রা এর পরিবর্তে জুপিটারের মন্দিরে এই রকম উপহার পাঠাবার জন্য বাধ্য করেছিল (যোসেফাস, এন্টিকুইটিস, ১৮.৯.১; ওয়ারস ৭.৬.৬)। দ্বিতীয় দারিয়ুসের আদেশ যা প্যাপিরাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র কোরবানগাহের উপর "তোমার লক্ষ্যে" "শস্য উৎসর্গ, ধূপ ও অগ্নিকৃত উপহার কোরবানী করা হোক।"

৭:২০ রাজভাণ্ডার থেকে ব্যয় করবে। পারসোপোলিসের ধন-ভাণ্ডার থেকে অর্থ প্রদানের বিষয়টিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৭:২২ একশত তালন্ত। বিশাল পরিমাণ।

একশত কোর। এর সমষ্টি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। গম উৎসর্গে ব্যবহার করা হত। লবণের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। ৪:১৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। তৃতীয় এ্যান্টিয়কাস এর প্রায় একই রকম দানশীলতার বিবরণ যোসেফাস এভাবে বর্ণনা করেছেন (এন্টিকুইটিস ১২.৩.৩)। "প্রথমেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তির কারণে, তাদের কোরবানীর যোগান দেবার জন্য কোরবানীর পশু বরাদ্দ করেছি এবং ২০ হাজার রৌপ্য খণ্ডের মূল্যমানের আঙ্গুর রস, তেল এবং ধূপও বরাদ্দ করেছি এবং তাদের শরীয়ত অনুযায়ী মিহি ময়দান ব্যবস্থা করেছি এবং ১,৪৬০ মণ গম এবং ৩৭৫ মণ লবণের ব্যবস্থাও করেছি।"

৭:২৩ বাদশাহ্‌র রাজ্যের উপর ক্রোধ পতিত হল। ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিসর পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন উযায়ের জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করেছিলেন তখন পারসিকরা বিদ্রোহ দমন করবা কাজে লিপ্ত ছিল।

তাঁর পুত্রদের। আমরা জানি না ঐ সময় বাদশাহ্‌র কত জন পুত্র ছিল, কিন্তু সিটেসিয়াস এর বিবরণ অনুযায়ী তার অন্তত ১৮ জন পুত্র ছিল (সিটেসিয়াস ছিলেন একজন চিকিৎসক যিনি পারস্যের বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন)।

৭:২৪ আল্লাহ্‌র গৃহের কাজে নিযুক্ত ... ইমামদের কাছ থেকে ... কর ... বিধিসঙ্গত হবে না। এবাদতখানার কাজে নিযুক্ত ইমামদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে প্রায়ই জোরপূর্বক শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা এবং কর দেওয়ার প্রচলন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পশ্চিম তুরস্কের কাছে প্রাপ্ত প্রথম দারিয়ুসের

যে জ্ঞান তোমার মধ্যে আছে, সেই অনুসারে
নদীপারস্থ সব লোকের বিচার করার জন্য, যারা
তোমার আল্লাহ্‌র শরীয়ত জানে, এমন শাসনকর্তা
ও বিচারকর্তাদেরকে নিযুক্ত কর; এবং যে লোক
তা না জানে, তোমরা তাকে শিক্ষা দাও। ২৬ আর
যে কেউ তোমার আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও বাদশাহ্‌র
ব্যবস্থা পালন করতে অসম্মত, সযত্নে তার শাসন
করা হোক; তার প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, সম্পত্তি
বাজেয়াপ্ত কিংবা কারাদণ্ড হোক।”
২৭ আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদ ধন্য
হোন; কেননা তিনিই মাবুদের জেরুশালেমের গৃহ
গৌরবান্বিত করতে এই রকম প্রবৃত্তি বাদশাহ্‌র
অন্তঃকরণে দিলেন, ২৮ এবং বাদশাহ্‌, তাঁর মন্ত্রী
ও বাদশাহ্‌র সকল পরাক্রমী নেতার সাক্ষাতে
আমাকে অটল মহব্বত দেখালেন, আর আমার
উপরে আমার আল্লাহ্‌ মাবুদের হাত থাকায় আমি
সবল হলাম এবং আমার সঙ্গে যাবার জন্য
ইসরাইলের মধ্য থেকে প্রধান লোকদেরকে একত্র
করলাম।

ফিরে আসা পিতৃকুলপতিদের তালিকা

৮ ১ বাদশাহ্‌ আর্তা-জারেক্সের রাজত্বকালে
তাদের পিতৃকুলপতিরা আমার সঙ্গে

[৭:২৬] উজা ৬:১১।
[৭:২৭] ১খান্দান ২৯:১২।
[৭:২৮] ২বাদশা :২৮।
[৮:১] উজা ৭:৭।
[৮:৩] ১খান্দান ৩:২২।
[৮:৪] উজা ২:৬।
[৮:৬] উজা ২:১৫; নহি ৭:২০; ১০:১৬।

ব্যাবিলন থেকে প্রস্থান করলো, তাদের নাম ও
খান্দাননামা এই: ২ পীনহসের সন্তানদের মধ্যে
গের্শোম, ঈথামরের সন্তানদের মধ্যে দানিয়াল,
দাউদের সন্তানদের মধ্যে হটুশ। ৩ শখনিয়ের
সন্তানদের মধ্যে; পরোশের সন্তানদের মধ্যে
জাকারিয়া এবং বংশাবলিতে নির্দিষ্ট তার সঙ্গী
এক শত পঞ্চাশ জন পুরুষ। ৪ পহৎ-মোয়াবের
সন্তানদের মধ্যে সরহিয়ের পুত্র ইলীয়ৈনয় ও
তার সঙ্গী দুই শত পুরুষ। ৫ শখনিয়ের
সন্তানদের মধ্যে যহসীয়েলের পুত্র ও তার সঙ্গী
তিন শত পুরুষ। ৬ আদীনের সন্তানদের মধ্যে
যোনাথনের পুত্র এবদ ও তার সঙ্গী পঞ্চাশ জন
পুরুষ। ৭ এলমের সন্তানদের মধ্যে অথলিয়ের
পুত্র যিশায়াহ ও তার সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ।
৮ শফটিয়ের সন্তানদের মধ্যে মিকাইলের পুত্র
সবদিয় ও তার সঙ্গী আশি জন পুরুষ।
৯ যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র
ওবদিয় ও তার সঙ্গী দুই শত আঠার জন পুরুষ।
১০ শলোমীতের সন্তানদের মধ্যে যোষিফিয়ের
পুত্র ও তার সঙ্গী এক শত ষাট জন পুরুষ।
১১ আর বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র
জাকারিয়া ও তার সঙ্গী আঠাশ জন পুরুষ।

গ্যাবাটিস উৎকীর্ণলিপিতে পাওয়া যায় যে, এ্যাপোলো মন্দিরের ইমামদের কর দেওয়ার নিয়ম থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তৃতীয় এন্টিয়কাস একই রকম নিয়ম থেকে ইহুদীদের রেহাই দেন। “ইমামগণ, আল্লাহ্‌র গৃহের শিক্ষক এবং আল্লাহ্‌র গৃহের গায়করা ব্যক্তিগত কর, রাজকর এবং লবণ কর যা তারা পরিশোধ করত তা থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হল” (যোসেফাস, এন্টিকুইটিস, ১২.৩.৩)।

৭:২৬ যে কেউ পালন করতে অসম্মত … সযত্নে তার শাসন করা হোক। উযায়েরকে ইমামতির কাজের বাইরেও জোরালো এবং বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত দীর্ঘ যাত্রায় উযায়ের এই সব দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর উপস্থিতি এবং নহিমিয়ার উপস্থিতির ১৩ বছর পরের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রথম দারিয়ুস কর্তৃক উযায়েরকে যে কার্যভার দেওয়া হয়েছিল এর সঙ্গে উযায়েরের বাদশাহ্‌র দেওয়া এই কার্যভারের মিল রয়েছে, যিনি ইমাম এবং পণ্ডিত উঝাহোরেসনেতকে মিসরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তিনি মিসরের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা মিসরীয় আইনের সারাংশ রচনা করার জন্য নির্দেশ দেন। এই কাজটি ৫১৮ থেকে ৫০৩ খ্রী.পূ. পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৭:২৮ আল্লাহ্‌ মাবুদের হাত থাকায় আমি সবল হলাম। উযায়েরের জন্য প্রথম ব্যক্তির প্রথম ঘটনা – এটি ছিল উযায়েরের স্বরূপ শক্তির বৈশিষ্ট্য, এর শুরু হয়েছে ২৭ আয়াতে এবং চলমান ছিল ৯ অধ্যায় পর্যন্ত।

৮:১-২১ ব্যাবিলন থেকে যারা উযায়েরের সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন তাদের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় আলাদাভাবে ১৫ জন গোষ্ঠীপিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বংশধরদের সঙ্গে তাদের যে সকল লোক এসেছিল তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১,৪৯৬ জন। গোষ্ঠীপিতাদের বংশের লোকদের নামও আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত লোক উযায়েরের সঙ্গে ফিরে এসেছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েরাও ছিল (২১ আয়াত দেখুন এবং নোটও দেখুন)। মোট ৪০ জন লেবীয় (১৮-১৯ আয়াত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরা ছিল ২২০ জন খেদমতকারীর মত (আয়াত ২০)।

৮:২ গের্শোম। এই নামের অর্থের জন্য হিজরত ২:২২ নোট দেখুন।

ঈথামর। হারুনের চতুর্থ পুত্রের নামও ছিল ঈথামর (হিজ ৬:২৩)।

৮:৩ জাকারিয়া। তুলনা করুন ১১ আয়াত। এই নামের অর্থ “মাবুদ যাকে স্মরণ করেন”। কিতাবুল মোকাদ্দসে মোট ৩০ বার আলাদাভাবে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মের নবী জাকারিয়া এবং বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পিতা জাকারিয়ার নামও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (লূক ১:৫-৬৭ আয়াত দেখুন)।

৮:৪ ইলীহৈনয়। এই নামের অর্থ “আমার চোখ মাবুদের উপর।” এই নামের উল্লেখ এই আয়াতে এবং ১ খান্দান ২৬:৩ আয়াতে রয়েছে। তুলনা করুন জবুর ২৫:১৫ আয়াত।

৮:৬ এবদ। এটি হয়তো ওবদিয় নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ (তুলনা করুন ৯ আয়াত)। এই নামের অর্থ “মাবুদ প্রদানকারী”। পুরাতন নিয়মে ১৫ বার এই নামের উল্লেখ রয়েছে।

৮:৭ অথলিয়। যিশায়াহর পিতা। আহাবের কন্যা বিখ্যাত রাণীও নামও ছিল অথলিয়া (২ বাদশাহ্‌ ১১ অধ্যায় দেখুন)।

৮:৮ মিকাইল। এই নামের অর্থ “কে আল্লাহ্‌র মত?” শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার নাম সহ (দানি ১০:১৩; এহুদা ৯; প্রকাশিত কালাম ১২:৭) অপর দশ জন এই নামধারী ব্যক্তির উল্লেখ কিতাবুল মোকাদ্দসে রয়েছে।

৮:১০ শলোমীত। যদিও এটি নারীদের নামে (সোলায়মান ৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু পুরুষদেরও এই নাম ছিল

১২ অস্‌গদের সন্তানদের মধ্যে হকাটনের পুত্র
যোহানন ও তার সঙ্গী এক শত দশ জন পুরুষ।
১৩ অদোনীকামের শেষ সন্তানদের মধ্যে কয়েক
জন, তাদের নাম ইলীফেলট, যিয়ূয়েল ও শময়িয়
ও তাদের সঙ্গী ষাট জন পুরুষ। ১৪ বিগ্‌বয়ের
সন্তানদের মধ্যে উথয় ও সব্বূদ ও তাদের সঙ্গী
সত্তর জন পুরুষ।
১৫ আমি তাদেরকে অহবার দিকে প্রবাহিত
নদীর কাছে একত্র করেছিলাম; সেই স্থানে আমরা
শিবির স্থাপন করে তিন দিন রইলাম, আর
লোকদের ও ইমামদের প্রতি নিরীক্ষণ করলে
আমি সেই স্থানে লেবির সন্তানদের কাউকেও
দেখতে পেলাম না। ১৬ তখন আমি ইলীয়েষর,
অরীয়েল, শময়িয়, ইল্‌নাথন, যারিব, ইল্‌নাথন,
নাথন, জাকারিয়া ও মশুল্লম এসব প্রধান লোককে
এবং যোয়ারীব ও ইল্‌নাতন নামে দু'জন
শিক্ষককে ডাকতে পাঠালাম। ১৭ পরে কাসিফিয়া
নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর কাছে
তাদেরকে প্রেরণ করলাম; আর 'তোমরা
আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য পরিচারকদেরকে
আমাদের কাছে আন,' কাসিফিয়া স্থান প্রবাসী
ইদ্দোকে ও তার ভাই নথীনীয়দেরকে এই কথা
বলতে তাদেরকে হুকুম করলাম। ১৮ আমাদের
উপরে আমাদের আল্লাহ্‌র মঙ্গলময় হাত থাকায়
তারা আমাদের কাছে ইসরাইলের পুত্র লেবির
বংশজাত মহলির সন্তানদের মধ্যে এক জন
প্রাচীন, আর শেরেবিয় এবং তার পুত্র ও
ভাইয়েরা আঠার জনকে, ১৯ আর হশবিয়কে ও
তার সঙ্গে মরারির সন্তানদের মধ্যে যিশায়াহ্‌,
তার ভাইয়েরা ও পুত্রেরা সহ বিশ জনকে
আনলো; ২০ আর দাউদ ও কর্মকর্তারা, যাদেরকে
লেবীয়দের সেবা-কর্মের জন্য দিয়েছিলেন, সেই
নথীনীয়দের মধ্যে দুই শত বিশ জনকেও
আনলো; সেই সবের নাম লেখা হল।

নিরাপত্তার জন্য মুনাজাত ও রোজা

২১ পরে আমাদের জন্য এবং আমাদের বালক-
বালিকাদের ও সমস্ত সম্পত্তির জন্য সরল পথ
যাচ্ঞা করার অভিপ্রায়ে আমাদের আল্লাহ্‌র
সাক্ষাতে নিজেদেরকে বিনত করার জন্য আমি
সেই স্থানে অহবা নদীর কাছে রোজা ঘোষণা
করলাম। ২২ কারণ পথে দুশমনদের বিরুদ্ধে
আমাদের সাহায্য করবার জন্য বাদশাহ্‌র কাছে
এক দল সৈন্য কিংবা ঘোড়সওয়ার চাইতে
আমার লজ্জা বোধ হয়েছিল; বস্তুত আমরা
বাদশাহ্‌কে এই কথা বলেছিলাম, মঙ্গলের জন্য
যারা তাঁর খোঁজ করে তাদের সকলের সাথে
আছে, কিন্তু যারা তাঁকে ত্যাগ করে, তাঁর
পরাক্রম ও তাঁর গজব সেই সবের বিরুদ্ধে নেমে

[৮:১৩] উজা ২:১৩।
[৮:১৫] উজা ২:৪০।
[৮:১৭] উজা ২:৪৩।
[৮:১৮] উজা ৫:৫।
[৮:২০] ১খান্দান ৯:২।
[৮:২১] জবুর ৫:৮; ২৭:১১; ১০৭:৭।
[৮:২২] নহি ২:৯; ইয়ার ৪১:১৬।

(যেমন এই আয়াতে)। এই নামের গ্রীক সমার্থক শব্দ হল শালোমী।

৮:১২ অসগদ। ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

যোহানন। ২:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৫ অহবার দিকে বয়ে যাওয়া খাল। সম্ভবত এটি ফোরাতের দিকে অথবা টাইগ্রীসের দিকে বয়ে গেছে, যে স্থানটি ব্যাবিলন থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না (ইহিস্কেল ১:১ আয়াতে উল্লিখিত কবার নদীও একটি খাল, এই অংশের নোট দেখুন)।

তিন দিন। সম্ভবত নিশান মাসের ৯ তারিখ থেকে ১২ তারিখ। ১২ তারিখে যাত্রা শুরু হয়েছিল (৩১ আয়াত দেখুন)।

লেবির সন্তানদের কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঐ সময় তারা অনেক পার্থিব কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। নির্বাসনে থাকাকালীন সময় তারা আরাম আয়েশের মধ্যে জীবন যাপন করার অনেক উপায় খুঁজে পেয়েছিল। জবুর শরীফ ১৩৭ অধ্যায়ের উপর রব্বীয় ব্যাখ্যা লৌকিক উপাখ্যানের সাথে সম্পর্কিত। লেবীয়রা প্রত্যাবর্তনকারী দলের সাথে থাকলেও তারা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগ্য ছিল না। কারণ যখন বখতে-নাসার তাদেরকে তাঁর পক্ষে সিয়োন সঙ্গীত গাইতে বলেছিলেন তখন তারা তা গাইতে অস্বীকার করে এবং তারা তাদের আঙ্গুলের প্রান্তভাগ কামড়ে ছিড়ে ফেলেছিল, যেন তারা আর বীণা বাজাতে না পারে। হেলেনীয় যুগে (৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট পবিত্র দেশ জয় করার পরবর্তী সময়) লেবীয়দের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। যদিও মরু সাগরের গোটানো কিতাবের মধ্যে এবাদত গৃহের গোটানো কিতাবে পাওয়া যায় যে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৮:১৬ অরীয়েল। এই নামের অর্থ "আল্লাহ্‌র সিংহ" অথবা "কোরবানগাহের অগ্নিকুণ্ড" বা খুব সম্ভব "আল্লাহ্‌র নগর" (ইশা ২৯:১-২, ৭ আয়াতের নোট দেখুন)। ব্যক্তিগত নাম হিসেবে কিতাবুল মোকাদ্দসে কেবল মাত্র একবারই এই আয়াতে নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মশুল্লম। অনেকে মনে করেন এই মশুল্লম হল সেই মশুল্লম যে বিবাহ সংস্কারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল (১০:১৫ আয়াত দেখুন)।

৮:১৭ কাসিফিয়া। কেউ কেউ এর অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি পরবর্তী সময়ে ব্যাবিলনের উত্তরে টাইগ্রীস নদীর তীরে সিটেসিফোন এর রাজধানী পার্থিয়ান নামকরণ করা হয়।

৮:১৮-১৯ দুটি বংশ থেকে ৮০ জন লেবীয় পাওয়া গিয়েছিল যারা উযায়েরের সঙ্গে যাত্রা করেছিল।

৮:২০ মাবুদের গৃহের সেবাকারী। ২:৪৩-৫৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২১ নিরাপদ যাত্রা। সাহিত্যের ভাষায় "সরল পথ," অব্যাহত প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া (৩১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ৩:৬ আয়াত)।

সম্পত্তি। বিশাল পরিমাণ অস্থাবর সম্পত্তি তারা তাদের নিজেদের সাথে বহন করছিল যা দস্যুদের প্রলুব্ধ করার মত ছিল।

৮:২২ লজ্জাবোধ হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রায়ই অপবিত্রতার কারণে লজ্জাবোধ (ইয়ার ৪৮:১৩; ৪৯:২৩; মিকাহ্‌ ৩:৭) এবং এ সংক্রান্ত লজ্জাজনক ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, যেমন এখানে অপবিত্র লজ্জার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উযায়ের স্বয়ং এই ধরনের লজ্জার কারণে বিব্রত বোধ করেছিলেন (৯:৬ আয়াত দেখুন)। যারা তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেছিল তাদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র সামর্থ সম্পর্কে তার

বন্দিদশার পরের নবীগণ				
কোন্ নবী?	**কখন?**	**তৎকালীন সময়ের এই নেতাদের সেবা করেছিলেন**	**মূল বার্তা**	**গুরুত্ব**
হগয়	৫২০ খ্রী:পূ:	সরুব্বাবিল ইউসা	নেতাদের এবং লোকেদের এবাদতখানা পুনর্নির্মাণে উৎসাহ দিয়েছিলেন, যে বিষয়টিকে আল্লাহ্ দোয়া করেন এবং লোকেদের অসতর্ক এবাদতকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যে বিষয়কে আল্লাহ্ দোয়া করবেন না।	আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি অবাধ্যতা এবং যত্নহীন বাধ্যতা বিচারের দিকে নিয়ে যায়।
জাকারিয়া	৫২০ খ্রী:পূ:	সরুব্বাবিল ইউসা	আল্লাহ্‌র এবাদতখানা তৈরির জন্য তাঁর আদেশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ইসরাইল এবং এর আসন্ন বাদশাহ্-মসীহ্‌র মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে দোয়া করার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে আরেক স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন (৯:৯,১০)।	আজকের প্রচেষ্টায় উৎসাহের জন্য মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে আগামীকালের জন্য আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে। ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আজকে তাঁর জন্য বেঁচে থাকা।
মালাখি	৪৩০ খ্রী:পূ:	ইমামদেরকেই শুধুমাত্র নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে	আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ যারা তাঁকে ত্যাগ করে তাদের উপর বিচারদণ্ড আসে এবং যারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন-যাপন করে তাদের উপর তাঁর দোয়া নেমে আসে।	আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের মনোভাব এবং একে অন্যের প্রতি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতা আশা করেন।

আসে। ২৩ অতএব আমরা রোজা করলাম ও
আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে সেই বিষয়ের জন্য
মুনাজাত করলাম; তাতে তিনি আমাদের অনুরোধ
গ্রাহ্য করলেন।

এবাদখানার জন্য উপহার

২৪ পরে আমি ইমামদের মধ্যে বারো জন
প্রধানকে, অর্থাৎ শেরেবিয়, হশবিয় ও তাদের
সঙ্গে তাদের দশ জন ভাইকে পৃথক করলাম;
২৫ আর বাদশাহ্‌, তাঁর মন্ত্রিরা, নেতৃবর্গ ও
উপস্থিত সমস্ত ইসরাইল আমাদের আল্লাহ্‌র
গৃহের জন্য উপহার হিসেবে যে রূপা, সোনা ও
পাত্র দিয়েছিলেন ওদেরকে তা ওজন করে
দিলাম; ২৬ আমি ছয় শত পঞ্চাশ তালন্ত রূপা,
এক শত তালন্ত পরিমিত রূপার পাত্র, ২৭ এক
শত তালন্ত সোনা, এক হাজার অদকোন মূল্যের
বিশটি সোনার পাত্র এবং সোনার মত বহুমূল্য
উত্তম পরিষ্কৃত ব্রোঞ্জের দু'টি পাত্র ওজন করে
তাদের হাতে দিলাম। ২৮ আর তাদেরকে
বললাম, তোমরা মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র এবং
এই পাত্র সকলও পবিত্র এবং এই রূপা ও সোনা
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে
স্বেচ্ছা-দত্ত নৈবেদ্য। ২৯ অতএব তোমরা
জেরুশালেমে মাবুদের গৃহের কুঠরীতে প্রধান
ইমাম, লেবীয় ও ইসরাইলের পিতৃকুলপতিদের
কাছে যে পর্যন্ত তা ওজন করে না দেবে সেই
পর্যন্ত সতর্ক থেকে রক্ষা করবে। ৩০ পরে ইমাম
ও লেবীয়েরা জেরুশালেমে আমাদের আল্লাহ্‌র
গৃহে নিয়ে যাবার জন্য সেই ওজন করা রূপা,
সোনা ও পাত্র গ্রহণ করলো।

জেরুশালেমে ফিরে আসা

৩১ পরে প্রথম মাসের বারো দিনের দিন আমরা
জেরুশালেমে যাবার জন্য অহবা নদী থেকে
প্রস্থান করলাম, আর আমাদের উপরে আমাদের
আল্লাহ্‌র হাত ছিল, তিনি পথিমধ্যে শত্রু ও গুপ্ত
দস্যুদলের হাত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার
করলেন। ৩২ পরে আমরা জেরুশালেমে উপস্থিত
হয়ে সেই স্থানে তিন দিন অবস্থিতি করলাম।
৩৩ পরে চতুর্থ দিনে সেই রূপা, সোনা ও সমস্ত
পাত্র আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহে উরীয়ের পুত্র
মরেমোৎ ইমামের হাতে ওজন করে দেওয়া
গেল, আর তার সঙ্গে পীনহসের পুত্র ইলিয়াসর
এবং তাদের সঙ্গে যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ ও
বিন্নুয়ির পুত্র নোয়দিয়, এই দু'জন লেবীয় ছিল।
৩৪ সমস্ত দ্রব্য গণনা ও ওজন করে দেওয়া হল
এবং সেই সময়ে সমস্ত ওজনের পরিমাণ লেখা
হল।
৩৫ নির্বাসিত যে লোকেরা বন্দীদশা থেকে
ফিরে এসেছিল, তারা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী করলো; তারা সারা
ইসরাইলের জন্য বারোটি ষাঁড়, ছিয়ানব্বইটি
ভেড়া, সাতাত্তরটি ভেড়ার বাচ্চা ও গুনাহ্‌-
কোরবানীর জন্য বারোটি ছাগল, এসব মাবুদের
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে দেওয়া
হল। ৩৬ পরে রাজ প্রতিনিধি প্রদেশপালদের
কাছে ও নদী-পারস্থ শাসনকর্তাদের কাছে
বাদশাহ্‌র হুকুম-পত্র পৌঁছে দেওয়া হল, আর
তারা লোকদের এবং আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য
সাহায্য করলেন।

ইহুদীদের অপরাধ ও মন পরিবর্তন

৯ ১ সেই কাজের সমাপ্তির পর কর্মকর্তারা
আমার কাছে এসে বললেন, ইসরাইল
লোকেরা, ইমামেরা ও লেবীয়েরা নানা দেশ-

[৮:২৩] ২খান্দান ২০:৩; প্রেরিত ১৪:২৩।
[৮:২৪] আয়াত ১৮।
[৮:২৫] আয়াত ৩৩।
[৮:২৮] লেবীয় ২১:৬; ২২:২-৩।
[৮:৩১] উজা ৫:৫।
[৮:৩২] পয়দা ৪০:১৩।
[৮:৩৩] নহি ৩:৪, ২১।
[৮:৩৫] লেবীয় ১:৩।
[৮:৩৬] উজা ৭:২১-২৪।
[৯:১] হিজ ১৩:৫; ২৩:২৮; দ্বি:বি ২০:১৭; ইউসা ৩:১০; কাজী ৩:৫; ১বাদশা ৯:২০; ২খান্দান ৮:৭; নহি ৯:৮।

বিশ্বাসকে তিনি ঘোষণা দিলেন, তিনি তাঁর সহযাত্রীদের রক্ষার জন্য সাহায্য চাইতে লজ্জাবোধ করলেন। ব্যাবিলন এবং পবিত্র দেশের মধ্যে বিশাল দূরত্ব ছিল এবং এই সুদূর যাত্রা পথে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৩ বছরের কিছু পরে নহিমিয়া সশস্ত্র সৈন্য দলের সঙ্গী হয়েছিলেন। তবে এই পার্থক্যের অর্থ এই নয় যে, নহিমিয়া দুর্বল ঈমানের মানুষ ছিলেন (নহিমিয়া ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:২৩ রোজা এবং মুনাজাত। রোজা এবং মুনাজাতের জন্য তারা একত্রিত হলেন (২ শামু ১২:১৬; নহি ১:৪; দানি ৯:৩; মথি ১৭:২১; প্রেরিত ১৪:২৩)।

৮:২৬ ৬৫০ তালন্ত ... ১০০ তালন্ত। বিশাল অঙ্ক। বর্তমানে এর মূল্য কয়েক কোটি টাকা। ৭:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৭ পাত্র। এই শব্দটি কেবল মাত্র ২:৬৯; ১ খান্দান ২৯:৭; নহি ৭:৭০ আয়াতে উল্লেখ আছে।

পলিশ করা। এই ধরনের ব্রোঞ্জে উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের তামার খাদ মেশানো থাকে (হিব্রু ভাষায় লেবীয় ১৩:৩০, ৩২, ৩৬ আয়াতে উল্লিখিত "হলুদ" এখানে হিব্রু ভাষাতেই "পলিশ করা" শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা ছিল সোনার সদৃশ এবং প্রাচীন কালে এর অত্যন্ত উচ্চ মূল্য ছিল।

৮:৩১ বারো দিনের দিন। ১৫ আয়াত; ৭:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩২ তিন দিন সেখানে বিশ্রাম নিলাম। একই ভাবে নহিমিয়াও জেরুশালেমে ফিরে আসার পর একই ভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন (নহিমিয়া ২:১১)।

৮:৩৩ উরিয়ার ছেলে মরেমোত। সম্ভবত ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি জেরুশালেমের প্রাচীরের দুটি অংশ মেরামত করেছিলেন (নহি ৩:৪, ২১ আয়াত দেখুন)।

৮:৩৪ লিখে রাখা হল। ব্যাবিলনীয়দের রীতি অনুযায়ী (উদাহরণস্বরূপ হামুরাব্বি দেখতে পারেন)। প্রায় প্রতিটি কার্য পরিচালনায় বিক্রয় এবং বিবাহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, এই সব কিছুর লিখিত বিবরণ ছিল। সম্ভবত উযায়েরকে আর্টাজারেক্সেসের কাছে পাঠানো হয়েছিল যাতে তিনি অর্থ প্রদানের জন্য লিখিত অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর নিতে পারেন।

৮:৩৫ পোড়ানো কোরবানী। পুরুষ ছাগলের সংখ্যা ব্যতীত। এখানে কোরবানীর জন্য যে পশুর সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সরুব্বাবিলের অধীনে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের দেওয়া কোরবানীর পশুর সংখ্যার চেয়ে অনেক কম (৬:৭), যিনি তাঁর সঙ্গে আরও অধিক সংখ্যক পরিবারকে নিয়ে এসেছিলেন।

৯:১ সেই কাজের সমাপ্তির পর ... নিজেদেরকে পৃথক করে নি।

নিবাসী জাতিদের থেকে নিজদেরকে পৃথক করে
নি; কেনানীয়, হিট্টিয়, পরিষীয়, যিবূষীয়
অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিসরীয় ও আমোরীয়
লোকদের মত জঘন্য কাজ করছে। ২ বস্তুত তারা
নিজেদের জন্য ও নিজের নিজের পুত্রদের জন্য
তাদের কন্যাদের গ্রহণ করেছে; এভাবে পবিত্র
বংশ নানা দেশ-নিবাসী জাতিদের সঙ্গে মিশ্রিত
হয়েছে; এবং কর্মকর্তারা ও শাসনকর্তারাই প্রথমে
এই বিশ্বাস ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ৩ এই কথা
শুনে আমি আমার কাপড় ও পরিচ্ছদ ছিঁড়ে এবং
আমার মাথার চুল ও দাড়ি ছিঁড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে
রইলাম। ৪ তখন বন্দীদশা থেকে আগত
লোকদের বিশ্বাস ভঙ্গ বিষয়ে যারা ইসরাইলের

[৯:২] হিজ ২২:৩১; লেবীয় ২৭:৩০; দ্বিঃবি ১৪:২। [৯:৩] হিজ ৩২:১৯; ৩৩:৪। [৯:৪] উজা ১০:৩; জবুর ১১৯:১২০; ইশা ৬৬:২, ৫। [৯:৫] নহি ৮:৬; জবুর ২৮:২; ১৩৪:২। [৯:৬] ২খান্দান ২৮:৯; আইউ ৪২:৬; জবুর ৩৮:৪; ইশা ৫৯:১২; ইয়ার

আল্লাহ্‌র কালামের ভয়ে কাঁপতে লাগল, তারা
আমার কাছে একত্র হল এবং আমি সন্ধ্যাকালীন
কোরবানীর সময় পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে
রইলাম।

হযরত উযায়েরের মুনাজাত

৫ পরে সন্ধ্যাকালীন কোরবানীর সময়ে আমি
মনোদুঃখ থেকে উঠলাম এবং ছেঁড়া কাপড় ও
পরিচ্ছদ না খুলে হাঁটু পেতে আমার আল্লাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে দু'হাত তুললাম; ৬ আর বললাম
হে আমার আল্লাহ্‌, আমি তোমার দিকে মুখ
তুলতে লজ্জিত ও বিষণ্ন হচ্ছি, কেননা হে আমার
আল্লাহ্‌, আমাদের অপরাধ আমাদের মাথার
উপরে উঠেছে ও আমাদের দোষ বৃদ্ধি পেয়ে

উযায়ের পঞ্চম মাসে জেরুশালেমে এসে পৌঁছেছিলেন (৭:৯)। আন্তঃবিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে কাজ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল নবম মাসে (১০:৯), অর্থাৎ তাঁর আগমনের পর চতুর্থ মাসে। যারা এই সমস্যাটির প্রতি উযায়েরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তারা প্রধান নেতৃবর্গ ছিলেন না, বরং সমাজের সাধারণ স্তরের জনপ্রতিনিধি ছিলেন, কারণ প্রধান নেতৃবর্গ নিজেরাই এই দোষে দোষী ছিলেন (আয়াত ২)। উযায়েরের প্রায় সমসাময়িক পরিচর্যা কাজ শুরু করা নবী মালাখি বলেছেন যে, কোন কোন ইহুদী পরজাতীয় দেবতাদের অনুসারী মেয়েদেরকে বিয়ে করার জন্য তাদের স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করছে (মালাখি ২:১০-১৬)। সম্ভবত এই মেয়েরা ছিল পরজাতীয়দের মধ্যকার প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের কন্যা। এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় বিবাহের একটি কারণ হতে পারে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা ইহুদীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যার স্বল্পতা। আন্তঃধর্মীয় বিবাহকে গুরুত্বের চোখে না দেখার কারণে ইহুদী জনসমাজে কী ঘটতে পারে তার একটি বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মিসরে এলিফ্যান্টাইন জনবসতি, যা উযায়ের এবং নহিমিয়ার সমসাময়িক। সেখানে যে সমস্ত ইহুদীরা পরজাতীয় নারী বা পুরুষকে বিয়ে করেছিল তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদতের পাশাপাশি পৌত্তলিক দেবতাদেরও পূজা করত। এলিফ্যান্টাইন সমাজ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় এবং অবশেষে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

নানা দেশ-নিবাসী জাতি। এখানে আটটি জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ইসরাইল কর্তৃক কেনান দেশ বিজয়ের আগে এখানকার আদি অধিবাসী ছিল (হিজ ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। কেবলমাত্র অম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও মিসরীয় জাতি বন্দীদশার পরবর্তী সময়েও সেখানে বসবাস করত (২ খান্দান ৮:৭-৮ আয়াত দেখুন)।

কেনানীয়। পয়দা ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

হিট্টীয়। পয়দা ১০:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

পরিষীয়। পয়দা ১৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

যিবূষীয়। পয়দা ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

অম্মোনীয়, মোয়াবীয়। পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

আমোরীয়। পয়দা ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২ পবিত্র বংশ। ইশা ৬:১৩ আয়াতে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে "পবিত্র বংশধর" অনুবাদ করা হয়েছে।

প্রথমে ... প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভুল পথে সাধারণ মানুষদেরকে পরিচালিত করেছেন (১০:১৮ দেখুন)।

বিশ্বাস ভঙ্গে। ১০:৬; ইউসা ২২:১৬; দানি ৯:৭ আয়াত দেখুন। যারা মাবুদের মনোনীত জাতির মানুষ নয় তাদেরকে বিয়ে করা ছিল ইসরাইল জাতির লোকদের জন্য অত্যন্ত গর্হিত ও গুনাহ্‌র কাজ (দ্বি.বি. ৭:১-৬; ১ করি ৭:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৩ আমি আমার কাপড় ও পরিচ্ছদ ছিঁড়লাম। শোক বা দুর্দশা প্রকাশ করার সাধারণ একটি প্রকাশভঙ্গি (আয়াত ৫; পয়দা ৩৭:২৯,৩৪; ইউসা ৭:৬; কাজী ১১:৩৫; ২ শামু ১৩:১৯; ২ খান্দান ৩৪:২৭; ইষ্টের ৪:১; আইউব ১:২০; ইশা ৩৬:২২; ইয়ার ৪১:৫; মথি ২৬:৬৫ আয়াত দেখুন)। আমার মাথার চুল ও দাড়ি ছিঁড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। এই ঘটনা কিতাবুল মোকাদ্দসের আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানে আমরা দেখি শোক প্রকাশের জন্য মাথার চুল ও মুখের দাড়ি কামিয়ে ফেলা হয় (আইউব ১:২০; ইয়ার ৪১:৫; ৪৭:৫; ইহি ৭:১৮; আমোস ৮:১০)। যখন নহিমিয়া আন্তঃধর্মীয় বিবাহ নিয়ে ঠিক এই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সময় তিনি নিজের চুল না ছিঁড়ে তাঁর বিপক্ষদের মধ্যে কারও কারও চুল উৎপাটন করেছিলেন (নহি ১৩:২৫)।

৯:৪ যারা ... ভয়ে কাঁপতে লাগল। হিজ ১৯:১৬; ইশা ৬৬:২; ইব ১২:২১ দেখুন।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। আয়াত ৩ দেখুন; দানি ৪:১৯; ৮:২৭ আয়াতও দেখুন।

সন্ধ্যাকালীন কোরবানী। হিজ ১২:৬। সম্ভবত যারা এই খবর দিতে এসেছিল তারা সকালে উযায়েরের সাথে দেখা করতে এসেছিল, সে কারণে সম্ভবত তিনি বেশ কয়েক ঘণ্টা এভাবে স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলেন। সন্ধ্যাকালীন মুনাজাতের সময় ছিল সাধারণত দুপুর তিনটা এবং সেটি ছিল মুনাজাত ও দোষ স্বীকারের নির্ধারিত সময় (প্রেরিত ৩:১)।

৯:৫ মনোদুঃখ। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ হচ্ছে "রোজা"। লেবীয় ১৬:২৯,৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

হাঁটু পেতে। এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ৮:৫৪; জবুর ৯৫:৬; দানি ৬:১০ আয়াত।

মাবুদের উদ্দেশে দু'হাত তুললাম। হিজ ৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৬ লজ্জিত ও বিষণ্ন। ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন; লূক ১৮:১৩ আয়াত দেখুন। উযায়ের একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র কাছে অন্তরে লজ্জাবোধ করছিলেন, তেমনি বাইরের লোকদের কাছে তাঁর নিজ গুনাহ্‌ ও লোকদের গুনাহ্‌র জন্য হীনমন্যতা বোধ করছিলেন। অনেক সময় এই দুটি হিব্রু শব্দ একসাথে ব্যবহৃত হয়; জবুর ৩৫:৪; ইশা ৪৫:১৬; ইয়ার ৩১:১৯

আসমান ছুঁয়েছে।
৭ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মহাদোষে দোষী; আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের, আমাদের বাদশাহ্‌দের ও আমাদের ইমামদেরকে নানা দেশীয় বাদশাহ্‌দের হাতে, তলোয়ারে, বন্দীদশায়, লুণ্ঠনে ও চরম অপমানের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে, যা আজও দেখা যাচ্ছে।
৮ আর এখন আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে ক্ষণকালের জন্য আমাদের কৃপালাভ হল যেন তিনি কতকগুলো অবশিষ্ট লোককে রক্ষা করেন, তাঁর পবিত্র স্থানে আমাদেরকে একটু আশ্রয় দেন, আমাদের আল্লাহ্‌ যেন আমাদের চোখ আলোতে পূর্ণ করেন ও গোলামীত্বের অবস্থায় একটু শান্তি দেন।
৯ কারণ আমরা গোলাম, তবুও আমাদের আল্লাহ্‌ আমাদের গোলামীত্বের আমাদেরকে ত্যাগ করেন নি, কিন্তু আমাদের প্রাণের শান্তির জন্য, আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহ স্থাপন ও তার ভাঙ্গা স্থান মেরামত করার এবং এহুদায় ও জেরুশালেমে আমাদেরকে একটি প্রাচীর দেবার জন্য তিনি পারস্য-বাদশাহ্‌দের দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি অটল মহব্বত প্রকাশ করলেন।
১০ এখন, হে আমাদের আল্লাহ্‌, এর পরে আমরা কি বলবো? কেননা আমরা তোমার সমস্ত হুকুম ত্যাগ করেছি,
১১ যা তুমি তোমার গোলাম নবীদের দ্বারা দিয়েছিলে ও বলেছিলে, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছে, তা দেশবাসী লোকদের নাপাকীতার দরুন নাপাক হয়েছে; তাদের ঘৃণার সমস্ত কাজের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়েছে।
১২ অতএব তোমরা তাদের পুত্রদের সঙ্গে তোমাদের কন্যাদের বিয়ে দিও না ও তোমাদের পুত্রদের জন্য তাদের কন্যাদেরকে গ্রহণ করো না এবং তাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনও চেষ্টা করো না; যেন তোমরা বলবান হও, যেন দেশের উত্তম দ্রব্য ভোগ করতে ও চিরকালের জন্য নিজের সন্তানদের জন্য অধিকারস্বরূপ তা রেখে যেতে পার।
১৩ কিন্তু আমাদের সকল দুষ্কর্ম ও মহাদোষের দরুন আমাদের প্রতি এ সব ঘটেছে; তবুও, হে আমাদের আল্লাহ্‌, তুমি আমাদের অপরাধের দণ্ড লঘু করেছ, এছাড়া, আমাদের কতগুলো লোককে রক্ষা পেতে দিয়েছ;
১৪ এই সকলের পরেও আমরা কি পুনর্বার তোমার হুকুম লঙ্ঘন করে ঘৃণার কাজে লিপ্ত এই জাতিদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবো? করলে তুমি কি আমাদের প্রতি এমন ক্রোধ করবে না যে, আমরা বিলুপ্ত হব, আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট

৩:২৫; ১৪:২০; প্রকা ১৮:৫।
[৯:৭] ২খান্দান ২৯:৬।
[৯:৮] হেদা ১২:১১; ইশা ২২:২৩।
[৯:৯] জবুর ৬৯:৩৫; ইশা ৪৩:১; ৪৪:২৬; ৪৮:২০; ৫২:৯; ৬৩:৯; ইয়ার ৩২:৪৪; জাকা ১:১৬-১৭।
[৯:১০] দ্বি:বি ১১:৮; ইশা ১:১৯-২০।
[৯:১১] দ্বি:বি ৪:৫।
[৯:১২] জবুর ১০৩:১৭; ইহি ৩৭:২৫; যেয়েল ৩:২০।
[৯:১৩] আইউ ১১:৬; ১৫:৫; ২২:৫; ৩৩:২৭; জবুর ১০৩:১০।
[৯:১৪] নহি ১৩:২৭।
[৯:১৪] দ্বি:বি ৯:১৪।

("লজ্জিত ও বিষণ্ন")।
আমাদের অপরাধ ... আমাদের দোষ। আয়াত ৭,১৩,১৫; ১০:১০,১৯; ১ খান্দান ২১:৩; ২ খান্দান ২৪:১৮; জবুর ৩৮:৪ আয়াত দেখুন।
আসমান ছুঁয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত আমাদের দোষের চেয়েও অনেকগুণ বেশি (জবুর ১০৩:১১-১২)।
৯:৭ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে। ইসরাইলীয়রা তাদের পূর্বপুরুষদের গুনাহ্‌ ও তার দায়ভার সম্পর্কে সচেতন ছিল।
তলোয়ার। নহি ৪:১৩ আয়াত দেখুন। ইহি ২১ অধ্যায়ে "ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র তলোয়ার" (২১:১৯) বলতে আল্লাহ্‌র বেহেশতী বিচারের হাতিয়ার বোঝানো হয়েছে।
চরম অপমান। দানি ৯:৭-৮; ২ খান্দান ৩২:২১ আয়াত দেখুন।
৯:৮ অবশিষ্ট লোক। পয়দা ৪৫:৭; ইশা ১:৯; ১০:২০-২২; রোমীয় ১১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।
আশ্রয়। আক্ষরিক অর্থে এখানে "পেরেক" বা "গোঁজ" বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যেভাবে দেয়ালে পেরেক ঠোকা হয় (ইশা ২২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) বা মাটিতে তাঁবুর গোঁজ গাড়া হয় সেভাবে দৃঢ় অবস্থান দানের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে (ইশা ৩৩:২০; ৫৪:২)।
আমাদের চোখ আলোতে পূর্ণ করেন। আলোতে পরিপূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে জীবনের চাঞ্চল্য ও আনন্দ বৃদ্ধি পাওয়া (জবুর ১৩:৩; ১৯:৮; হেদায়েত ৮:১ দেখুন; এর সাথে জবুর ৬:৭; ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।
৯:৯ পারস্য-বাদশাহ্‌দের। আখ্যামেনিড পারস্যের বাদশাহ্‌গণ ইহুদীদের প্রতি বেশ সদয় ভাবাপন্ন ছিলেন; মহান সাইরাস (৫৫৯-৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ইহুদীদেরকে বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দিয়েছিলেন (১:১ আয়াতের নোট দেখুন); তাঁর পুত্র ক্যাম্বিসেস (৫৩০-৫২২) এর নাম কিতাবুল মোকাদ্দসে পাওয়া না গেলেও এলিফ্যান্টাইন প্যাপিরি থেকে জানা যায় যে, তিনি ইহুদীদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল ছিলেন। বাদশাহ্‌ প্রথম দারিয়ুস (৫২২-৪৮৬) সাইরাসের আদেশ পুনর্বহাল করেন (অধ্যায় ৬)। তাঁর পুত্র জারেক্সেস (৪৮৬-৮৬৫) ইহুদীদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা দেন (ইষ্টের ৮-১০ অধ্যায়)। তাঁর পুত্র প্রথম আর্টাজারেক্সেস (৪৬৫ -৪২৪) উযায়ের (অধ্যায় ৭) এবং নহিমিয়াকে (নহি ২ অধ্যায়) বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা শাসক হিসেবে নিয়োগ দেন।
ভাঙ্গা স্থান মেরামত করার। নবী ইশাইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মাবুদ জেরুশালেমের ধ্বংসস্তূপ আবার গড়ে তুলবেন (ইশা ৪৪:২৬), যা আবারও প্রশংসা গজলে পরিপূর্ণ স্থান হয়ে উঠবে (ইশা ৫২:৯; ৫৮:১২; ৬১:৪)।
একটি প্রাচীর। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ নগরীর দেয়াল বোঝাতে শুধুমাত্র মিকাহ্‌ ৭:১১ আয়াতে পাওয়া যায়। এখানে শব্দটি মূলত প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (জাকা ২:৪-৫)।
৯:১১-১২ এখানে পুরাতন নিয়মের একটিমাত্র অংশের নয়, বরং বেশ কয়েকটি অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যেমন দ্বি.বি. ১১:৮-৯; ইশা ১:১৯; ইহি ৩৭:২৫।
৯:১১ তোমার গোলাম নবী। ইয়ার ৭:২৫; জাকা ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। তাদের অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়েছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে কেনানীয়দের প্রতিমা পূজা এবং অন্যান্য অনৈতিক কাজ (লেবীয় ১৮:৩; ২ খান্দান ২৯:৫; মাতম ১:১৭; ইহি ৭:২০; ৩৬:১৭)। প্রাচীন ইউগারিট লিপি থেকে কেনানীয়দের অনৈতিক ধর্মীয় আচার বিধি ও বিশ্বাসের বিষয়ে

বা রক্ষাপ্রাপ্ত কেউ থাকবে না? ১৫ হে মাবুদ
ইসরাইলের আল্লাহ্, তুমি ধর্মময়, কেননা আমরা
রক্ষিত হয়ে আজ পর্যন্ত কয়েক জন লোক
অবশিষ্ট রয়েছি; দেখ, আমরা তোমার গণনায়
দোষী, তাই তোমার সাক্ষাতে আমাদের কেউই
দাঁড়াতে পারে না।

ইহুদীদের গুনাহ্ স্বীকার

১০ ১ আল্লাহ্‌র গৃহের সম্মুখে উযায়েরের
এই রকম মুনাজাত, গুনাহ্ স্বীকার,
কান্নাকাটি ও সেজ্‌দা করার সময় ইসরাইল থেকে
আবালবৃদ্ধবনিতা অনেক বড় সমাজ তাঁর কাছে
একত্র হয়েছিল, বস্তুত লোকেরাও ভীষণভাবে
কাঁদছিল। ২ তখন ইলাম-সন্তানদের মধ্যে
যিহীয়েলের পুত্র শখনিয় উযায়েরকে জবাবে
বললো, আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে
বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি ও দেশ-নিবাসী লোকদের
মধ্য থেকে বিজাতীয় কন্যাদেরকে বিয়ে করেছি;
তবুও এই বিষয়ে ইসরাইলের পক্ষে এখনও
প্রত্যাশা আছে। ৩ অতএব আসুন, আমার প্রভুর
মন্ত্রণানুসারে ও যারা আমাদের আল্লাহ্‌র হুকুমকে
ভয় করে তাদের মন্ত্রণানুসারে সেসব স্ত্রী ও
তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে ত্যাগ করতে
আমরা এখন আমাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিয়ম
করি; আর তা শরীয়ত অনুসারে করা যাক।
৪ আপনি উঠুন, কেননা এই কাজের ভার আপন-
ারই উপরে রয়েছে এবং আমরাও আপনার সঙ্গে
আছি, আপনি সাহসপূর্বক কাজ করুন। ৫ তখন
উযায়ের উঠে ঐ কথা অনুসারে কাজ করতে
ইমাম, লেবীয় ও সমস্ত ইসরাইলের প্রধান
লোকদেরকে শপথ করালেন, তাতে তারা শপথ
করলো।

বিজাতীয় স্ত্রী ও সন্তানদের পরিত্যাগ

৬ পরে উযায়ের আল্লাহ্‌র গৃহের সম্মুখ থেকে
উঠে ইলিয়াশীবের পুত্র যিহোহাননের কক্ষে
প্রবেশ করলেন, কিন্তু সেখানে যাবার আগে কিছু
রুটি ভোজন বা পানি পান করেন নি, কেননা
বন্দীদশা থেকে আগত লোকদের বিশ্বাস ভঙ্গের
কারণে তিনি শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন। ৭ পরে
এহুদা ও জেরুশালেমের সর্বত্র বন্দীদশা থেকে
আগত লোকদের কাছে ঘোষণা করা হল যে,
তারা যেন জেরুশালেমে একত্র হয়, ৮ আর যে
কেউ নেতা ও প্রাচীনদের নির্দেশ অনুসারে তিন
দিনের মধ্যে না আসবে, তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত
হবে ও বন্দীদশা থেকে আগত লোকদের সমাজ

[৯:১৫] পয়দা ১৮:২৫; ২খান্দান ১২:৬; নহি ৯:৮; জবুর ৫১:৪; ১২৯:৪; ১৪৫:১৭; ইশা ২৪:১৬; ইয়ার ১২:১; ২৩:৬; ৩৩:১৬; মাতম ১:১৮; দানি ৯:৭; সফ ৩:৫।
[১০:১] ২খান্দান ২০:৯; দানি ৯:২০।
[১০:২] দ্বি:বি ৩০:৮-১০।
[১০:৩] ২বাদশা ১১:১৭।
[১০:৫] নহি ৫:১২; ১৩:২৫।
[১০:৬] হিজ ৩৪:২৮; দ্বি:বি ৯:১৮; জবুর ১০২:৪; ইউ ৩:৭।

জানা যায়।

৯:১৪ তুমি কি ... ক্রোধ করবে না। ইসরাইলীয়রা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করেছিল বলে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র ক্রোধ নেমে এসেছিল (দ্বি.বি. ৭:৪; ১১:১৬-১৭; ২৯:২৬-২৮; ইউসা ২৩:১৬; কাজী ২:২০)।

৯:১৫ তুমি ধর্মময়। জবুর ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

আমরা তোমার গণনায় দোষী। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারি তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আসলে আমরা নিজেরা কতটা অযোগ্য ও অপরাধী। ইশা ৬:১-৫; লূক ৫:৮ আয়াত দেখুন। জাতিগত বিলাপ ও মাতম সম্বলিত এ ধরনের অন্যান্য অংশ দেখুন: জবুর শরীফ ৪৪; ৬০; ৭৪; ৭৯-৮০; ৮৩; ৮৫; ৯০; ১০৮; ১২৬; ১২৯; ১৩৭ অধ্যায়।

১০:১ কান্নাকাটি। নীরব কান্না নয়, উচ্চস্বরে কাঁদা (৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; নহি ১:৪; যোয়েল ২:১২)।

সেজ্‌দা করার সময়। এর আক্ষরিক হিব্রু শব্দের অর্থ নিজেকে মাটিতে আছড়ে ফেলা। নবীরা অনেক সময় লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক কাজ করতেন (ইশা ৭:৩; ৮:১-৪,১৮; ইয়ার ১৩:১-১১; ১৯; ২৭:২-১২; ইহি ৪:১–৫:৪)।

১০:২ উযায়ের ছিলেন একজন জ্ঞানী শিক্ষক, যিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে সময় দিতেন যেন তারা নিজেরাই তাঁর বক্তব্য থেকে শিক্ষার নির্যাসটুকু বের করে নিতে পারে।

শখনিয়। সম্ভবত তার পিতা যিহীয়েলই হচ্ছেন ২৬ আয়াতে উল্লিখিত যিহীয়েল, যেহেতু তিনিও ইলাম গোষ্ঠীর একজন ছিলেন। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে শখনিয়ের পিতা একজন অ-ইহুদী নারীকে বিয়ে করার কারণে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। ইলাম গোষ্ঠীর ছয় জন পুরুষ পরজাতীয় নারীদেরকে বিয়ে করেছিলেন (আয়াত ২৬)।

১০:৩ সেসব স্ত্রী ও তাদের গর্ভজাত সন্তান। বিয়ে ভেঙ্গে গেলে মায়েরাই তাদের সন্তানদের পেত। যখন হাজেরাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, সে সময় ইসমাইলকেও তার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হল (পয়দা ২১:১৪)। হাম্মুরাবি কোড থেকে জানা যায়, ব্যাবিলনে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর নারীরা তাদের সন্তানদের রাখতে পেত এবং তারা বড় না হওয়া পর্যন্ত তারা আবার বিয়ে করতে পারত না। তবে গ্রীসে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সন্তানদের রাখার অধিকার ছিল পিতার।

১০:৪ আপনি উঠুন। এর সাথে তুলনা করুন বাদশাহ্ দাউদের উৎসাহ দান (১ খান্দান ২২:১৬)।

১০:৬ কক্ষ। বায়তুল মোকাদ্দসের এ ধরনের কক্ষ সাধারণত ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হত (৮:২৯; নহি ১৩:৪-৫)। রুটি ভোজন বা পানি পান করেন নি। খাবারের পাশাপাশি পানিও পান না করার মত সম্পূর্ণ রোজা রাখা বেশ বিরল ঘটনা ছিল। মূসা দুই বার এভাবে রোজা রেখেছিলেন (হিজ ৩৪:২৮; দ্বি.বি. ৯:১৮) এবং নিনেভের লোকেরাও এভাবে রোজা রেখেছিল (ইউনুস ৩:৭)। সাধারণত রোজা রাখা বলতে শুধুমাত্র খাবার না খাওয়াকে বোঝাতো (১ শামু ১:৭; ২ শামু ৩:৩৫)।

শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন। এর হিব্রু প্রতিশব্দ দ্বারা বোঝায় আসন্ন বিচারস্বরূপ শাস্তির আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করা (হিজ ৩৩:৪; শুমারী ১৪:৩৯)।

১০:৭-৮ উযায়ের যখন রোজা রেখেছিলেন ও মুনাজাত করছিলেন, সে সময় সমস্ত কর্মকর্তাগণ ও প্রাচীনবর্গ জেরুশালেমে জড়ো হওয়া বন্দীদশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সমস্ত লোকদেরকে সমবেত করেছিলেন। যদিও উযায়েরকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (৭:২৫-২৬), কিন্তু তিনি নিজ এখতিয়ারে অন্যদেরকে তাঁর ক্ষমতার অংশবিশেষ বণ্টন করেছিলেন।

১০:৮ তিন দিনের মধ্যে। যেহেতু এহুদা রাজ্যের আওতাধীন

থেকে তাকে পৃথক করা যাবে।
৯ পরে এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীনের সমস্ত পুরুষ
তিন দিনের মধ্যে জেরুশালেমে একত্র হল;
সেদিন নবম মাসের বিশতম দিন। ১০ আর
সকলে আল্লাহ্‌র গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বসে সেই
বিষয়ের জন্য ও ভারী বৃষ্টির দরুন কাঁপছিল।
পরে উযায়ের ইমাম উঠে তাদেরকে বললেন,
তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ, বিজাতীয়
কন্যাদেরকে বিয়ে করে ইসরাইলের দোষ বৃদ্ধি
করেছ। ১১ অতএব এখন তোমাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে দোষ স্বীকার
কর ও তাঁর তুষ্টিকর কাজ কর এবং দেশ-নিবাসী
লোকদের ও বিজাতীয় স্ত্রীদের থেকে নিজেদেরকে
পৃথক কর। ১২ তখন সমস্ত সমাজ উচ্চঃস্বরে
জবাবে বললো, হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন,
আমাদেরকে তেমনি করতেই হবে। ১৩ কিন্তু
লোক অনেক এবং ভারী বর্ষার সময়, বাইরে
দাঁড়িয়ে থাকতে আমাদের শক্তি নেই; এবং এই
এক দিনের কিংবা দুই দিনের কাজ নয়, যেহেতু
আমরা এই বিষয়ে মহা অপরাধ করেছি।
১৪ অতএব সমস্ত সমাজের পক্ষে আমাদের
কর্মকর্তা নিযুক্ত হোন এবং আমাদের নগরে নগরে
যারা বিজাতীয় কন্যাদেরকে বিয়ে করেছে, তারা
এবং তাদের সঙ্গে প্রত্যেক নগরের প্রাচীন নেতৃ
বর্গরা ও বিচারকর্তারা যার যার নিরূপিত সময়ে
আসুক; তাতে এই বিষয়ে আমাদের আল্লাহ্‌র
প্রচণ্ড ক্রোধ আমাদের থেকে নিবৃত্ত হবে। ১৫ এই
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র
যোনাথন ও তিক্‌বের পুত্র যহসিয় উঠলো এবং
মশুল্লম ও লেবীয় শব্বথয় তাদের সাহায্য
করলো।
১৬ আর বন্দীদশা থেকে আগত লোকেরা ঐ
রূপ করলো। আর উযায়ের ইমাম এবং নিজের
নিজের পিতৃকুল অনুসারে ও প্রত্যেকের নাম
অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েক জন কুলপতি নিযুক্ত হয়ে
দশম মাসের প্রথম দিনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান
করতে বসলেন। ১৭ প্রথম মাসের প্রথম দিনে
তাঁরা বিজাতীয় কন্যা-গ্রহণকারী পুরুষদের বিচার
সাঙ্গ করলেন।
১৮ ইমাম-সন্তানদের মধ্যে বিজাতীয়
কন্যাগ্রহণকারী এসব লোক ছিল; যিহোষাদকের
পুত্র যে যেশূয়, তাঁর সন্তানদের ও ভাইদের মধ্যে
মাসেয়, ইলীয়েষর, যারিব ও গদলিয়। ১৯ এরা
নিজের নিজের স্ত্রী ত্যাগ করবে বলে প্রতিশ্রুতি
দিল এবং দোষী হওয়াতে তাদের দোষের জন্য
পালের এক একটি ভেড়া কোরবানী করলো।
২০ আর ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে হনানি ও
সবদিয়। ২১ হারীমের সন্তানদের মধ্যে মাসেয়,
ইলিয়াস, শময়িয়, যিহীয়েল ও উষিয়।
২২ পশ্‌হূরের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ৈনয়, মাসেয়
ইসমাইল, নথনেল, যোষাবদ ও ইলিয়াসা।
২৩ আর লেবীয়দের মধ্যে যোষাবদ, শিমিয়ি,
কলায়– অর্থাৎ কলীট– পথাহিয়, এহুদা ও
ইলিয়েষর। ২৪ আর গায়কদের মধ্যে ইলীয়াশীব;

[১০:৯] উজা ১:৫।
[১০:১০] ২খান্দান ২৮:১৩।
[১০:১১] দ্বি:বি ২৪:১; মালা ২:১০-১৬।
[১০:১২] ইউসা ৬:৫।
[১০:১৪] শুমারী ২৫:৪; ২খান্দান ২৯:১০।
[১০:১৫] নহি ১১:১৬।
[১০:১৮] কাজী ৩:৬।
[১০:১৯] লেবীয় ৫:১৫; ৬:৬।
[১০:২০] ১খান্দান ২৪:১৪।
[১০:২১] ১খান্দান ২৪:৮।
[১০:২২] ১খান্দান ৯:১২।
[১০:২৩] নহি ৮:৭; ৯:৪।
[১০:২৪] নহি ৩:১; ১২:১০; ১৩:৭, ২৮।

সীমানা সে সময় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল, সে কারণে সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদেরও জেরুশালেমে আসতে ৫০ মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করতে হয় নি। এহুদার উত্তরের সীমানা ছিল বেথেল, দক্ষিণে বের-শেবা, পূর্বে জেরিকো এবং পশ্চিমে ওনো (নহি ৭:২৬-৩৮; ১১:২৫-৩৫ দেখুন)।

তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত হবে। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে (হিজ ২২:২০; দ্বি.বি. ১৩:১২-১৮ আয়াতের নোট দেখুন) অথবা মাবুদের ভাণ্ডারে জমা করার মধ্য দিয়ে (লেবীয় ২৭:২৮; ইউসা ৬:১৯; ৭:১-১৫) কোন বস্তু চিরতরে অপবিত্র যে কোন কিছু থেকে পৃথক করা এবং মাবুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা।

১০:৯ এহুদা ও বিন্‌ইয়ামীন। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১০ আল্লাহ্‌র গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। হতে পারে বায়তুল মোকাদ্দসের বাইরে বহিরস্থ প্রাঙ্গণ, কিংবা পানি দ্বারের সামনের উন্মুক্ত স্থান (নহি ৮:১)।

ভারী বৃষ্টি। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে মুষলধারে ঝরতে থাকা মৌসুমী বৃষ্টি। নবম মাস, অর্থাৎ কিশলেব মাসটি (নভেম্বর-ডিসেম্বর) হচ্ছে বর্ষাকালের ঠিক মাঝামাঝি সময় (আয়াত ১৩), যা অক্টোবর মাসে হালকা বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং তা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি গিয়ে শেষ হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসটি একাধারে শীতকালও বটে, কারণ সে সময় জেরুশালেমে তাপমাত্রা ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়ে ঠেকে। লোকেরা শুধু যে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল বলে কাঁপছিল তা নয়, তারা এই ভারী বৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ বলেও ধরে নিচ্ছিল (১ শামু ১২:১৭-১৮; ইহি ১৩:১১,১৩)।

ইসরাইলের দোষ বৃদ্ধি করেছ। হিজ ৯:৩৪; কাজী ৩:১২; ৪:১; ২ খান্দান ২৮:১৩ আয়াত দেখুন। বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা লোকদের গুনাহ্‌ ও অপরাধ ইতোমধ্যে অনেক বেশি ছিল, উপরন্তু তারা পরজাতীয় নারীদেরকে বিয়ে করে আরও বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র অবমাননা করেছে।

১০:১১ নিজেদেরকে পৃথক কর। শুমারী ১৬:২১; ২ খান্দান ৬:১৪ দেখুন।

১০:১২ উচ্চঃস্বরে। নহি ৯:৪ আয়াত দেখুন।

১০:১৪ প্রত্যেক নগরের প্রাচীন নেতৃবর্গরা ও বিচারকর্তারা। দ্বি.বি. ১৬:১৮; ১৯:১২; ২১:৩,১৯; রূত ৪:২ আয়াত দেখুন।

১০:১৫ বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র যোনাথন ও তিক্‌বের পুত্র যহসিয় উঠলো। সম্ভবত এই চার জন লোক উযায়েরের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণ হচ্ছে, তারা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিংবা এই আদেশ তাদের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল।

তিক্‌ব। এই শব্দের অর্থ "আশা" (শুধুমাত্র ২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪ আয়াতে এই নামটি দেখা যায়)।

মশুল্লম। ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। তিনি যদি ২৯ আয়াতের মশুল্লম হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নিজেও একজন পরজাতীয় নারীকে বিয়ে করেছিলেন।

BACIB International Bible CHURCH

দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম, টেলম ও উরি।
২৫ আর ইসরাইলের মধ্যে, পরিয়োশের
সন্তানদের মধ্যে রমিয়, যিষিয়, মল্কিয়, মিয়ামীন,
ইলিয়াসর, মল্কিয় ও বনায়। ২৬ এলমের
সন্তানদের মধ্যে মত্তনিয়, জাকারিয়া, যিহীয়েল,
অব্দি, যিরেমোৎ ও ইলিয়াস। ২৭ সত্তুর সন্তানদের
মধ্যে ইলিয়ৈনয়, ইলিয়াশীব, মত্তনিয়, যিরেমোৎ,
সাবদ ও অসীসা। ২৮ বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে
যিহোহানন, হনানিয়, সব্বয়, অৎলয়। ২৯ বানির
সন্তানদের মধ্যে মশুল্লম, মল্লুক ও অদায়া, যাশূব,
শাল ও যিরমোৎ। ৩০ পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের
মধ্যে অদ্‌ন, কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়,
বৎসলেল, বিন্নুয়ী ও মানশা। ৩১ হারীমের
সন্তানদের মধ্যে ইলিয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়,

[১০:২৫] উজা ২:৩।

শময়িয়, ৩২ শিমিয়োন, বিন্‌ইয়ামীন, মল্লুক,
শমরিয়। ৩৩ হশূমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনয়,
মত্তত্ত, সাবদ, ইলীফেলট, যিরেময়, মানশা,
শিমিয়ি। ৩৪ বানির সন্তানদের মধ্যে মাদয়,
অম্রাম ও উয়েল, ৩৫ বনায়, বেদিয়া, কলূহূ,
৩৬ বনিয়, মরেমোৎ, ইলিয়াশীব, ৩৭ মত্তনিয়,
মত্তনয়, যাসয়, ৩৮ বালি, বিন্নুয়ী, ৩৯ শিমিয়ি,
শেলিমিয়, নাথন, অদায়া, ৪০ মক্নদ্‌বয়, শাশয়,
শারয়, ৪১ অসরেল, শেলিমিয়, শমরিয়,
৪২ শল্লুম, অমরিয়, ইউসুফ। ৪৩ নবোর
সন্তানদের মধ্যে যিয়ীয়েল, মত্তিথিয়, সাবদ,
সবীনঃ, যাদয় ও যোয়েল, বনায়। ৪৪ এরা সবাই
বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেছিল এবং কারো কারো
স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হয়েছিল।

১০:১৬-১৭ গঠনকৃত দলটি তিন মাসের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করেছিল এবং পরজাতীয় নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন ১১০ জন পুরুষকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল।

১০:১৮-২২ ২:৩৬-৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২৯ প্রতিশ্রুতি দিল। প্রতীকী অর্থে তারা হাত তুলে শপথ করেছিল; এ প্রসঙ্গে জবুর ১৪:২২; মেসাল ৬:১ আয়াতের নোট দেখুন।

ভেড়া। অনিচ্ছাকৃতভাবে করা গুনাহ্‌র জন্য দোষ-কোরবানী উৎসর্গ করতে হত (লেবীয় ৫:১৪-১৯) সেই সাথে ইচ্ছাকৃত ভাবে করা গুনাহ্‌র জন্যও করতে হত (লেবীয় ৬:১-৭)। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত কোরবানী ছিল ভেড়া (লেবীয় ৫:১৫; ৬:৬)।

১০:২৪ এটি বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, কেবল একজন সঙ্গীতশিল্পী এবং তিন জন দ্বার রক্ষী এতে যুক্ত ছিল। বায়তুল মোকাদ্দসের কোন পরিচর্যাকারী (২:৪৩-৫৪) বা সোলায়মানের পরিচর্যাকারীদের কোন বংশধর (২:৫৫-৫৭) পরজাতীয় নারীদের বিয়ে করার মাধ্যমে গুনাহ্ করে নি।

১০:২৫-৪৩ ২:৩-২০ আয়াত দেখুন।

১০:৩০ বৎসলেল। হিজ ৩১:২ দেখুন।

১০:৩১ শিমিয়োন। এই নামটি এবং ইয়াকুবের দ্বিতীয় পুত্র শিমিয়োনের নামের হিব্রু বুৎপত্তিগত শব্দ একই (পয়দা ২৯:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)। গ্রীক ভাষায় নামটি পরিবর্তিত হয়ে শামাউন হয়েছে (মথি ৪:১৮ আয়াত দেখুন)।

১০:৪৩ নবো। ব্যাবিলনের দেবতা নাবোর হিব্রু সংস্করণ (ইশা ৪৬:১ আয়াতের নোট দেখুন); শুধুমাত্র এখানে তা একজন ব্যক্তির নাম হিসেবে পাওয়া যায়।